রহস্য-রহস্য

কলিকাতা,
১৫৫নং লোয়ার সার্কুলার রোড হইতে

জমিদার
রায় বিহারী মিত্র বাহাদুর প্রণীত

"চিন্তা রহস্য," "প্রেম রহস্য," "কথোপকথন রহস্য," "সংসার-রহস্য," "নিয়ম রহস্য," "ভ্রমণ রহস্য," "বিদেশী রহস্য," "প্রকৃতি রহস্য," "শান্তি রহস্য" "সংজ্ঞা রহস্য," "নূতন জন্ম রহস্য," এবং "ভাবুক ও সভ্যতা রহস্য"

Author of "Sedition or Progress," Obstruction or Progress. "How to Protect the Young Men of Bengal," and Translator of the "Yoga Vasishta Laha-Ramayana."

1930.

রহস্য-রহস্য

অন্বেষণ।

ধরাতে থাকিতে হইলেই একটিকে ধরিতে হয়। কারণ আশ্রয় ব্যতীত ধরাতে থাকিবার উপায় নাই। ইহার কারণ ধরাকে ধরণী কহে। আকর্ষণ ও ধর্ষণে এই ঘূর্ণায়মান জগতটি নিয়মের উপর বরাবর ঘুরিতেছে, এবং তজ্জন্য লোকালয়ে ইহকাল ও পরকালের কার্য্য কি সুন্দর রূপে নিস্পন্ন হইয়া আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ এই অপূর্ব্ব প্রণালীর অদ্ভুত ব্যাপারকে অন্ধকার ও আলোক কহেন। কেহ কেহ ইহাকে ব্রহ্মা ও উষা কহেন, কেহ কেহ ইহাকে আদিত্য ও সবিতা কহেন। কেহ কেহ ইহাকে লিঙ্গ ও শক্তি কহেন। কেহ কেহ ইহাকে ঠাণ্ডা ও গরম কহেন। কেহ কেহ ইহাকে প্রকৃতি ও পুরুষ কহেন। কেহ কেহ ইহাকে অণুর সংযোগ ও বিয়োগ কহেন। বাস্তবিক আবার কেহ কেহ এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই, বা সব নিশ্চয় এটা ব্রহ্ম ইহাও কহেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ইহার প্রকৃত হদিস্ কি

ইহা কেহই আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। কারণ নানা মুনির নানা মত। মুনি ব্যাস এই সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন যে :—

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্ন নাসৌ মুনির্যস্য নভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্ মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

সং হইলেই আকার হয়। আকার হইলেই গুণ ও সংখ্যা হইয়া ধর্ম্ম হয়। ধর্ম্ম হইলেই ক্রিয়া হয়, ক্রিয়া হইলেই সংস্কার হয় আর সংস্কার হইলেই সংস্কৃতি হয়। বাস্তবিক সংস্কৃতি ও ধরা একই। তবে সংস্কৃতি ও ধরার বিভিন্নতাটা সংজ্ঞা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। সুতরাং সংস্কৃতি ও ধরার অর্থ যে এক ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

শ্রুতি ও স্মৃতি লইয়া এই ধরার ধারাবহ ক্রিয়া। কেননা যাহা শুনিনাই তাহা স্মৃতি পটে নাই। জগৎবাসী সকলে শুনিয়াছেন যে এক যেমন হুঙ্কার করিলেন অমনি বহু হইলেন। যেমনি বহু হইলেন অমনি বংশপরম্পরা শুনিবার কারণ স্মরণার্থ লিপি হইল এবং স্মরণার্থ লিপি হইবার কারণ সকলকার স্মৃতিপথে আসিল যে এক বহু হইলেন। কাজে কাজেই শ্রুতি ও স্মৃতি লইয়া এই ধরার ভিতরে কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ ও প্রেমযোগ হয়, ইহা কথিত।

মহাজনেরা কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ ও প্রেমযোগকে গ্রন্থে কথোপকথনে বা বক্তৃতার দ্বারা জনসাধারণের ভিতর প্রচার করিয়া থাকেন। এবং প্রচার করিবার কারণ সংস্কার হয়।

সংস্কার হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে প্রেম এবং প্রেম হইতে অবশেষে প্রেমিক হইয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া পরম গতি হয়। বাস্তবিক যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে মুনি বেদব্যাস যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা অঠিক নয় ইহা প্রমাণ হইল।

"কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তো হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধ বিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥"

যোগ কাহাকে কহে। একটীর সহিত অন্য একটীর সুকৌশলের দ্বারা মিলনের নাম যোগ। বাস্তবিক যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে ইহা হইতে ইহাই প্রকাশ পায় না কি যে বিষয়ের ভিতর সংযোগ ও বিয়োগ অর্থাৎ বিপরীত লক্ষণা-ক্রান্ত গুণ স্বভাবসিদ্ধ। কেননা গুণ ও সংখ্যা লইয়াই বহুর সৃষ্টি।

"বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত দুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্ম সুকৌশলম্!"

আবার :—

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যাসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।"

দুইটী না হইলে ঘর্ষণ হয় না, এবং ঘর্ষণ না হইলে অগ্নি উৎপাদন হয় না, অগ্নি উৎপাদন না হইলে আলোক হয় না, এবং আলোক না হইলে দেখিতে পাওয়া যায় না। দেখিতে না পাইলে কর্ম্ম হয় না এবং কর্ম্ম না হইলে

জ্ঞান হয় না। জ্ঞান না হইলে প্রেম হয় না, আর প্রেম না হইলে মিলন হইয়া যোগ হয় না। বাস্তবিক মহাভূতের বিপরীত স্বাভাবিক গুণের ঘষাঘষির দ্বারা ধরার ভিতর উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় চিরকাল ধারাবহ রূপে চলিয়া আসিতেছে. ইহা স্বতঃ সিদ্ধ। কিন্তু প্রকৃত হদিস্ কি ইহা কেহই আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। কেননা প্রভু কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন ঃ—

"নমে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ।"

যাহা আদি যদি তাহাই কেহ জানিলেন না, তাহা হইলে অদিতি বা অনাদি জানা সম্ভবপর নয়। ফলতঃ চেষ্টা অনাবশ্যক। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে ইহা হইতে প্রমাণ হয় না কি, যে রহস্যের রহস্য অজ্ঞানিত। সুতরাং ধাতুৎ ধাতু কি ইহা লইয়া তর্ক করা অবৈধ।

ক্ষিতি, অপ, তেজ মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচটী মহা ভূত বলিয়া কথিত। ক্ষয় আছে বলিয়া ক্ষিতি—রস আছে বলিয়া অপ—অগ্নি আছে বলিয়া তেজ—শুকানো শক্তি আছে বলিয়া মরুৎ আর শব্দ আছে বলিয়া ব্যোম। এই সমস্ত মহাভূতগুলি হইতে সংযোগ ও বিয়োগ বা ঘাত ও প্রতিঘাত বা আকর্ষণ ও বর্ষণ বা ঘষাঘষি গুণের দ্বারা ধরার স্বাভাবিক নিয়মগুলি বরাবর ধারাবহ রূপে বহিয়া চলিয়া আসিতেছে। যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে গুণ ও সংখ্যারই রহস্য জানা

কত কঠোর তপস্যার প্রয়োজন, কিন্তু এই পাঁচটী মহাভূতের বাহির যাহা অর্থাৎ রহস্যের রহস্য সেটাকে জানা অসম্ভব। যদি এই যুক্তি ঠিক হয় তাহা হইলে অজানিতকে অর্থাৎ রহস্যের রহস্যকে জানিতে চেষ্টা করা অনাবশ্যক। কেন না সেটা বাক্যের ও মনের অগোচর—অবাঙ্মনসংগোচর।”

কেহ কেহ আবার সব ভূতগুলিকে জ্ঞান বিজ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা অক্ষর করিয়া দিয়া এবং নিজে অক্ষয় হইয়া অপরকে বুঝান যে দুঃখ করা অনুচিত।

“বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণী।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণ-
ন্যন্যানি সংযাতি নবাণি দেহী।
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়ম ক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি।
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্মমৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে নাত্বং শোচিতুমর্হসি॥”

ইহাতে কি স্পষ্ট প্রকাশ পায়না যে এগোলেও নির্ব্বংশের পোতা আর পিছুলেও ভেড়ের ভেড়ে ছুটা। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে কি ভয়ানক আপদের উপর বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়। বিদ্যা, বুদ্ধি, কল, বল, ছলের, কি অদ্ভুত বাক্যের কেল্লার ফাঁকির উপর ফাঁকি কাটা। একবার বলিতেছেন তিনি অজানিত অর্থাৎ সূক্ষ্ম, আবার একবার বলিতেছেন তিনি জানিত অর্থাৎ স্থূল। এবং সেই হেতু রূপান্তরিত বিষয়ে অনুশোচনা করা কর্ত্তব্য নয়। জন্ম ও মৃত্যু জীবের লীলা খেলা—যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করা। ইহার কারণ রূপান্তরিত বস্তুর জন্য দুঃখ করা অনুচিত।

এই গুলি সাধারণের মনে কেমন কেমন ঠেকে কি না? কেননা সোনার পাথরবাটী বা শশকের শৃঙ্গ বা চাঁদের কলঙ্ক। বাস্তবিক সোনা আছে ও পাথর আছে কিন্তু সোনার পাথর বাটী নাই। শশক আছেও শৃঙ্গ আছে কিন্তু শশকের শৃঙ্গ নাই। চাঁদ আছেও কলঙ্ক আছে কিন্তু চাঁদে কলঙ্ক নাই। সূক্ষ্ম ও স্থূলকে এক স্থলে বুঝাইতেছেন। তজ্জন্য জনসাধারণের পক্ষে সিদ্ধান্ত করা দুষ্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই চিড়ের বাইস্‌ফেরটিকে বুঝিতে হইলে সংশয় উপস্থিত হয় কি না? আবার সংশয় উপস্থিত হইলে পর নির্ণয় করা দুর্গম হয় কি না? বাস্তবিক নির্ণয় করা দুর্গম হইলে পর দুঃখ আসিয়া অনুশোচনাটী বৃদ্ধি পায়। আর অনুশোচনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে ইহকাল ও পরকাল ঝরঝরে হইয়া

পড়ে। কেননা ভেলা ঝর্ঝরে হইলে দুঃখমোচন হইয়া ধরা হইতে পারাপার হওয়া অসম্ভব।

"সংশয়ঃ সুগমঃ যত্রনির্ণয়স্তত্র দুর্গমঃ।

যে কর্ম্ম করিলে মনে স্বাভাবিক হিসাবে আপনাপনি আঘাত লাগে বোধ হয় সে কর্ম্মে অন্তরে দুঃখ আসে। কেননা অর্জ্জুন গুরুজন ইত্যাদিকে রণস্থলে দেখিয়া ব্যথিত হইয়া বিষাদে বিষাদিত হইবার কারণ অর্জ্জুনের হাত হইতে ধনুর্ব্বাণ খসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যদি ঘাত ও প্রতিঘাতকে মনের বাহির করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় থাকে না। সুতরাং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের লোপ ঘটিলে পর এবং জন্ম ও মৃত্যু না থাকিলে পর, মধ্যটা উপিয়া "আমি' ও 'তুমি' থাকে না। বাস্তবিক 'আমি' ও 'তুমি' না থাকিলে পর 'গুণ' ও 'সংখ্যা' উপিয়া গিয়া নিগুণ নিত্য অক্ষয় বা অব্যয় আসিয়া উপস্থিত হয়। এবং নিত্য অব্যয় বা অক্ষয় আসিলে পর পঞ্চ মহাভূত লোপ পায়। এবং পঞ্চ মহাভূত লোপ পাইলে 'গুণ' ও 'সংখ্যার' লোপ ঘটে। এবং 'গুণ' ও সংখ্যার' লোপ ঘটিলে পর ধরাধরি বা ঘষাঘষি বা ঘাত-প্রতিঘাত বা আকর্ষণ ও বর্ষণ যাইয়া এক বা অজানিত আসিয়া আসর গুলজার করিয়া অভিনয় করেন। এবং এই অভিনয়টা কথা কাটাকাটির ফাঁকির কেল্লার চূড়ান্ত তর্ক হিসাবে ন্যায় সঙ্গত। সুতরাং স্বতঃ সিদ্ধ। নচেৎ অজানিত ইহাই সিদ্ধান্ত হইল।

ব্রহ্ম কি ?

ব্রহ্ম কি ?

যাহা অজানিত অর্থাৎ জানি না।

যদি ব্রহ্ম অজানিত, তবে এই ব্রহ্ম শব্দটী কোথা হইতে আসিল ?

শূন্য থাকিলেই স্বাভাবিক গুণের নিয়মানুসারে মরুৎ আসিয়া উপস্থিত হয়। এবং মরুৎ আসিলে স্পন্দন হেতু ঘাত ও প্রতিঘাত সুরু হয়। বাস্তবিক ঘাত ও প্রতিঘাত হইতে তেজ। তেজ হইতে অপ্। আর অপ্ হইতে ক্ষিতি। বাস্তবিক যদি এই সবগুলি ঠিক হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম একটা মহাজনদের বাক্যানুসারে সংজ্ঞা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। সূক্ষ্ম-স্থূলের ও স্থূলের শেষ যাহা তাহাই অশেষ। বাস্তবিক অশেষ হইলে পর আদি মধ্য ও অন্ত রহিত হয়। অতএব ইহাতে ইহাই প্রকাশ পায় না কি যাহা অশেষ তাহাই ব্রহ্ম বা অনাদি বা অদিতি। যদি এই সিদ্ধান্তটী ঠিক হয় তাহা হইলে ব্রহ্ম একটী সংজ্ঞা মাত্র। ইহা মানব বুদ্ধির চরম সীমায় মীমাংসার স্থলে মীমাংসিত হইল।

সংজ্ঞা হইতে সংজ্ঞা হয়। তজ্জন্য অবস্থাভেদে গুণভেদ হয়। কারণ আকার বা সৎ। বাস্তবিক আকার বা সৎ হইলে 'গুণ' ও 'সংখ্যা' হয় ইহা চির প্রসিদ্ধ। আবার আকার বা সৎ যাইলেই 'গুণ' ও 'সংখ্যা' বিহীন হইয়া নিরাকার বা অসৎ হয়। এটাও স্বতঃসিদ্ধ।

"অ" আর "ক" অর্থাৎ স্বর ও ব্যঞ্জন। এই দুইটী বর্ণ যাইলে "জ্ঞা" যাইয়া 'অজ্ঞ' 'বিজ্ঞ' ও 'সংজ্ঞা' যায়। আর এই কয়েকটী যাইলে নিত্য অর্থাৎ এক অক্ষয় বা অব্যয় হয়। তজ্জন্য বোধ হয় ব্যোম হইতে ক্ষিতি পর্য্যন্তকে মায়া কহে। মায়া ও কায়া এক। পঞ্চ মহাভুতের উপর 'ব্রহ্ম'। কাজেকাজেই ব্রহ্ম, অজানিত, বা এক ইত্যাদি সবই এক। ফলতঃ সংজ্ঞাগুলি একর্থ হইয়া সংজ্ঞার তফাৎ মাত্র হইল। ইহাতে প্রকাশ পায় না কি যে সংজ্ঞা হইতে সংজ্ঞা হয়; যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে পরবৎ দর্শন হয় ইহা প্রমাণ হইল।

কেহ কেহ এই ব্যাপারগুলিকে 'ব্রহ্ম' ও 'মায়া' কহেন। কেহ কেহ বা 'শূন্য' ও নির্ব্বাণ, 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ' বা 'লিঙ্গ' ও ইচ্ছারূপিনী শক্তি' কহেন, এই রকম কত মহাজন যে কত প্রকার বিদ্যাবুদ্ধি খরচ করিয়া সুকৌশলের দ্বারা পূর্ব্বাপর লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ইহা বলা বা লেখা সম্ভবপর নয়। কেন না একের বিভূতি অনন্ত। তবে মানব ধর্ম্মগুলি জন সাধারণের ভিতর প্রচলন থাকা বিধায় প্রত্যক্ষ। এবং সেই হেতু ইহা 'পরবৎ দর্শন' ও সত্য বলিয়া কথিত ইহা প্রমাণ হইল।

প্রত্যক্ষ হইলে সকলকার আদরণীয় হয়। আবার সকলকার আদরণীয় হইলে 'গুণ' ও 'সংখ্যা' হইয়া বাক্যের ফাঁকির কেল্লার দ্বারা বাড়িতে বাড়িতে কল্পতরু হয়। আর

কল্পতরু হইলে কল্পনা করিতে করিতে কাল্পনিক হইয়া পড়ে। আবার কাল্পনিক হইলে পর সঙ্কল্প বেশ চলে। আর সঙ্কল্পে একনিষ্ঠা হইয়া যোগাভ্যাস গুণে আবার একীভাব হইয়া সিদ্ধ হইতে পারিলে সংস্কার গুণে আনন্দ বিহ্বলে কৈবল্য প্রাপ্ত হয়।' অতএব 'কৈবল্য' ও 'এক' যে একই ইহা প্রমাণ হইল।

অবতার ও মহাজনেরা ক্ষুদ্র হইতে মহৎকে বা প্রত্যক্ষ হইতে অপ্রত্যক্ষকে বুঝাইবার দরুন ও জনসাধারণের হিতের দরুন প্রয়োজন মতে সময়ে সময়ে আবির্ভাব হইয়া জনসমাজে এক ধর্ম্ম এক পরিচ্ছদ এক আহার এক বর্ণ এক ভাষা এক লিপি ও এক প্রকার আচার ব্যবহার নিয়ম পদ্ধতি প্রচার করিয়া অবশেষে তিরোহিত হন। বাস্তবিক স্থূলে এক হইলে শক্তি আসিয়া অবশেষে স্বকৌশলের দ্বারা একীভাব হইয়া একটী জাতিতে পরিণত হইতে পারা যায়। কেননা ভ্রাতৃভাব সমতা ও একতা আসিলে পর মানবত্ব হিসাবে উত্তরোত্তর ক্রিয়া করিতে করিতে তন্ময় হইয়া একের সহিত মিশিয়া যাইতে পারা যায়। কেন না একনিষ্ঠা না হইলে উদ্ধার হওয়া সম্ভবপর নয় ইহা অনিবার্য্য। এবং সঙ্গে সঙ্গে 'পূর্ব্ববৎ' ও 'পরবৎ' (Deductive & Inductive) কি ও এক ও বহু কি ইহা প্রমাণ হইল।

হিমালয় হইতে জল বহিয়া বহিয়া মহাসাগরের গর্ভে পড়ে। আবার মহাসাগরের গর্ভ হইতে মহা গরমের তেজের

রশ্মির আকর্ষণ শক্তির দ্বারা আকাশে উত্থিত হইতে হইতে চাঁদমুখীর ঠাণ্ডা হাসির ছটাতে মুগ্ধ হইয়া জমাট বাঁধিয়া পর্য্যন্ন হয়। আর মরুৎ নিজ গতির ব্যাঘাত হেতু বিদ্যুৎ-বেগে পর্য্যন্নকে ভাঙ্গিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া নিজের স্বাভাবিক গতিতে চলিয়া যায়। পর্য্যন্ন ব্যথায় ব্যথিত হইয়া স্বীয় গুণে বৃষ্টিরূপে ধরাতে অমৃত বর্ষণ করে। বাস্তবিক ধরাবাসী এই অমৃত ভক্ষণে 'অমর বা নর দেবতা হন অতএব মর ও অমর এই 'ভূ' 'ভুব' ও 'স্ব' এর জন্ম জন্মান্তরের লীলা খেলা। বাস্তবিক লীলা খেলাটাই লাঞ্ছনা, সুতরাং গঞ্জনা। এবং তজ্জন্য এইটা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অক্ষয়টা বা **একটা** বা ব্রহ্মটা অপরিহার্য্য। কেননা গঞ্জনা লাঞ্ছনা ও মায়া উপিয়া যাইয়া প্রকাশ পায় যে আবশ্যক মতে স্থল বিশেষে নিয়ম অনাবশ্যক। কিন্তু বিশ্বাস মূলাধার ইহা প্রমাণ হইল।

সংজ্ঞা ব্যতীত সংজ্ঞা হয় না, ইহা যুক্তি সিদ্ধ। এবং এই যুক্তিটী যদি ঠিক হয় তাহা হইলে অবস্থা ভেদে গুণভেদ হয় ইহা সপ্রমাণ হয়। গুণভেদ হইলে 'সংখ্যা' হয়' এবং 'গুণ' ও 'সংখ্যা' হইলে এই ঘূর্ণীয়মান জগৎ আসিল। যেমনি ধরা আসিল অমনি ধরাধরি চলিল। বাস্তবিক ধরাধরি চলিলে 'সংযোগ' ও 'বিয়োগ' চলিল। আর 'সংযোগ' ও 'বিয়োগ' চলিলে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় চলিল। অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু চলিল। জন্ম ও মৃত্যু চলিলেই চারিধারে হাঁসি কান্নার

রব উঠিল। আবার হাঁসি কান্নার রবকে নিস্তব্ধ করিবার জন্য ধরাতে অবতার আসিয়া কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ ও প্রেম-যোগ প্রচার করিয়া এবং সর্ব্বসাধারণ জনকে মুগ্ধ করিয়া মোক্ষ নির্ব্বাণ বা মুক্তি দিয়া উদ্ধার করিয়া দিলেন। বাস্তবিক অবতারের এই রহস্য কি সুন্দর ও সর্ব্বসাধারণ জনের সহজে বোধগম্য। কেননা অবতারের মুখ নিঃসৃত একনিষ্ঠা বাক্য অমৃত এবং এই অমৃত উপদেশগুলি বিনা সন্দেহে গাঢ় বিশ্বাস করিয়া সর্ব্বসাধারণের হিতের জন্য বাসনা রহিত হইয়া জন্ম জন্মান্তরের কর্ত্তব্যকর্ম্ম ও দায়িত্ব বিবেচনা করিয়া ক্রিয়া করিলে মোক্ষ বা নির্ব্বাণ বা মুক্তি অনিবার্য্য।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্য যুক্তস্য যোগিনঃ॥
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয় শাশ্বতম।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মনঃ সংসিদ্ধং পরমাং গতাঃ॥
আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

ইহাতে প্রকাশ পায় নাকি যে ধরাতে থাকিতে হইলে গাঢ় বিশ্বাসের প্রয়োজন। কেননা একাগ্রচিত্ত হইয়া একটীর আশ্রয় না লইলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ বা তন্ময় না হইতে পারিলে ধরা হইতে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব পর নয়। তজ্জন্য হেঁয়ালিটিতে বলিয়া থাকে 'যে রকম ভাবনা যার, সে রকম পাওনা তার।' কেননা :—

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃণ যান্তি পিতৃব্রতাঃ
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদযাজিনোঽপি মাম্।”

যেখানে অবতারের রহস্য প্রচার হয় সেখানকার লোকগুলি কি সুন্দর উত্তরোত্তর একনিষ্ঠা হইবার কারণ শান্তি পান কেননা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি পান।” প্রভু কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন ঃ—

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি-লোক মহেশ্বরম্॥
এসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥”

অতএব ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় না কি যে বিশ্বাসই মূলাধার। এবং তজ্জন্য সকলে বলিয়া থাকেন যে “বিশ্বাসে রত্ন মিলে তর্কে বহুদূর।”

যদি দেহের ভিতর শ্বাস ও প্রশ্বাস বহে ইহা বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে আমি আছি ইহা বিশ্বাস করা উচিৎ, যদি অস্বীকার করেন তাহা হইলে আমি নাই ইহা সিদ্ধান্ত হয়। বাস্তবিক পক্ষে যাহা আছে তাহা চিরকাল আছে যাহা নাই তাহা কোন কালে নাই। কেন না বর্ত্তমানটা অতীত ও ভবিষ্যতের কারণ। অতএব ইহাতে প্রমাণ হয় না কি যে বর্ত্তমানই সকল সিদ্ধান্তের কারণ। বর্ত্তমান আছে বলিয়া অতীত ও ভবিষ্যৎ আছে। যদি বর্ত্তমানকে লোপ করা হয় তাহা হইলে অতীত ও ভবিষ্যৎ যায়। এবং যদি ত্রিকাল লোপ পায় তাহা হইলে অস্তিত্ব লোপ পায়।

আর অস্তিত্ব লোপ পাইলে আমি আছি ইহা লোপ পায়। বাস্তবিক আমি লইয়া এই ঘূর্ণীয়মান জগৎটী চলিতেছে। যদি আমি যায় তাহা হইলে তুমি যায় আর যদি আমি ও তুমি যায় তাহা হইলে জন্ম মৃত্যু ও মধ্যটা লোপ পায়। আব জন্ম ও মৃত্যুটা লোপ পাইলে "ভু, ভুব ও স্ব যায়। যদি এই তিনটী যায় তাহা হইলে গুণ লোপ শায়। আর গুণ লোপ পাইলে সংখ্যা লোপ পায়। বাস্তবিক যদি গুণ ও সংখ্যা লোপ পায় তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ড লোপ পায় এবং যদি ব্রহ্মাণ্ড লোপ পায় তাহা হইলে ব্রহ্ম বা এক্ক বা শক্তি বা অণু বা শূন্য বা কাম্নু লোপ পায়। যদি সবই লোপ পায় তাহা হইলে নিষ্কর্ম্মার বেটা বেয়াল্লিশ কর্ম্মা হয়। অতএব যখন সব করিতে হইতেছে যাহা প্রত্যক্ষ তবে কথা কাটাকাটিতে অকর্ম্মিষ্ঠ হইয়া মরাটা কি ভাল। যখন জন্ম স্থিতি ও মৃত্যু প্রত্যক্ষ এবং যদি এটা বিশ্বাস যোগ্য হয়, তাহা হইলে শ্রীমৎ ভগবৎগীতার বিভূতি যোগ পাট করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর কথা কাটাকাটি করিয়া মাথা ব্যথা থাকিবে না। যদি মাথা ব্যথা না থাকে তাহা হইলে কাজ করা আর না করা উভয়ই সমান হয় বটে, তবে কেন লোক হাঁসাইয়া খেয়ে দেখে ও শুনে বলি খাই নাই, দেখি নাই ও শুনি নাই।

"কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তো হি ফলং ত্যক্ত্বা মণীষিণঃ।
জন্মবন্ধ বিনির্মুক্তা পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম ॥

প্রভু কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়া ছিলেন যে আমি সর্ব্ব বিষয়ের আদি এবং আমা হইতে এই চরাচর বিশ্ব। তুমি ইহা বিনা সন্দেহে বিশ্বাস কর। আবার আমি গুণের হিসাবে এই কয়েকটীকে প্রাধান্য দিয়া বলিতেছি যে আমি বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষি মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্ব মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধ পুরুষের মধ্যে কপিল, পুরোহিত মধ্যে বৃহস্পতি, মহর্ষির মধ্যে ভৃগু, বাক্যের মধ্যে ওঁকার, মুনি মধ্যে ব্যাস, কবি মধ্যে উশনা এবং মানব মধ্যে রাজ চক্রবর্ত্তী। হে অর্জ্জুন যদি তুমি ইহাও সন্দেহ বিহীন হইয়া বিশ্বাস কর তাহা হইলে ইহকালের ও পরকালের কার্য্য সমস্ত বেশ সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ করিয়া এবং ধরাতে যশ ও কীর্ত্তি রাখিয়া এবং অবশেষে অমর হইয়া পরম গতি লাভ করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে ধর্ম্ম ব্যতীত গতি নাই ইহা অকাট্য। স্বভাব ছাড়িও না, অভাব হইবে না।

মানবের ভিতর আমি রাজা ইহা অবতার বলেন কেন—ইহার কারণ বোধ হয় অন্য কিছুই নয় খালি সুশাসন। (Law order obedience and Discipline)। সুশাসন না থাকিলে রাজা ও 'প্রজা' সম্বন্ধটি ঠিক থাকে না। 'রাজা' প্রজা সম্বন্ধটী ঠিক না থাকিলে সভ্য হয় না। সভ্য না হইলে দেশের ভিতর বিদ্যা ও বুদ্ধি প্রখর হইা উন্নতিমার্গে উঠিতে পারা যায় না। এবং উত্তরোত্তর উন্নতি মার্গে উঠিতে

না পারিলে দেশের ভিতর জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যের আলোচনা থাকে না। এবং এই কয়েকটীর আলোচনা না থাকিলে দেশবাসী শান্ত হয় না। আর দেশবাসী শান্ত না হইলে দেশের ভিতর শান্তি বিরাজ করে না; বাস্তবিক ইহকালে শান্তি ভোগ না করিতে পারিলে পরকালেও শান্তি পাইবার আশা থাকে না। কারণ, বর্ত্তমানই ভবিষ্যতের কারণ ইহা প্রমাণ হইল।

রাজচক্রবর্ত্তী দ্বারা ইহকাল ও পরকালের শান্তি পাওয়া যায়, যদি প্রজাবর্গেরা Law order obedience and Discipline এর শিষ্য হইয়া শান্ত হন। যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে সকল প্রজাবর্গের কর্ত্তব্য কর্ম্ম রাজভক্ত হওয়া, অতএব রাজ চক্রবর্ত্তী ভক্তির পদার্থ হন ইহা প্রমাণ হইল।

রাজচক্রবর্ত্তী না থাকিলে রাজত্বে অরাজকতা বৃদ্ধি পায়, অরাজকতা বৃদ্ধি পাইলে পর জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি, ও বাণিজ্য ইত্যাদি চলে না। এবং এই কয়েকটীর অভাব ঘটিলে পর অসভ্যতাতে পরিপূর্ণ হয়। অসভ্য পূর্ণ মাত্রায় চলিলে পর জীবন্তে মড়া হইয়া থাকিতে হয়। বাস্তবিক সংসারের ভিতর মড়া অপেক্ষা আর গুরুতর শাস্তি নাই। অতএব সকল প্রজাবর্গের কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে প্রকৃত রাজভক্ত হইয়া Law order obedience and Disciplineএর শিষ্য হইয়া শান্ত হওয়া। কেননা শান্ত না হইলে শান্তি হয় না ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

যদি ঐক্য না থাকেন তাহা হইলে সংজ্ঞা দ্বারা একটী

এক্ক প্রস্তুত করিয়া লওয়া আবশ্যক কেন না একটী এক্ক বিনা মীমাংসা সম্ভবপর নয়। রেখার দাগ না টানিলে জ্যামিতি হয় না। শূন্য না রাখিলে ঘোর ফেরের দ্বারা অঙ্ক বিদ্যা হয় না। সূর্য্যকে খোঁটা না ধরিলে দিক নির্ণয় হয় না। স্বরকে বিশ্বাস না করিলে ওঁকার হয় না। জীবকে বিশ্বাস না করিলে অণু হয় না। প্রত্যক্ষকে বিশ্বাস না করিলে সমষ্টিও ব্যষ্টি থাকে না। শ্বাস প্রশ্বাসকে বিশ্বাস না করিলে আমি হয় না। আমি না হইলে তুমি হয় না। আমি আর তুমি না হইলে সংযোগ ও বিয়োগ হয় না। স্ত্রী ও পুরুষ না হইলে জন্ম হয় না। তদ্রূপ প্রজাবর্গ রাজভক্ত না হইলে শান্তি হয় না ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

অরাজক হইলে কি রাজত্ব চলে না সংসারের ভিতর সুখ থাকে। যদি সংসারে সুখের অভাব ঘটে তাহা হইলে পরকালেও সুখের অভাব ঘটে। যদি ইহ ও পরকাল যাইল তাহা হইলে পশুভাব আসিল। এই পশুভাবকে মোচন করিতে হইলে ভাষার প্রয়োজন। ভাষার প্রচলন হইতে বিদ্যা ও বুদ্ধি খোলে। বিদ্যা ও বুদ্ধি খুলিলে পর কর্ম্ম যোগ জ্ঞানযোগ ও প্রেমযোগ উদ্ভব হইয়া—ভূস্বর্গ হয়। কেন না রাজ-চক্রবর্ত্তীর সুশাসনের কৃপায়—মহর্ষি ভৃগু মুনি ব্যাস কবি উশনা পুরোহিত বৃহস্পতি ও সিদ্ধ পুরুষ কপিল ইত্যাদি জন্ম গ্রহণ করিয়া Law order obediance and discipline গুলিকে প্রচার করিয়া ইহ জগতে মানবত্ব আনিয়া দিয়াছেন

অতএব রাজভক্ত হওয়া মানবের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম ইহা প্রমাণ হইল। অহিংসা সাধুনাম হিংসা।

অবতার বলিলেন"আমি বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ"ইহার কারণ বোধ হয় আর কিছুই নয় খালি শুদ্ধান্ন ভোজন। অশ্বত্থ বৃক্ষের মাঝা হইতে অরণি প্রস্তুত হয়। এবং এই অরণি হইতে প্রথম অগ্নি উৎপাদন হইয়াছিল ইহা কথিত। তজ্জন্য মানবত্ব হিসাবে অশ্বত্থবৃক্ষকে চিহ্নের স্বরূপ রাখা প্রশংসনীয়।

মানবত্ব হিসাবে যজ্ঞাগ্নি আহবনীয়াগ্নি ও গৃহস্থাগ্নি আবশ্যকীয় বস্তু। কেন না হোম অতিথিসেবা ও শুদ্ধান্ন ভোজন সভ্যতা হেতু আদরণীয়। অবতার যাহা কিছু বলেন সমস্তই সভ্যতার আকর। এবং মানবত্ব হিসাবে সভ্য হইতে হইলে অবতার মহাজন ও রাজ চক্রবর্ত্তী অপরিহার্য্য ইহা প্রমাণ হইল।

দুইটী অরণি লইয়া ঘষাঘষি করিলে অগ্নি উৎপাদন হয়। এবং অগ্নি হইতে হোমের কার্য্য ও শুদ্ধান্ন প্রস্তুত চলে। হোম করিলে স্বর্গে বাস হয় আর শুদ্ধান্ন ভোজন করিলে দেহরক্ষা হইয়া সভ্যতার চিহ্ন দেখা যায়। হোম করিলে যথেষ্ট ধূম হয়—ধূম হইতে পর্য্যন্ন, পর্য্যন্ন হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেত ও রেত হইতে দেহ হয়। অতএব ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে বৈদিক সময়ের পূর্ব্বে অসভ্য. লোকেরা অশুদ্ধান্ন খাইয়া দেহরক্ষা করিতেন। অতএব বৈদিক সময়ের পূর্ব্বের লোকেরা চাষা ছিলেন না,

বরং বুনো শিকারী:ছিলেন। বুনো শিকারীরা বলবান হয় বটে কিন্তু অসভ্যতা হেতু বিদ্যাবুদ্ধি বিহীন হয়। তজ্জন্য সভ্য লোকের গোলাম হইতে বাধ্য।

"বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য অবোধস্য কুতো বলং।
বনে সিংহ পশু রাজা শশকেন নিপাতিতঃ॥"

চাষারা বুনো অপেক্ষা সভ্য বটে কিন্তু বুনোরা সাদাসিদে হিসাবে চাষা অপেক্ষা মন খোলা। তবে অশুদ্ধান্ন ভক্ষণ হেতু বুনোরা অত্যন্ত ক্রোধ পরবশ। ক্রোধ হইতে সম্মোহ সম্মোহ হইতে স্মৃতি-বিভ্রম, স্মৃতি-বিভ্রম হইতে বুদ্ধি লোপ আর বুদ্ধিলোপ হেতু জীবন্তে মড়ার তুল্য হয়। তজ্জন্য বুনোদের কার্য্যগুলি অসভ্যতাতে পরিপূর্ণ।

ক্রোধে ক্রোধ বাড়ে। অক্রোধে ক্রোধ যায়। ইহা বুনোরা জানে না। কেননা ভাষা বর্জ্জিত। তবে স্বর বর্জ্জিত নন। ভাষা পশুভাবকে মোচন করিয়া অন্য আর একটী সংস্কার আনিয়া দেয়। সেটা নম্রতা শান্তশিষ্ঠতা ও ধীর স্বভাব। কিন্তু দঁ্যাও প্যাঁচ অর্থাৎ সুকৌশল হেতু উদার হওয়া সম্ভবপর নয়। জমা খরচ বোধ আসিলেই যত গোলমাল কেননা ফিকিরের উপর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে চেষ্টা করেন। তজ্জন্য সভ্যরা বুনোদের অপেক্ষা কথাবার্ত্তা আচার ব্যবহার পরিচ্ছদ ও নিয়ম রক্ষাতে উৎকৃষ্ট। ইহার কারণ চাষারা বুনোদের অপেক্ষা সভ্য ইহা প্রমাণ হইল।

সভ্যতা উত্তরোত্তর বাড়িতে বাড়িতে মহর্ষি মুনি সিদ্ধপুরুষ

ও সর্দ্দার আসিয়া আসর গুলজার করিয়া অভিনয় করেন। কিন্তু যখন সমাজ গঠন হয় তখন যদি নীচের পৈটাতে থাকা হয় তাহা হইলে আর উচ্চ পৈটাতে উঠা কষ্ট কর হয়। কেননা উচ্চ পৈটের লোকেরা নীচের পৈটের ব্যক্তিদিগকে ঘৃণা চক্ষুতে দেখিয়া উচ্চ পৈটাতে উঠিতে দেন না। তজ্জন্য বংশাবলি ক্রমে এই ব্যবহার প্রতিপালন করাতে নীচাদপি নীচ হইয়া যায়। তবে অবতার আসিয়া দয়া করিলে হইতে পারে বটে। কিন্তু অবতারও কর্ম্মানুযায়ী সমাজ গঠন করেন। ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

চাতর্ব্বণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যা কর্ত্তারমব্যয়ম্॥
ন মাং কর্ম্মার্ণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥

আবার প্রভু কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন "স্ত্রী বৈশ্য ও শুদ্র একনিষ্ঠা হইয়া আমার ভক্ত হইলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মত পরম গতিলাভ করিবে। ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ পায়নাকি যে চারিটী শ্রেণী যাহা প্রভু কৃষ্ণ কর্ম্ম বিভাগানুসারে করিয়াছিলেন। তাহা বংশাবলী ক্রমে নয় বরং গুণোচিত মর্য্যাদানুসারে যেমন আপাততঃ গ্রাজুয়েটরা হয়। যদি গ্রাজুয়েট খেতাবটী বংশানুক্রমে হইত তাহা হইলে 'বাবু' খেতাবের মত সাধারণ হইয়া পড়িত ইহার কোনও সন্দেহ নাই। গুণোচিত মর্য্যাদা দেওয়াই প্রশংসনীয় তবে বংশানুক্রমে

গুণী হইতে পারিলে গুণ আহরণ করাই যে বংশের কর্ত্তব্যকর্ম্ম ইহা হইয়া পড়িলে পর, পরে স্বাভাবিক হইয়া যায়। কেননা লেখাপড়ার বংশে প্রায়ই লেখাপড়ার চর্চ্চা দেখিতে পাওয়া যায় এবং ধনীর বংশে প্রায়ই বিষয়বুদ্ধির চর্চ্চা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে প্রত্যেক আইনে ব্যতিক্রম আছে ইহা কে না স্বীকার করিবে। প্রভু কৃষ্ণের দর্শন মাঝামাঝি তজ্জন্য Toleration and moderation হয়। সাংসারিক ব্যাপারে ইহা যে উৎকৃষ্ট, ইহা বোধ হয় সকলে স্বীকার করিবেন। ফলাকাঙ্ক্ষী না হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও দায়িত্ব হিসাবে সংসারে কার্য্য করা বাঞ্ছনীয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে একনিষ্ঠা হইয়া সংসারে কার্য্য করা প্রশংসনায়।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যু্ পাপযোনয়ঃ
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরং গতিম্॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণোঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥
মন্মনা ভবমদ্ভক্তো মদযাজীমাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যাসি যুক্ত্যৈব মাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥

অনন্যচেতা সহকারে ভক্ত হইয়া যে যাহা কিছু কার্য্য করেন তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া তাহাতেই মিশিয়া যান ইহা বিশ্বাসযোগ্য ইহার কোন ভুল নাই

সুরেরা মদ্য ব্যবহার করিতেন ইহার কারণ বোধ হয় মদ্যকে সুরা কহে। কিন্তু আর্য্যেরা মদ্য ব্যবহার করিতেন

কিন্তু ইহার নাম সোম হয়। সুর ও আর্য্য বোধ হয় এক তবে নামান্তর হওয়ার দরুণ সন্দেহ যুক্ত। ইজিপ্ট, পারস্য, ব্যাবিলন ও অন্যান্য পুরাতন জাতি প্রায় সকলেই মদ্য ব্যবহার করিতেন মদ্য ব্যবহার নিয়মানুসারে করিলে অমৃত পানের ফল হয় আর অপব্যবহারে বিষভক্ষণের ফল পায় তজ্জন্য বোধ হয় মহাজন মদ্যপানকে একেবারে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। ব্যবহারের গুণে অমৃত বিষ হয় আবার বিষ অমৃত হয়।

স্ত্রীলোক জগদম্বা বলিয়া কথিত। স্ত্রীলোক না হইলে উৎপত্তি হয় না। স্ত্রীলোক না থাকিলে সংসার হয় না, যদি এই যুক্তি ঠিক হয় তাহা হইলে স্ত্রীলোককে পূজা করা বিধেয়। যে সংসারের স্ত্রীলোক শান্তিভোগ করিতে পারে না সে সংসারে প্রকৃত শান্তি নাই, ইহা অকাট্য কেন না স্ত্রীলোকই সংসারের ভিতর লক্ষ্মী ও সরস্বতী হন এবং বুদ্ধির সুকৌশলে স্ত্রীলোকেই দুর্গতিনাশিনী। স্ত্রীলোককে সমস্ত বিষয়ে পুরুষের সহিত সমানভাবে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কেন না সূর্য্য ও চন্দ্রের সাম্যাবস্থার কারণ এই ঘূর্ণীয়মান জগৎটী নিয়মের উপর চিরকাল ঘুরিতেছে। দুই ধারের ভার সমান না হইলে নিক্তির কাঁটা ঠিক থাকে না। বাস্তবিক যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে স্ত্রীলোক খারাপ নয় অপব্যবহার খারাপ হয়। তথাপি কোন কোন মহাজন স্ত্রীলোক ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়া মুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

অর্থ অনর্থের মূল—কোন কোন মহাজন বলেন। কিন্তু তাহা নয় কেন না অর্থতে মানবের অর্থ হয়। তবে অর্থের অপব্যবহার অনর্থের মূল ইহা বোধ হয় সকলে স্বীকার করিবেন অতএব অর্থ স্ত্রীলোক ও মদ্য খারাপ নয়, ইহার অপব্যবহার খারাপ। অতএব ইহাতে প্রকাশ পায় যে গুণ খারাপ নয়, তবে অবস্থাভেদে গুণ ভেদ হয় বলিয়া ভাল ও মন্দ বিবেচ্য ইহা প্রমাণ হইল।

জীবের পক্ষে আয়ু একটী প্রধান আবশ্যকীয় বস্তু। কারণ যতক্ষণ আয়ু ততক্ষণ জীব। আয়ু বিহীন হইলে আর জীব থাকে না। বরং কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া কথিত। কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইলে আর জীবের সহিত সম্পর্ক থাকে না। যে জিনিষের সহিত স্থূলের সম্পর্ক নাই সে জিনিষের আলোচনা ভাল বিবেচনা করি না, যাহা প্রত্যক্ষ ও সম্বন্ধ বিশিষ্ট তাহাই আদরণীয়। খুঁজে পেতে ফাঁকির দ্বারা ফাঁকি কাটিয়া ভাবনা করা নিষ্প্রয়োজন। অণু ভানু হয় ও কীটাণু-কীট হয় বটে আবার কীটাণু কীট ভানু হইয়া পরে অণু হয়। মানব বুদ্ধির পরাকাষ্ঠাতে সব একসা হইয়া যায়। কেন না পূর্ব্ববৎ ও পরবৎ দর্শন মাথার শেষ খেলা।

যিনি যাহা লেখেন তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না। কারণ মানব সীমাবদ্ধ। তজ্জন্য সীমাতীত মানবাতীত। যাহা প্রত্যক্ষ তাহারই রহস্য বাহির করা কত কঠোর তপস্যা ও অভ্যাসের প্রয়োজন, কেন না

দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবিশিষ্ট লোক অতি বিরল। কথার কচাকচি করা যায় বটে কিন্তু কার্য্যে সম্ভবপর নয়। যে কথা কার্য্যে পরিণত করা যইতে পারে না সে কথার মূল্য কি? যাহারা আলস্যকে প্রধান কার্য্য বিবেচনা করেন তাহারাই করুণ, কেহ তাঁহাদিগকে বাধা দিতেছে না। এক বা ব্রহ্ম আছে কি নাই ইহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি, যখন অবতারকৃত ধর্ম্ম জনসাধারণের ভিতর রহিয়াছে। অবতারকৃত ধর্ম্ম জানাই সুকঠিন ব্যাপার, কিন্তু ইহার উপর উঠিলে মাথা গোল না থকিয়া "পাগল" হইয়া পড়ে।

জড়ভরতে সংসার চলে না। কিন্তু রাজচক্রবর্ত্তী ভবতে বেশ সংসার চলে। মহর্ষি ভৃগু মনি ব্যাস ও পুরোহিত বৃহস্পতি ইত্যাদিতে জগতের কাজ যথেষ্ট হয়। যিনি সর্ব্ব সাধারণের হিতসাধন করেন তিনিই মহাজন। এক সংখ্যার পর শূন্যের উপর শূন্য বসাইলে যথেষ্ট সংখ্যা বাড়ে বটে ইহা বলিয়া যিনি সংখ্যা বসান তিনি কি সেই সংখ্যার মালিক হন? যদি না হন তবে অঙ্কের উপর অক্ষর বসাইয়া জড়-ভরত হইবার প্রয়োজন কি?

আয়ুর্ব্বেদে বা সংহিতাতে বা পুরাণে বা অন্যান্য পুস্তকে দীর্ঘায়ু হইবার যথেষ্ট উপদেশ আছে। এবং সৎ ও অসৎ কার্য্যে আয়ু বৃদ্ধি ও হ্রাস হয় ইহাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু কেহই চিরজীবি হইতে পারে না। যিনি জনসাধারণের উপকার করিয়া কীর্ত্তি রাখিয়া যান তিনিই অমর বলিয়া কথিত হন।

সৎ কার্য্য করিলে আয়ু বৃদ্ধি ও অসৎ কার্য্য করিলে আয়ু হ্রাস হয় ইহা সাংসারিক জনের পক্ষে নিয়ম বটে তবে না হইতেও পারে। কেন না মাতাল, দাতাল, শিংয়েল, লোচ্চা ও মূর্খ কোন কোন স্থলে দীর্ঘায়ু দেখিতে পাওয়া যায়। আবার নিরীহ, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, মহৎকুলোদ্ভব তামাক ও মদ্যপান বিহীন অল্প বয়সে মারা যায় ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার রহস্য কি কে জানে? তবে পূর্ব্বজন্ম আনিয়া তর্ক করিলে খানিকটা মনে শান্তি হয়। ইহা বোধ হয় সকলে স্বীকার করিবেন। কিন্তু প্রকৃত হদিস্ কি ইহা কেহই বলিতে পারেন না। কেননা মহাজনদের আইনের ব্যতিক্রম অনেকস্থলে ঘটে ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে প্রত্যেক আইনে একএকটা ব্যতিক্রম আছে। তজ্জন্য মহাজনদের সৎ উদ্দেশ্যের সাধারণ নিয়মগুলিকে অবহেলা করা বিধেয় নয়।

তেজবীর্য্যে জন্ম হইলে বোধ হয় বীর্য্যবান হইয়া দীর্ঘায়ু হয়। যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে সকলকার কর্ত্তব্যকর্ম্ম ও দায়িত্ব নয় কি বীর্য্যবান হইয়া দীর্ঘায়ু হওয়া। খাদ্যদ্রব্য বিশুদ্ধ হইলে স্বাস্থ্য ভাল হয়। স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে শরীর সুস্থ হয়, শরীর সুস্থ থাকিলে পরিশ্রম করিতে ভাল লাগে। পরিশ্রমী হইলে পর শরীরের গঠন ভাল হয়, শরীরের গঠন ভাল হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া দেহের ভিতর বেশ চলে, দেহের ভিতর শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া সমভাবে চলিলে পর

ইন্দ্রিয়াদি সবল হয়, ইন্দ্রিয়াদি ঠিক থাকিলে পর মাথা পরিষ্কার হয়, মাথা পরিষ্কার হইলে অভ্যাস গুণে মননশক্তি বাড়ে, মননশক্তি বৃদ্ধি পাইলে বিষয়ের ভিতর প্রবেশশক্তি বাড়িয়া আনন্দ বৃদ্ধি পায়, আর আনন্দ বৃদ্ধি পাইলে মনোযোগ বৃদ্ধি পাইয়া উদ্যমের উপর উদ্যম আসিয়া সিদ্ধি লাভ হয়। অতএব ইহার আদিকারণ বিশুদ্ধ আহার দ্রব্য হয় ইহা প্রমাণ হইল।

আহার দুই প্রকার—আমিষ বা নিরামিষ। আমিষ ভক্ষণে কায়িক ও নিরামিষ ভক্ষণে মানসিক উন্নতি। আর উভভক্ষণে মাঝামাঝি। উভ-ভক্ষণ সাংসারিকের ভিতর প্রশস্ত, আর বানপ্রস্থে নিরামিষ স্বতঃসিদ্ধ। রক্ত যত কম গরম হয় ততই ইন্দ্রিয়শক্তি হ্রাস পাইয়া মননশক্তি প্রবল হয়। মননশক্তি প্রবল হইলে কঠোর তপস্যা করিয়া এবং এক নিষ্ঠা হইয়া সংস্কার গুণে এককেন্দ্র সহিত মিশিয়া যায় ইহা সম্ভবপর বটে কিন্তু জনসাধারণের হিতসাধন অসম্ভব। কেন না তাহার উদ্দেশ্য এককেন্দ্র সহিত মিশিয়া যাওয়া। যম কাহারও খাতির রাখেন না। সময় আসিলেই দেহ ত্যাগ করিতে বাধ্য। তজ্জন্য যাহারা আত্মাতে আত্মাদর্শন করেন অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি রাখেন তাহাদের বাহ্য-দৃষ্টি লোপ পায়। বাহ্যদৃষ্টি লোপ পাইলে জন সাধারণের কোনও উপকার হয় না, তবে নিজের উপকার হয় বটে ইহা স্বীকার করি। এতটা স্বার্থপর হওয়া আমরা ভাল বিবেচনা করি না। তবে

যিনি করেন তিনি করুন। তাহাতে হ্রাস বা বৃদ্ধি কিছুই নাই। তবে সাংসারিক লোকেব পক্ষে ইহা প্রশস্ত নয় ইহা হাজার হাজার বার বলিব।

খালি মাংস খাইলে ক্রোধী হয়। এবং ইহার ফল কি হয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তজ্জন্য পুনরায় বলা বাহুল্য বিধায় ছাড়িয়া দিলাম। মাছ, মাংস ভক্ষণ সাংসারিকের পক্ষে প্রশস্ত কেন না ইহাতে সার মাথে সংসারে কার্য্য বেশ চলে। যে কার্য্য করিলে সর্ব্বসাধারণের হিতসাধন হয় সেই কার্য্যই প্রশংসনীয় এবং যে কার্য্যে সর্ব্বসাধারণের অহিত সাধন হয় সেই কার্য্যই অপ্রশংসনীয়। মাছ মাংস ভক্ষণে দেহে শ্রীকান্তি, বল, বীর্য্য হয় তবে আহারটা নিজের হজমশক্তি বিবেচনা করিয়া করাটা বিধেয়. পরিমিত আহার না করিলে রোগ হইবার সম্ভবনা, এবং রোগীর পক্ষে নিয়ম রক্ষা করা দুরূহ। কেন না আতুরের নিকট নিয়ম নাই। সময়ই সাংসারিক লোকের অর্থ। যে ব্যক্তি সময়কে অবহেলা করে তাহার কোন প্রকার উন্নতি হয় না। উত্তরোত্তর উন্নতি হয় না হইলে জীবন্তে মড়া তুল্য হইতে হয়। মড়ার অপেক্ষা গাল নাই। মরিলে ইহজগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না। স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে সুস্থ দেহ হয় না। সুস্থ দেহ না থাকিলে বিবাহ করা কর্ত্তব্য নয়। নিজের ক্ষমতানুসারে বিবাহ করা বিধেয়। পুরুষের একুশ ও স্ত্রীলোকের ষোলোর পর বিবাহের প্রশস্ত সময়।

বীর্য্যবান্ হইতে হইলে সৎচরিত্রের আবশ্যক।

সৎ কি?—আকার।

আকার কি?—ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম কি?—অবতারের মুখনিঃসৃত বাক্য।

অবতারের মুখনিঃসৃত বাক্য কি?—ধর্ম্ম পুস্তক।

ধর্ম্ম পুস্তক কি?—নিয়ম।

নিয়ম কি—যাহাতে সাংসারিক লোকের স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে হয় কি?—সুস্থদেহ হয়।

সুস্থদেহ হইলে হয় কি?—নিয়মগুলিকে প্রতিপালন করা যায়।

নিয়মগুলিকে প্রতিপালন করিলে হয় কি?—সচ্চরিত্র হইয়া বীর্য্যবান হয়।

সচ্চরিত্র হইয়া বীর্য্যবান হইলে হয় কি?—কর্ম্মিষ্ঠ হয়।

কর্ম্মিষ্ঠ হইলে হয় কি?—জনসাধারণের উপকার হয়।

জন সাধারণের উপকার করিলে হয় কি?—কীর্ত্তি হয়।

কীর্ত্তি হইলে হয় কি—অমর হয়।

অমর হইলে হয় কি?—স্বর্গে বাস হয়।

স্বর্গে বাস হইলে লাভ কি?—লাভ ও অলাভ লোপ পায়।

লাভ ও অলাভ লোপ পাইলে হয় কি?— অবতারের মুখ

নিঃসৃত বাক্যানুসারে একনিষ্ঠা হইয়া একের সহিত মিশিয়া যায়।

একের সহিত মিশিয়া যাইলে হয় কি?—পুনর্জন্ম হয় না।

পুনর্জন্ম হইলেই বা কি আর না হইলেই বা কি—জন্ম না হইলে স্থিতি ও প্রলয় রহিল না।

জন্ম স্থিতি ও প্রলয় রহিলেই বা কি আর না রহিলেই বা কি?—অক্ষয়, অব্যয়, ও নিত্য হয়।

অক্ষয়, অব্যয় ও নিত্য কি?—অজানিত বা ব্রহ্ম বা এক।

যদি এক তবে দুটা করিয়া এত জঞ্জাল বাড়ান কেন?—সৃষ্টি।

সৃষ্টি আসিলেই স্থিতি ও প্রলয় আসিল। এই কয়েকটী আসিলেই জন্ম ও মৃত্যু আসিল। জন্ম ও মৃত্যু আসিলেই পাপ ও পুণ্য আসিল। পাপ ও পুণ্য হইতে আয়ুর হ্রাস ও বৃদ্ধি। আয়ুর হ্রাস বৃদ্ধি আসিলে মহাজনদের নিয়মগুলি আসিল। এবং মহাজনদের নিয়মগুলিকে শিষ্য হইয়া প্রতিপালন করিলে রাজভক্ত হইল। রাজভক্ত হইলে দেশের ভিতর জ্ঞান, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হয়। বাস্তবিক এই কয়েকটির উন্নতি হইলে সরস্বতী ও লক্ষ্মী আসিয়া চরিত্রবান করিয়া দিয়া বীর্য্যবান্ করিয়া দেন। এবং বীর্য্যবান হইলে পর আয়ুবৃদ্ধি পাইয়া কর্ম্মিষ্ঠ হইয়া জনসাধারণের হিতসাধন হয়। জনসাধারণের হিতসাধন

করিলে পর রাজচক্রবর্ত্তী মর্য্যাদা দান করেন। এবং মানব মর্য্যাদাবিশিষ্ট হইলে জনসাধারণের প্রিয় হইয়া অমর হন। দেখুন সৎ বা আকার হইলে মানব নিয়মে আবদ্ধ হইতে বাধ্য। কাজেকাজেই ধরার ভিতর অবতারের মহাজনের ও রাজচক্রবর্ত্তীর নিয়মগুলি প্রতিপালন করা মানব ধর্ম্মের হিসাবে মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও দায়িত্ব হয় ইহা প্রমাণ হইল।

ধরার ভিতর মিথুন, আহার ও আয়ু প্রধান সামগ্রী। কারণ মৈথুন না হইলে উৎপত্তি হয় না, এবং উৎপত্তি হইলেই আহারের প্রয়োজন। তজ্জন্য জীব আহারে জীব ইহা চির-প্রসিদ্ধ।

জীব হইলেই আকার এবং আকার হইলেই গুণ ও সংখ্যা আসিয়া বহু। বহুটা ধরাধবি করিয়া—ধরার ভিতর চলে। বাস্তবিক এই সম্বন্ধটী জন্ম, স্থিতিও মৃত্যু। জন্ম না হইলে স্থিতি নাই, এবং জন্ম ও স্থিতি না হইলে মৃত্যু নাই। জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যু না থাকিলে সৃষ্টি নাই। সৃষ্টি না হইলে সৎ নাই এবং সৎ না থাকিলে অসৎ নাই। বাস্তবিক সৎ ও অসতের অভাবে ক্ষয় ও অক্ষয়ের অভাব ঘটে। ক্ষয় ও অক্ষয়ের অভাব ঘটিলে পর পূর্ব্ববৎ ও পরবৎ দর্শনের লোপ ঘটে। যদি ইহ ও পর লোপ পায় তাহা হইলে ক্ষয় ও অক্ষয় যায়। তজ্জন্য মহাজনেরা অক্ষয়কে বজায় রাখিয়া এবং অক্ষয় হইতে ক্ষয়কে আনিয়া কি সুন্দর লীলাখেলার

আবাস করিয়া—জ্ঞান, যুক্তি, ও স্নকৌশলের দ্বারা মোক্ষ, নির্ব্বাণ ও মুক্তি আনিয়া সংস্কার হিসাবে আনন্দ বিহ্বলে কৈবল্য প্রদান করিয়া দিয়া গিয়াছেন ; অতএব এই স্থানে বিশ্বাস মূলাধার ইহা কথিত।

বিশ্বাস না করিলে শ্বাস ও প্রশ্বাস যাহা প্রত্যক্ষ তাহাও অপ্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। বাস্তবিক অপ্রত্যক্ষ হইয়া পড়িলে পর জ্ঞান বিজ্ঞান মুক্তি ও সংজ্ঞার লোপ ঘটে। এবং এই কয়েকটীর লোপ ঘটিলে পর ভূত ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের লোপ ঘটিয়া গুণ ও সংখ্যার লোপ হয়। যদি গুণ ও সংখ্যা যায় তাহা হইলে মোক্ষ বা নির্ব্বাণ বা মুক্তি যায়। অতএব কূটকচালে তর্কের দ্বারা ধাতুর ধাতু কি তর্ক কথা বিধেয় নয় ইহা প্রমাণ হইল।

মৈথুন হইলে জন্ম হয় ইহা স্বভাবসিদ্ধ। তজ্জন্য স্বভাবকে অভাব করিলে স্বভাব নষ্ট হয়। বাস্তবিক স্বভাব যাইলে অভাব বাড়িয়া স্বভাব ভ্রষ্ট হয়। তজ্জন্য স্বভাবকে ছাড়িও না অভাব ও হইবে না ইহা মানব ধর্ম্মে চিরপ্রসিদ্ধ।

জন্ম হইলে আহার করিতে বাধ্য। কারণ জীব আহারে জীব। যে জীব তৃণ ভক্ষণ করে তাহার মাংস সুস্বাদু। যে মাংস ভক্ষণ করে তাহার মাংস তিক্ত বলিয়া কথিত। মাংসাহারে মাংস বর্দ্ধিত হইয়া তেজী হয়। তেজী পুরুষ অধিক কর্ম্মিষ্ঠ হয়। এবং কর্ম্মিষ্ঠ হইতে হইলে অধিক পরিশ্রমের আবশ্যক। তজ্জন্য মানবধর্ম্ম হিসাবে সাংসারিক লোকের

পক্ষে মাংস ব্যবহার প্রশস্ত। তবে বানপ্রস্থদিগের নিরামিষ ভক্ষণই প্রশংসনীয়। কেননা ইন্দ্রিয় দমনই বানপ্রস্থের নিয়ম। সে যত অভ্যাস যোগে প্রবৃষ্ট হইয়া একের পর এক গুরুতর আহার কে ত্যাগ করিবে সে তত প্রবেশী হইয়া ইন্দ্রিয়কে দমন করিতে পারিবেন। কারণ বহির্দৃষ্টিকে লোপ করিয়া অন্তর্দৃষ্টি রাখিয়া তন্ময় হইতে পারিলে দুটা গিয়া একটা হইয়া যায়। এবং ইহাই মহাজনদের নির্ব্বাণ, মোক্ষ, ও মুক্তি ইহা কথিত।

সাংসারিক লোকের পক্ষে ফলাকাঙ্খা বর্জ্জিত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও দায়িত্ব হিসাবে জন সাধারণের হিতকর্ম্ম করিয়া এবং অবতার, মহাজন ও রাজচক্রবর্ত্তীর ভক্ত হইয়া সংসারের ভিতর দেহ ত্যাগ করিলেই নির্ব্বাণ বা মোক্ষ বা মুক্তি হয়। তবে একনিষ্ঠা হওয়া আবশ্যক, কেননা একনিষ্ঠা না হইলে ঊর্দ্ধ এক মধ্যে এক ও অন্তে এক হয় না। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে অভ্যাসের দরুণ এক ধর্ম্ম, এক বর্ণ, এক পরিচ্ছদ, এক ভাষা এক লিপি ও এক প্রকার আহার হওয়া আবশ্যক। কেননা এই কয়েকটী না হইলে সমতা ভ্রাতৃভাব ও একতা হয় না। সমতা ভ্রাতৃভাব ও একতার অভাব ঘটিলে জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প কৃষি ও বাণিজ্যের অভাব ঘটে। এবং এই কয়েকটীর অভাব ঘটিলে পর সভ্য হয় না। আর সভ্য না হইলে শান্ত হয় না। ফলতঃ শান্ত না হইলে শান্তি নাই—ইহা অকাট্য।

সাংসারিক লোকের পক্ষে ভোগ প্রশস্ত আর বানপ্রস্থের পক্ষে ত্যাগ প্রশস্ত। এবং দুটার শেষ এক ইহাও অকাট্য। কোন কোন মহাজন ভোগকে মন্দ কহিয়াছেন। কেননা ভোগে ভোগ বাড়ে। যেমন অগ্নিতে ঘৃতদিলে পুনরায় অগ্নি পরিবর্দ্ধিত হয় কিন্তু অধিক পরিমাণে একবারে ঘৃত ঢালিয়া দিলে অগ্নি নিবিয়া যায়। তজ্জন্য সংসারে—একনিষ্ঠা হইয়া কার্য্য না করিলে অশান্তি বাড়ে। সংসারে থাকিতে হইলে অবতার মহাজন ও রাজচক্রবর্ত্তীর প্রয়োজন। অবতারের মুখ নিসৃত অমৃত উপদেশ বাক্য মহাজনেরা লিপিবদ্ধ করিয়া জন সাধারণের ভিতর প্রচার করেন। আর রাজচক্রবর্ত্তী Security of person & propertyকে দিয়া সংসারকে রক্ষা করেন। তজ্জন্য সকল প্রজাবর্গের কর্ত্তব্য কর্ম্ম Law, Order, Obedience, & Disciplineএর শিষ্য হওয়া। অবতার, মহাজন ও রাজ চক্রবর্ত্তীর ভক্ত হইয়া নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিলে এবং সচ্চরিত্র হইয়া বীর্য্যবান হইলে জনসাধারণের হিতকার্য্য যথেষ্ট করিতে পারিবে। আর ফলাকাঙ্খা বর্জ্জিত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিধায় জনসাধারণের হিতকার্য্য করিলে মোক্ষ, বা নির্ব্বাণ বা মুক্তি মুষ্টিগত।

সমস্ত আহার মাটী হইতে উৎপন্ন হয়। যে জীব যে প্রকার খাদ্য ভক্ষণ করে সে জীবের সেই প্রকার দেহের আকৃতি হইয়া প্রকৃতি সেই প্রকার হয়। আকৃতি ও প্রকৃতি লইয়া ধরার ভিতর কার্য্য। সেই হেতু 'খাদ্য-

দ্রব্যের ব্যবহার মানবের পক্ষে বিবেচনার বিষয় বলিয়া কথিত।

'জ্ঞা' ধাতুকে লোপ করিলে সংজ্ঞা, 'জ্ঞান' 'বিজ্ঞান' ও 'আজ্ঞা' যাইয়া 'অজ্ঞ' পর্য্যন্ত উপিয়া যায়। যদি এইগুলির লোপ ঘটে তাহা হইলে পরবৎ দর্শনের লোপ ঘটে। কেননা 'জ্ঞা' লইয়া পরবৎ ও পূর্ব্ববৎ দর্শন হয়। দর্শন কি ?—যাহা দর্শন করি তাহাই দর্শন। যদি 'জ্ঞা' যায় তাহা হইলে দর্শন নাই। খোঁটা না গাড়িলে দর্শন হয় না তজ্জন্য সংজ্ঞা হইতে সংজ্ঞা হয় ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

এক বহু হইলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে শব্দ 'word' হইল। এই wordই সংজ্ঞা হয়।

এক এই সংজ্ঞাটী বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। যদি শরীরের ভিতর শ্বাস প্রশ্বাস বহে—ইহা স্বীকার করেন তাহা হইলে পূর্ব্ববৎ ও পরবৎ দর্শন বিশ্বাস করিতে বাধ্য। কেননা সংজ্ঞা হইতে সংজ্ঞা হয় ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এবং তজ্জন্য ধাতুর ধাতু কি ইহা বলা বা জিজ্ঞাসা করা অবৈধ ইহা প্রমাণ হইল।

মানবের রহস্য জানা কত জ্ঞান, বিজ্ঞান, যুক্তি, পারিদর্শিতা ও একনিষ্ঠার প্রয়োজন। আবার ধরার রহস্য জানা আরও কত বেশী কঠোর তপস্যা ও একনিষ্ঠার প্রয়োজন। কিন্তু রহস্যের রহস্য বা এক জানা মানবাতীত কেননা মানব সীমাতীত নয়। অতএব রহস্যের রহস্য এক জানা অসম্ভব ইহা প্রমাণ হইল।

একনিষ্ঠা

মহামুনি বাল্মীকি প্রভু রামচন্দ্রের জীবন চরিত লিখিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। চাঁদে যেমন কলঙ্ক আছে রামচন্দ্র ও সীতাদেবীতেও যৎ কিঞ্চিৎ দোষ আছে। সৎ হইলেই আকার হয় এবং আকার হইলেই গুণ হয় আর গুণ থাকিলেই দোষ থাকে। কোন মানব দোষ বিহীন নাই। তজ্জন্য বোধ হয় জগৎকে মায়া কহে।

সীতাদেবী মাটী হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। একদিন রাজর্ষি জনক চাষের জমির ধারে দাঁড়াইয়া আছেন এমন সময় হঠাৎ দেখিলেন একটী লাঙ্গল ফলকের উত্থিত মাটী ডিম্বাকারে রহিয়াছে। তিনি ঐ ডিম্বাকৃতি মাটীটি ভাঙ্গিলে পর উহার ভিতরে এক অদ্ভুত অপরূপ লাবণ্যময়ী এক শিশুকে পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। এবং তথা হইতে অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রাসাদে গিয়া স্ত্রীর কোলে শিশুকে দিয়া বলিলেন "এই শিশু লাঙ্গলের ফালের মাটী থেকে উঠেছে। এর নাম সেই জন্য সীতা রাখিলাম। আমি ইহার জনক ও তুমি জননী হইলে। তুমি ইহাকে নিজের মেয়ের মত মানুষ কর।"

অন্ধ হঠাৎ দর্শন শক্তি পাইলে যেমন আনন্দ পায়, জনক ও তাঁহার স্ত্রী অপুত্রক হেতু অপূর্ব্ব স্নেহময়ীকে পাইয়া সেই প্রকার আনন্দ অনুভব করিলেন।

দিন দিন শিশু ষোলো কলার মত বাড়িতে থাকিয়া ধনুর্বিদ্যায় অত্যন্ত পারিদর্শিতা লাভ করিল। এমন কি সে সময় এমন বীর ছিলেন না যিনি সীতাদেবীর ধনুকের জ্যা নমিত করিয়া বান প্রবেশ করাইতে পারিতেন। বীরাঙ্গনা হিসাবে সীতাদেবীর নাম চারিধারে ছড়াইয়া পড়িল। জনক জননীর আনন্দের সীমা নাই। সীতাদেবীও জনককে বলিলেন "হে শ্রদ্ধাস্পদ পূজনীয় জনক মহাশয়, আপনি অন্য কাহাকেও আমায় দান করিবেন না, যিনি আমার ধনুক না ভাঙ্গিতে পারিবেন। আপনার সম্মুখে আমি এই পণ করিলাম "যিনি আমার ধনুক ভাঙ্গিবেন তাহাকেই আমি বিবাহ করিব।" মেয়েলি কথায় একে ধনুক ভাঙ্গা পণ কহে।

রাজর্ষি জনক চারিধারে ঘোষণা করিলেন "যিনি আমার কন্যা সীতাদেবীর ধনুক ভাঙ্গিতে পারিবেন তাঁহাকেই আমি আমার কন্যা সীতাদেবীকে দান করিব।" চারিধারে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। যেখানে যত বীর ছিলেন সকলেই রাজ প্রাসাদে আসিয়া একবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সকলেই হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। অবশেষে প্রভু রামচন্দ্র এই ব্যাপার শুনিয়া রাজর্ষি জনকের প্রাসাদে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। রাজর্ষি জনক রাম লক্ষ্মণ দুই ভাইকে দেখিয়া ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন, কারণ উহাদের বেশভূষা তত জমকাল ছিল না। ও দুই জনাই রাজর্ষি জনকের কাছে অজ্ঞাতকুলশীল ছিলেন।

প্রভু রামচন্দ্র বলিলেন "আপনি ইস্তাহারের দ্বারা বাহির করিয়াছেন, যিনি আমার কন্যার ধনুক ভাঙ্গিতে পারিবেন তিনিই তাহার স্বামী হইবেন।' যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে আমাকে একবার পরীক্ষা করিতে দিউন। কারণ আপনার মত মহৎ লোকের ইস্তাহার মিথ্যা হইতে পারে না।"

রাজর্ষি জনক বলিলেন "বেশ,তবে পরীক্ষার স্থানে চলুন।"

প্রভু রামচন্দ্র সীতাদেবীর অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী রূপ দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া উৎসাহের সহিত রাজর্ষি জনককে বলিলেন "ধনুক কোথায়?"

রাজর্ষি বলিলেন "স্থির হউন, আমার কন্যা লইয়া আসিবেন।

রাজর্ষি কন্যাকে বলিলেন "মা তোমার খেলিবার ধনুককে লইয়া আইস।"

সীতাদেবী হেঁটমাথা করিয়া ঘরের ভিতর যাইয়া সহজে ধনুককে হস্তে করিয়া আনিয়া পিতার সম্মুখে রাখিলেন। সীতার চক্ষু প্রভু রামের উপর পড়িল। এবং প্রভু রামের চক্ষুও সীতার উপর রহিল। দুজনার এক হওয়াতে উভয়ের আনন্দের সীমা রহিল না।

প্রভু রামচন্দ্র মৃদু মৃদু হাসিয়া জনককে বলিল "এই ধনুক ভাঙ্গিতে হইবে। ইহা স্ত্রীলোকের উপযুক্ত বটে। তবে অনুমতি দিলে আমি অতি সহজে ভাঙ্গিতে পারিব। ইহার কোনও সন্দেহ নাই।"

রাজর্ষি জনক প্রভু রামচন্দ্রকে বলিলেন "যদি আপনি ইহা ভাঙ্গিবার উপযুক্ত পাত্র হন ভাঙ্গিতে পারেন।"

প্রভু রামচন্দ্র ইহা শুনিয়া অবলীলাক্রমে ধনুককে বাম হস্তে তুলিয়া ডান হস্তে এমন টান দিলেন যে ধনুক দুই খানা হইয়া পড়িল। এবং চারিধারে পুরবাসী সকলে আনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিল।

রাজর্ষি জনক প্রভু রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে কাছে বসাইয়া উঁহাদের সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র বলিলেন "আমি অযোধ্যা নগরের রাজা দশরথের পুত্র। এইটী আমার ছোট ভাই, লক্ষ্মণ—আমার অত্যন্ত অনুগত ও প্রিয়। লক্ষ্মণের মত বীর ধরাতে আর কেহই নাই ইহা আমার ধারণা। তবে যখন শুনিলাম যে কেহই আপনার কন্তার ধনুক ভাঙ্গিতে পারিতেছেন না তখন আমি পরীক্ষা করিবার দরুণ আসিয়াছিলাম। এ ত ছেলে খেলা জানিলে আসিতাম না।

রাজর্ষি জনক দুই ভাইকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়া উপযুক্ত আবাসে লইয়া গিয়া রাখিলেন ও চারিধারে বিবাহের উদ্যোগ করিবার হুকুম দিলেন। রাজা দশরথের নিকটও দূতের দ্বারা সংবাদ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

রাজা দশরথ দূতের মুখে রাম লক্ষ্মণের সংবাদ পাইয়া ঔৎসুক্যের সহিত দূতকে বলিলেন "হে পূজনীয় অবধ্য দূত, আপনি অদ্য এখানে অনুগ্রহ করিয়া থাকুন। আপনার কোন

প্রকার কষ্ট হইবে না। আমি কল্য প্রাতে আপনার সমভিব্যাহারে মিথিলায় রহনা হইব এবং যতক্ষণ না তুজনের মুখশ্রী দেখি ততক্ষণ মনের উতলা যাইতেছে না। মন্ত্রীবর, আপনি অবধ্য দূত মহাশয়কে যথাযোগ্য সম্মান দিয়া অতিথি সৎকার করুন্। দেখিবেন যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়। আর আপনি সমস্ত লোক ও যান ঠিক করিয়া রাখিবেন কেননা কাল সকালবেলা আমি দূতের সঙ্গে মিথিলায় যাইব। আপনিও আমার সঙ্গে যাইবেন।

মন্ত্রীবর রাজাকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করিয়া দিলেন। স্তুতিওয়ালারা সুরের সহিত স্তুতিপাঠ করিতে থাকিলেন।

রাজা দশরথ অন্দরে যাইয়া রাণী সকলকে রাম লক্ষ্মণের সংবাদ দিয়া বলিলেন "আমি কল্য সকালে দূত সমভি-ব্যাহারে মিথিলায় যাইব।"

রাণীরা ইহা শুনিয়া সকলে বলিলেন "আমরাও আপনার সঙ্গে যাইব।"

দশরথ বলিলেন "আমার কোন আপত্তি নাই, তবে মন্ত্রীকে সমস্ত হুকুম অগ্রে দেওয়া হইয়া গিয়াছে। ইহার দরুণ আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।"

বুদ্ধিমতী রাণীবর্গ ইহার উপর আর কোনও কথা বলিলেন না।

ইত্যবসরে রাম লক্ষণের কথা সহরের লোকের কথায় কথায় ঘরে ঘরে বিস্তার হইয়া পড়িল। কল্য সকালে রাজা

দশরথ মিথিলায় যাইবেন এ সংবাদ ও ছড়াইয়া পড়িল। প্রজাবর্গও স্থির করিলেন তাঁহারাও রাজা দশরথের সঙ্গে মিথিলা যাত্রা করিবেন। রাজা প্রজাবর্গের প্রিয় হইলে ভূস্বর্গ হয়।

পরদিন সকালবেলা অযোধ্যার নরনারী প্রায় সকলেই রাস্তায়, ছাদে যে যেখানে সুবিধা পাইলেন তথায় আনন্দচিত্তে ও প্রফুল্ল বদনে রাজা দশরথের মিথিলা যাত্রা দর্শনে উপস্থিত হইলেন। রাজা দশরথও মিথিলা যাত্রাকালে দর্শকবৃন্দকে নমস্কার করিতে করিতে চলিলেন। চারিধারে আনন্দের তুফান চলিতে লাগিল।

ওদিকে রাজর্ষিজনকও অনেক জাঁক জমকের সহিত রাম লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া নিজ নগরের শেষ সীমাতে রাজা দশরথের অভ্যর্থনা করিতে চলিলেন। মিথিলা বাসী সকলেই ঘাটে, বাটে, মঞ্চে দোলাঞ্চে, দালানে, ছাদে, বারাণ্ডায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। কোথাও এক ইঞ্চি জমি ফাঁক রহিল না। নাচ গাওনা ও বাদ্যের কোন অভাব ছিল না। আনন্দের উপর আনন্দের হিল্লোল বওয়াতে মিথিলা-নগরী অলোকা পুরীতুল্যা হইয়া দাঁড়াইল। তবে নরনারী সকলেই কাণাকাণি করিতে লাগিলেন, যে, "রাম কে? যিনি আমাদের রাজ কন্যা সীতার স্বামী হইবেন"। বলা বাহুল্য যে রামকে খুঁজিয়া বাহির করিতে দেরী হইল না। রামের বর্ণ, দেহের গঠন, মুখের লাবণ্য, আকর্ণ চক্ষু, আজানু

লম্বিত বাহু, বিশাল বক্ষ, বীর পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে সকলেই জানিতে পারিলেন যে আমাদের রাজকন্যার ভাবি স্বামী উনি এবং সকলে 'ঐ ঐ' বলিয়া একটা রব তুলিলেন। এই কথাটী মনোরম বটে কেন না লক্ষণাদিশিষ্ট বীর পুরুষকে দেখিলেই সমস্ত নর নারীর আনন্দ হয়, কারণ এটা স্বভাব সিদ্ধ। বসুন্ধরাও বীরের ভোগ্য এবং ইহা স্বতঃ সিদ্ধ-বীরভোগ্যা বসুন্ধরাঃ।

যখন অযোধ্যাপতি দশরথের সহিত রাজর্ষি জনকের সাক্ষাৎকার হইল তখন উভয়ের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। রাম ও লক্ষ্মণ মাথা হেঁট করিয়া পিতার চরণ বন্দনা করিয়া তৎপরে পিতার পায়ের উপর মাথা ন্যস্ত করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রাজা দশরথ ও দুইজনকে দুই হস্তে তুলিয়া লইয়া স্নেহের চুম্বন দিলেন। বাস্তবিক এই স্নেহেতে জগৎবাসী আবদ্ধ। পিতা পুত্র সম্বন্ধ অপেক্ষা আর গুরুতর সম্বন্ধ আর দ্বিতীয় নাই। তজ্জন্য মহাজনেরা একমুখে বলিয়া গিয়াছেন :—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা ॥"

যে জন পিতাকে পূজা করিতে জানে না সে জন অন্য কাহাকেও পূজা করিতে পারেন না। যদিও করেন বটে তবে সেটা কপটতা। ভাষা শিক্ষা থাকিলে courteous হয় বটে কিন্তু সেটা প্রাণের সহিত নয়। তবে সভ্যতা হেতু লোক দেখান

বটে। ভাষা মনোভাবকে লুকাইয়া সভ্যতা হেতু সভ্যভাব প্রকাশ করাইয়া দেয়—কিন্তু আন্তরিক অন্তরের ভক্তি না হইলে ভক্ত হয় না। যে দেশে গুরুজনকে প্রাণের ভক্তির সহিত গুণোচিত মর্য্যাদা না দেয় সে দেশে উন্নতি হওয়া সম্ভবপর নয়। উপযুক্ত পুত্র অপেক্ষা জগতে কোন ঐশ্বর্য্য নাই। যে দেশে উপযুক্ত পুত্র আছে সেই দেশের ভিতর শান্তি আছে। শান্তিই প্রকৃত নির্ব্বাণ,মোক্ষ বা মুক্তি বলিয়া কথিত। রাজা দশরথ, রাজর্ষি জনক, চারিভ্রাতা ও উভয় পক্ষের লোক সমূহ যখন রাজ প্রাসাদাভিমুখে ফিরিলেন তখন প্রকৃতভূস্বর্গ হইল। দর্শকবৃন্দ কেহই কোন প্রকার কষ্ট বাহ্যতে বা অন্তরে অনুভব করিলেন না। সৎ দর্শনে সৎ হইয়া থাকে। যাহা সৎ তাহা রহস্য হিসাবে জানিত যাহা অসৎ তাহা রহস্যের রহস্য হিসাবে অজানিত। কেন না সৎ আকার আর অসৎ নিরাকার। সৎটী গুণ ও সংখ্যাবিশিষ্ট আর অসৎটী নির্গুণ ও সংখ্যা বিহীন। সাংসারিক রহস্য হিসাবে এই লোকটী সৎ হন বলিলে সকল জনের আনন্দ হয়। আর যদি বলা হয় এই লোকটী অসৎ সকলেই নিরানন্দ অনুভব করেন। জগতের আনন্দ আচার ব্যবহার নিয়ম ও পদ্ধতির উপর নির্ভর করে এবং ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে পর নিরানন্দ হয়। যদি এইটী ঠিক হয় তাহা হইলে ধার্ম্মিক হইয়া Law, order obedience ও discipline এর শিষ্য হইয়া রাজভক্ত হওয়া জগৎবাসীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

যখন সকলে রাজপ্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন আবার সভ্যতা হেতু পরস্পর গুণোচিত মর্য্যাদা দিয়া সকলে সকলকে আপ্যায়িত করিলেন। পরে রাজর্ষি জনক রাজা দশরথ ও তাঁহার চারিপুত্রকে তাঁহাদের থাকিবার স্থানে লইয়া যাইয়া যথা যোগ্য সম্মান দিয়া রাখিয়া আসিবার সময় মন্ত্রীবর ও অন্যান্য উচ্চ কর্ম্মচারীগণকে আদেশ করিলেন—"আপনারা দেখিবেন যেন রাজা ও রাজপুত্রগণের কোন প্রকার কষ্ট না হয়। তাহা হইলে আমি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিব এবং আমরা সকলেই অন্যের নিকট হাস্যস্পদ হইব।" ইহা বলিয়া রাজর্ষি জনক রাজ প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অন্দরে যাহা কিছু বিবাহের নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে তাহার আয়োজন সকলে মিলিয়া আনন্দের সহিত করিতে থাকিলেন। নগরের সর্ব্বস্থানে আনন্দ। অবস্থাভেদে গুণভেদ কি প্রকার হয় মহামুনি বাল্মিকিরচিত রামায়ণে পড়ুন তাহা হইলে আর মানবাতীত বিষয়ে সময় নষ্ট করিবেন না যখন সময়ই মানবের ধন হয়। সময়কে অবহেলা করিলে কোন ধন আসে না। সূর্য্য সময়ের গোলাম বলিয়া এত অধিক তেজস্বী হইয়াছেন, যে কেহই সূর্য্যের তেজ সহ্য করিতে পারেন না তজ্জন্য সূর্য্য রশ্মির দ্বারা ভূ ভূব ও স্বয়ের উপকার করেন। যিনি জন সাধারণের উপকার করেন তিনিই উপাস্য হন।

পরদিন সকালবেলা রাজর্ষি জনক রাজা দশরথের

নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার কোন প্রকার কষ্ট হয় নাই তো। যদি কিছু হইয়া থাকে নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন।”

দশরথ বলিলেন “বন্ধু আমার একটী অনুরোধ আছে যদি অনুমতি দেন তাহা হইলে বলি।”

জনক বলিলেন বন্ধু ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই বরং আমি আরও বাধিত হইব।”

দশরথ—বিবাহের দিন ঠিক করা হইয়াছে কি ?

জনক—পুরোহিত বশিষ্ট ও শতানন্দ উভয়ে যে দিন ঠিক করিবেন সেই দিনই হইবে।

দশরথ—আমার একটী পণ আছে যে আমার চরিটী পুত্রেব বিবাহ এক দিনেই দিব। আপনি কি ইহার যোগাড় করিতে পারিবেন ? তাহা না হইলে রামের বিবাহের বিলম্ব হইবে। আমি অন্য তিনটী কন্যা সংগ্রহ করিয়া একদিনে চারিটী পুত্রের বিবাহ দিব। ইহাতে আপনার মত কি ?

জনক—আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কিছু ক্ষণের জন্য সময় দিন। আমি পুরোহিত শতানন্দ ও ঋষি যাজ্ঞ বন্ধ্যকে খবর দিই।

বশিষ্ট—এটা খুব ভাল। সবে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ।

রাজার্ষি জনক তৎক্ষণাৎ দুইজনের নিকট খবর পাঠাই-লেন। এবং লোককে বলিয়া দিলেন যে সঙ্গে করিয়া লইয়া

আসিবেন। উভয়কে বলিবেন পুরোহিত বশিষ্টের রাজা দশরথের ও রাজর্ষি জনকের অত্যন্ত প্রয়োজন, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া না আসিলে বিবাহে ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। নিজগুণে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

পুরোহিত বশিষ্ট, রাজা দশরথ ও রাজর্ষি জনক সকলে নানাপ্রকার কথোপকথন করিতে থাকিলেন। কিঞ্চিত্‍ ক্ষণের মধ্যে দুই জনে উপস্থিত হইলে পর সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া যথাযোগ্য সম্মান দিয়া যথাযোগ্য আসনে বসিতে বলিলেন।

শতানন্দ—রাজন! বিবাহের কি ব্যাঘাত ঘটিয়াছে বলুন?

জনক—রাজা দশরথ আদেশ করিয়াছেন যে তিনি চারিটী পুত্রের বিবাহ একদিনে দিবেন। তাহা না হইলে রাম সীতার বিবাহের বিলম্ব হইবে। আপনারা উপদেশ দিন এখন কি করা কর্ত্তব্য। আপনারা জানেন যে আমি আপনাদের উপদেশ ব্যতীত কোন কার্য্য করি না।

শতানন্দ—ইহাতে-তো বেশ আনন্দের কথা, চারি ভাই একদিনে বিবাহ করিবেন এবং রাজা দশরথ চারিটী পুত্র বধূ লইয়া দেশে যাইবেন। ইহা অপেক্ষা আনন্দের দিন আর কি হইতে পারে? আপনার দুইটী কন্যা আছে দুই জনার হইবে আর দুইটী কন্যা আপনার ভ্রাতার আছে, অন্য দুই জনার হইবে। চারিটী ভ্রাতার বয়স যেমন ছোট বড় আছে আপনার ও আপনার ভ্রাতার কন্যারাও বয়সে ছোট বড়

আছে। ছোট ও বড় বয়স অনুসারে বিবাহ দিলেই হইবে। ইহার আর ভাবনা কি? রাজা দশরথ একগৃহে চারিটী পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত আছেন কি?

দশরথ—আমার ইহাতে কোন আপত্তি নাই। তবে বয়সানুসারে ঠিক হইলেই হইল।

শতানন্দ—সীতার রাম, মণ্ডবীর ভরত, উর্ম্মিলার লক্ষ্মণ, আর শত্রুঘ্নের শ্রুতকীর্ত্তি এই তো ঠিক হইয়া যাইল। ইহাতে আর ভাবনা কি? আজ লগ্ন ঠিক করিয়া বিবাহের দিন ঠিক করা হউক। ইহাতে তো আপনাদের কাহারও কোন প্রকার আপত্তি নাই?

যাজ্ঞবল্ক—আপত্তি থাকিলেও নিষ্পত্তি হইয়া যায়। আবশ্যক মতে আইন অনাবশ্যক। একটী রাজাতে রক্ষা নাই তাতে দুইটী এক সঙ্গে। ইহাতে আবার আইনের বা কাজের ব্যাঘাত কি? আবার যখন দুইটী ঋষি, পুরোহিতও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। মহাজন কহিলেই আইন হয়। আইন তো আর উপর থেকে ঝুপ করে পড়ে না। তবে স্বভাব দেখিয়া আইন করা আবশ্যক। সাধারণের হিতের দরুণ মহাজনেরা আইন করেন অতএব যেটা সাধারণের হিত সেটাই আইন। একটী রাজার চারিটী পুত্র, আর দুইটী রাজার চারিটী কন্যার বিবাহে সাধারণের যথেষ্ট হিত হওয়া সম্ভাবনা। রাজর্ষি জনক কয়েকদিন হইল আমাকে অনেক সোণার শিঙ সমেত গরুদান করিয়াছেন। আমি সোণা গুলি বিক্রি করিয়া যথেষ্ট

জৈ কিনিয়া ছিলাম। কেন না জৈয়ের পায়েসে বেশ ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। বাস্তবিক আমার পক্ষে সোণা ব্যবহার করা অনাবশ্যক। ছাত্র গুলিকে বলিলাম তোমরা সকলে মিলিয়া গো সেবা করিবে, তোমাদের পক্ষে গো সেবা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর নাই। আর রাজাদেরও গো সেবা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য নাই। প্রথমটীতে শরীর রক্ষা বেশ হয় কেননা অতি অল্প খরচে অনেক রকমের খাবার জিনিষ পাওয়া যায়। এবং অমৃত জিনিষ গুলি ভক্ষণ করিয়া অমর হইতে হইলে বা মহাজন হইতে হইলে বিদ্যার প্রয়োজন। বাস্তবিক বিদ্বানের দ্বারাই আচার ব্যবহার নিয়ম পদ্ধতি রচনা হয় এবং ইহার কর্ত্তা রাজারা হন। রাজাদের আসবাব অস্ত্রশস্ত্র আর বিদ্বানের ভূষণ—ও শাস্ত্র। রাজা না থাকিলে বিদ্বানের অস্তিত্ব থাকে না আর বিদ্বান না থাকিলে রাজার রাজ্য সুচারুরূপে সুশাসিত হয় না। বিদ্বান ও রাজার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। পুরোহিত বশিষ্ঠকে রাজা দশরথ কত কি দিয়াছেন দিতেছেন ও দিবেন আর বশিষ্ঠ ছাত্র গুলিকে বিদ্যা দিয়া চারিধারে পাঠাইয়া জনসাধারণের হিত করিতেছেন ও যাহাতে রাজা দশরথের রাজ্যে শান্তি বিরাজ করে তাহারও উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন।

শান্তিই প্রকৃত ইহকালের ও পরকালের শান্তি হয়। যে দেশে রাজা ও প্রজাবর্গের শান্তি নাই সে দেশবাসীর ইহকালে ও পরকালে শান্তি নাই। ভূফোঁড় সকলে হয়

এবং ভুঁফোড়ই শরীর সামগ্রী হয়। অণ্ডজ স্বেদজ জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ সকল গুলিই ভুইফোঁড় হয়। পরে আচার ব্যবহার নিয়ম পদ্ধতি বিদ্যা বুদ্ধি কল বলও ছলের দ্বারা বিভাগানুসারে ছোট ও বড় হয়। এই ছোট ও বড় হইতে আটালাটি মারামারি ও ঝগড়া ঝগড়ি হয়। ইহার কর্ত্তা ঋষি মুনিরা হন আবার ইহারাই অন্তে নির্ব্বাণ মুক্তি ও মোক্ষ দেন। ঋষি ও মুনিদের ভিতর মনোমালিন্য নাই। যত কিছু নিরেটদের ভিতর আছে। শব্দ ও প্রণালীর তারতম্যে কচাকচি। কিন্তু সকল ঋষি ও মুনির শেষ এক হয়। কেননা ধরাতে নুতন কিছু নাই। যাহা আছে তাহা আছে এবং যাহা নাই তাহা কস্মিন কালেও নাই। জন্ম হইলেই মৃত্যু হয় আর মৃত্যু হইলেই জন্ম হয়। এই ব্যবস্থা কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। তবুও কেহ কেহ মাথার খেলায় সব একশা করিয়া রূপান্তর দর্শন করিয়া গিয়াছেন। লেখা চলে বটে কিন্তু কার্য্যে চলে না। কেননা কোন ঋষি বা মুনি বা রাজা মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পান না। অজানিত অজানিতই আছেন কেহই আঁকুড়ে ধরিতে পারেন না। মধ্য লইয়াই যত গোলমাল। আহারের সময় হইয়াছে আর গোলমালের সময় নাই। লগ্ন ঠিক করিয়া বিবাহের দিন ঠিক করিয়া দিউন। যখন পুরোহিতবশিষ্টও শতানন্দ স্বয়ং উভয়েই রহিয়াছেন তখন কিছুরই ভাবনা নাই। রাজা দশরথ ওরাজর্ষি জনক যেন সমস্ত কর্ম্মচারিগণকে যথেষ্ট দান করেন আর

সকল প্রকার খাজানা তিনমাসের মুকুব করা হউক। আর একমাস ধরে দিয়তাম ও ভুজ্যতাম চলুক। তাহা হইলে রাজার জয়জয় কার। কি বল বশিষ্ঠ ইহা ঠিক কিনা ?

বশিষ্ঠ—ঠিক। তবে ভুইফোঁড়টা কি ?

যাজ্ঞবল্ক—আরে মধ্যটা ভূ হইতে উৎপন্ন না হইলে কি দেহ রক্ষা হয়। দেহ না থাকিলে কি ক্রিয়া হয় আর ক্রিয়া না করিলে কি নির্ব্বাণ বা মুক্তি হয় ? তবে ভাই ও কথাটাই কচাকচি। শূন্য লইয়া বশিষ্ঠ, এবং শব্দ ব্রহ্ম বলিয়া কথিত। শব্দ ও ব্রহ্ম এক তবে শব্দের তারতম্যে পুরুষাকার আসিয়া কি বগড় করিয়াছে। মহামুনি বাল্মীকি সীতাকে ভূ হইতে উৎপন্ন করাইয়াছেন। ভূয়ের উপর সীতাকে একনিষ্ঠা করাইয়া লীলাখেলা করাইয়াছেন—এটাই পুরুষাকার আবার অন্তে মাটীতে প্রবেশ করাইয়াছেন। এটাই নির্ব্বাণ মোক্ষ বা মুক্তি। মাটীর দেহ মাটীর মত সহ্য গুণ ধরিয়া লীলাখেলা খেলিয়া অন্তে মাটীতে প্রবেশই প্রসিদ্ধ। মাটীতে জল না অনিলে উৎপত্তির ব্যাঘাত বটে আবার জলকে সাম্যাবস্থায় রাখিতে হইলে অগ্নিকে আনিতে হয়। অগ্নি নিবিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মরুতকে আনিতে হয়। আবার মরুতের স্থানের জন্য শূন্যের আবশ্যক। অতএব এই পাঁচটী ভূতের সাম্যাবস্থায় তুমি ও আমি, ইহার উপর অজানিত। তবে সংজ্ঞা হইতে সংজ্ঞা হয় বলিয়া অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ হওয়াটা প্রত্যক্ষ। ভাই—আমরা

শব্দ ও প্রণালীর তারতম্যে মতভেদ করি কিন্তু সকলের শেষ এক হয়। ইহার কারণ অশেষের উপর আর কাহারও মতভেদ নাই। তবে মধ্য লইয়া চলিতে বাধা। কেমন ভাই বশিষ্ঠ এটা ঠিক কিনা? সকলকার যেমন তেমনি রহিল লাভের ভিতর আমাদের আহার জুটিল আর আমাদের বিদ্যা প্রচারের পথ বাড়িল। রাজাদের জয়জয়কার জয়জয়কার। আজ তবে আপনারা সব ঠিক করিয়া লউন।

বশিষ্ঠ ও শতানন্দ বিবাহের দিন ঠিক করিয়া এবং পরে সকলকার সম্মতি লইয়া সভাভঙ্গ করিয়া দিলেন। স্তুতি পাঠকেরা সকলে মিলিয়া একস্বরে স্তুতি পাঠ কবিতে আসিলেন।

মিথিলা নগরে আনন্দের তুফান চলিতে লাগিল। নগরের নানা স্থানে অপরিযাপ্ত্য আহার ও নানা প্রকার আমোদপ্রমোদ যথেষ্ঠ সাধারণের জন্য প্রস্তুত রহিল। যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তিনি তাহাই খাইতে পারেন বা দেখিতে পারেন ইহাতে কোন প্রকার বাধা রহিল না। সন্তোষ বিধানের ত্রুটিও কোথাও কম নাই। কয়েকদিন পরে বিবাহের দিন আসিল। রাজর্ষি জনকের দুই কন্যা ও তাঁহার ভ্রাতার দুই কন্যা রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন প্রত্যেকের বয়সানুসারে প্রত্যেককে একটী করিয়া দান করা হইল। দুই রাজার আনন্দ উথলিয়া উঠিল। মেয়েদের আনন্দ ধ্বনিতে চারি-ধারে ভু স্বর্গ হইল। যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিল হইলে

সকলকার আনন্দ বর্দ্ধিত হয় বোধ হয় এটা সাধারণ নিয়ম। যাহা হউক বাসর ঘরটা গান বাজনা নৃত্য ঠাট্টা মস্করী ও বিত্যাবুদ্ধির চর্চ্চাতে কাটিল। সায়ং সন্ধ্যা যে কি প্রকারে অপসৃত হইয়া প্রাতঃ সন্ধ্যার সময় আসিল ইহা কেহই অনু-ভব করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত সকলকে স্মরণ করাইয়া দিল যে বর কন্যার যাত্রার সময় আগত প্রায় (বুদ্ধিমতী ও কর্ম্মিষ্ঠা মেয়েরা বর কনের শুভ যাত্রার ব্যাঘাত না ঘটে ইহার জন্য যে যার নিয়োজিত কার্য্য করিতে চলিল চারি ভাই অন্দর হইতে বাহিরে যাইলেন। রাজাদের নিয়ম যে যতদিন সন্তান না হয় ততদিন বৈবাহিকের বাটী অন্ন সেবা নিষেধ। ইহার কারণ যত কিছু লোকজন ও রেসানা সব প্রস্তুত হইল কারণ নয়টার সময় যাত্রা শুভ। অন্দরেও সমস্ত শুভযাত্রার কার্য্য করা বিধেয় তাহাও ঠিক হইল। এইবার বর ও বধূ অন্দর হইতে সমস্ত রাজপরিবার বর্গের সহিত বাহিরে আসিয়া এক একটী খোলা যানে জোড় হিসাবে ও পদ্ধতি অনুসারে বসাইয়া দিলেন। সহচরীরাও তাহাদের খোলা যানে বসিল। আনন্দদের বিষয় যে কাহারও চক্ষুতে কান্না নাই। বরং দ্বিগুণতর প্রফুল্ল বদন দেখা দিল। আনন্দের বিদায়ে বোধ হয় আনন্দই হইয়া থাকে। রাজা দশরথ ও রাজর্ষি জনক যে যার যানে বসিলে পর যাত্রা সুরু হইল।

রাজর্ষি জনক নিজের রাজ্যের সীমাবধি যাইয়া রাজা

দশরথের নিকট বিদায় লইলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন সীতা উর্ম্মিলা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তিকে স্নেহের চুম্বন ও আলিঙ্গন দিয়া আনন্দের সহিত বিদায় দিলেন। রাজা দশরথ ও অন্যান্য লোক সমূহ গৃহাভিমুখে আনন্দের সহিত ফিরিলেন। এই প্রকার বিদায় বোধ হয় অত্যন্ত আনন্দদায়ক। চক্ষু হইতে জল ফেলাটাকে ভাল বিবেচনা করি না। যদি বংশাবলী ক্রমে প্রথা চলিয়া আসিবার কারণ স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে তথাপি ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যাওয়াটা বোধ হয় ভাল। কেননা আনন্দের কার্য্যে চক্ষুতে জল ফেলাটা বিধেয় নয়।

রাজা দশরথ প্রসাদে পৌঁছিলে পর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সমস্ত রাজপুরনারীগণ নববধূগণকে দেখিয়া আনন্দে আটখানা হইয়া পড়িলেন। সকলকার রূপের ছটা মাফিকসই গঠন মৃদু মৃদু হাসি ও চক্ষুর বিদ্যুৎসম জ্যোতি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। রাজপুরনারীগণ প্রত্যেক জোড়কে হাত ধরিয়া যান হইতে নামাইয়া এবং প্রত্যেকের হাত ধরিয়া আগমনী গাহিতে গাহিতে অঙ্গণে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যাহা কিছু বিধানানুসারে কার্য্য করা কর্ত্তব্য তাহা করিয়া সকলকে পরিচ্ছদ ছাড়িতে বলিলেন। সকলে পরিচ্ছদ ছাড়িয়া অন্য বস্ত্র পরিয়া আহার করিতে বসিলেন। এক সঙ্গে বসিয়া সকলেই আহার করিতে লাগিলেন যেন সকলেই পরস্পরে বহুদিনের পরিচিত। তন্ত্রীকারেরা বড় মলায়েম

ঐক্যতান বাদন বাজাইতে লাগিলেন। আহারান্তে সকলে বড়গৃহে যাইয়া নাচ গান বাদ্য ঠাট্টা মস্করাতেই নিশা কাটাইয়া দিলেন। সূর্য্যোদয়ের দুই তিন ঘণ্টা পরেই যে যার নির্দ্দিষ্ট স্থানে মধুচন্দ্র প্রথা রক্ষা করিতে চলিলেন।

রাজা দশরথ চারিটী পুত্রের বিবাহ সাধারণ লোকের আনন্দে নিষ্পন্ন হওয়াতে তিনি অত্যন্ত সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে রাজা দশরথ মনে করিলেন যে রামকে রাজ্য দিয়া তিনি আরামে থাকেন। তিনি এই ব্যাপার প্রধান কর্ম্মচারীকে জানাইলেন। প্রধান কর্ম্মচারীও যথেষ্ট আনন্দের সহিত বলিলেন—রাজন্! যুবরাজ রামচন্দ্রকে রাজ্য দেওয়া অপেক্ষা আর সুখের বিষয় আপনার কি আছে। তিনি সকলকার প্রিয়। তার অপেক্ষা বীর আর অন্য কেহই নাই। তিনি জ্ঞানী বুদ্ধিমান বীর শান্ত ও রাজনীতিজ্ঞ হন। যতশীঘ্র এই কার্য্য সমাধা করিতে পারেন ততই রাজ বংশের ও রাজ্যের মঙ্গল। যদি আপনি বলেন তাহা হইলে আমি অন্য সকলকার মত কি ইহা গ্রহণ করিতে পারি।

দশরথ বলিলেন যখন আপনি বলিতেছেন যে রাম সকলকার প্রিয় তখন আর অন্যান্য জন সাধারণের মত কি ইহা খবর লওয়া অনাবশ্যক। আপনি রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ করুণ আর চারিধারে ঘোষণা দিউন যে যুবরাজের রাজ্যাভিষেক হইবে আর আপনি বশিষ্ঠ ও অন্যান্য ঋষি ও মুনিবর্গকে খবর দিউন।

মন্ত্রী যথাবিধানানুসারে রাজাকে আপ্যায়িত করিয়া চলিয়া গেলেন। পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য ঋষি মুনিরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রী ও অন্যান্য প্রধান কর্ম্ম-চারীরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা দশরথ সকল-কার সম্মুখে যুবরাজ রামের রাজ্যাভিষেকের কথা উত্থাপন করিলেন সকলে আনন্দে উথলিয়া উঠিলেন। অন্য ভ্রাতারা যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাহারা আনন্দের সহিত সম্মতি দিলেন। এবং সকলকার অনুমতি ক্রমে রাজ্যাভিষেকের দিনও স্থির হইল। এই খবর কাণে কাণে চারিধারে ছড়াইয়া পড়িল। নগর লোকের সমাগম দিন দিন বাড়িতে লাগিল। রাজা রাজড়ারাও চারিধার হইতে আসিতে সুরু করিলেন। নগরের সাজশয্যাও দিন দিন বাড়িতে থাকিল। কিছুদিন পরে নগরের দৃশ্য ইন্দ্রপুরী তুল্য হইল।

একদিন রাজা দশরথ রাণীদিগকে ডাকিয়া সকলকে বলিলেন, আপনারা শুনিয়া থাকিবেন বোধ হয় যে যুবরাজ রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক অমুক দিন হইবেক। ইহাতে আপনাদের মত কি? কেন না আমি কোন কার্য্য আপনাদের অমতে করি না। ইহা বোধ হয় আপনারা সকলে জানেন।

রাণী কৈকেয়ী ব্যতীত অন্য সকলে আনন্দের সহিত বলিলেন ইহাতে আমাদের কোন অমত নাই। বরং আমরা আরও বেশী আনন্দ অনুভব করিব। রাণী কৈকেয়ী এই কথা শুনিয়া ক্রোধারক্ত লোচনে গৃহ হইতে নিজের গৃহে চলিয়া

গেলেন। একজন সহচরী আসিয়া খবর দিলেন যে রাণীমা সমস্ত শরীর বস্ত্রাবৃত করিয়া মেজেয় শুইয়া আছেন। রাজন্ শীঘ্র চলুন কেননা আপদের উপর বিপদ আসিবার সম্ভাবনা।

রাজা ইহা শুনিয়া কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া অন্য রাণীদের লইয়া রাণী কৈকেয়ীর গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য রাণীরা ও সহচরীরা কৈকেয়ীকে যথেষ্ট বুঝাইলেন। রাণী কৈকেয়ীর কোন উত্তর পাইলেন না। পরে রাজা নিজে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া রাণী কৈকেয়ীর কাছে বসিয়া অনেক মিনতি করিবার পর রাণী কৈকেয়ী বাঘিনীর মত উঠিয়া বসিয়া বলিতে সুরু করিলেন—রাজন্। আপনার কি মনে পড়ে না যখন আমি আপনাকে বাণবিদ্ধ ক্ষত হইতে উদ্ধার করি। যদি আমি না সে সময়ে সেবা করিতাম তাহা হইলে কি আপনি এতদিন ইহধামে থাকিতেন? আপনি সে সময়ে কি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন ইহা কি স্মরণ আছে? আপনার যখন আঙ্গুলে ঘা হইয়া পুঁজের দারুণ কষ্ট পাইতেছিলেন তখন কে মুখ দিয়া চুষিয়া প্রত্যহ পুঁজ বাহির করিয়া দিয়াছিল? এই দাসী কি না? যদি এই সত্য হয় এবং আপনি যদি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন ইহাও সত্য হয় তবে যদি বলেন বাক্য শব্দইব অন্য কিছুই নয়, হাওয়ার কথা হাওয়াতে মিশিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে অন্য কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না তবে এই ভিক্ষা চাই যে আপনি আমার নিকট হইতে চলিয়া যাউন। সত্য ও মিথ্যাতে কোন কালে খাপ খায় না।

রাজা দশরথ এই সব শুনিয়া দ্বিগুণতর আনন্দের সহিত বলিতে লাগিলেন—আমি রাজার পুত্র এবং নিজে রাজা। আমা হইতে কি সম্ভবপর যে আমি সামান্য নশ্বর দেহ ও রাজত্বের দরুণ আমি যাহা বলিয়াছি তাহা অস্বীকার করিব। সূর্য্যবংশে কখনও এইরূপ কার্য্য হয় নাই ভবিষ্যতে হইবেও না। বড়লোকের দেখিয়া ক্ষুদ্রলোকেরা নকল করে। যদি আমি এই প্রকার গর্হিত কার্য্য করি তাহা হইলে অন্য জনেরা করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। কৈকেয়ী তুমি কি বর চাও আমাকে বল। আমি এখনই তাহা দিব। যদি না দিই তাহা হইলে আমি কাপুরুষ। সূর্য্যবংশে কাপুরুষ অপেক্ষা দিব্য আর বেশী নাই। কাপুরুষকে ক্ষত্রিয় নারীরা গ্রহণ করে না। সূর্য্যবংশের বংশধর যুদ্ধ হইতে পলাইলে ক্ষত্রিয় নারীরা তাহাকে গৃহেপ্রবেশ করিতে দেন না। হীনবীর্য্যেরা হাওয়ার কথা হাওয়াও মিশিয়া যায় ইহা বলিয়া প্রতিশ্রুত বাক্যকে নিজের স্বার্থের দরুণ অস্বীকার করেন। সাংসারিক নিয়ম মিথ্যার দাস হইলে চতুরতা বাড়ে। চতুরতা বাড়িলে পর মনমালিন্য বৃদ্ধি পায়, মনমালিন্য বৃদ্ধি পাইলে শত্রু বাড়ে। শত্রু অধিক হইলে ষড়যন্ত্র চলে আর যে সংসারে ষড়যন্ত্র বৃদ্ধি পায় তথায় লক্ষ্মী ও সরস্বতী বিহীন হইয়া সে সংসার উচ্ছন্ন যায়। লক্ষ্মী ও সরস্বতী সংসারের সার। কেন না দুর্গতিনাশিনীর কন্যা হন। লক্ষ্মী ও সরস্বতী হইতে সভ্যতা। সভ্যতা হইতে জ্ঞান, বিজ্ঞান,

শিল্প কৃষি ও বাণিজ্যের আবির্ভাব। এবং এই কয়েকটীর আবির্ভাবে অর্থাগমন। আর অর্থাগমনে মানব শব্দের অর্থ। অতএব যে মানবে মানবশব্দের অর্থ নাই সে সংজ্ঞা বিহীন। সংজ্ঞাতে সংজ্ঞা হয়। তজ্জন্য অবস্থাভেদে গুণভেদ প্রবল। আমি ফাঁকি কাটিতে চাহি না। ফাঁকিতে ফাঁকিতে পড়িতে হয়, ফাঁক হইয়া ফাঁকি। ইহার কারণ শব্দ ব্রহ্ম বলিয়া কথিত। যদি সংজ্ঞা সত্য হয় তা হইলে অমি যে সংজ্ঞার দ্বারা প্রতিশ্রুত তাহা সত্য। আমি দশরথীর কর্ত্তা বলিয়া দশরথ নামে অভিহিত। আমি কি সংজ্ঞাকে মিথ্যা বলিতে পারি। আপনিকি বর চান বলুন আমি দিতে প্রস্তুত আছি।

কৈকেয়ী—যদি এত ধর্ম্ম দর্শন আচার ব্যবহার নিয়ম ও পদ্ধতি জ্ঞান তবে আপনি আমার বিনানুমতিতে রামের অভিষেকের দিন কি করিয়া স্থির করিলেন। আপনি জানেন না আপনার দুইটী বর দেওয়া আছে। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে অগ্রে আপনার প্রতিশ্রুত বাক্য রক্ষা করুন্। পরে যাহা আপনি ভাল বিবেচনা করেন আপনি তাহাই করুণ তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।

দশরথ—আপনি কি বর চান বলুন আমি দিতে প্রস্তুত আছি।

কৈকেয়ী—আমি চাই প্রথম বরে রামের বদলে ভরতের রাজ্যাভিষেক। দ্বিতীয় বরে রামের চৌদ্দবৎসর বনবাস।

দশরথ—তথাস্তু।

ইহা বলিয়া রাজা দশরথ মূৰ্চ্ছা গেলেন।

চারিধারে হাহাকার রব উঠিল। মুখে মুখে এই সংবাদ চারিধারে ছড়াইয়া পড়িল, কৈকেয়ী ব্যতীত অন্যান্য রাণীরা রাজার সেবা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাম লক্ষ্মণ উপস্থিত। দুই জনাই দশরথের সেবা লইয়া শশব্যস্ত।

রাজা দশরথ মূৰ্চ্ছা ভঙ্গেই রামকে দেখিয়া বলিলেন "আমি ভরতকে রাজা করিয়াছি। আর ভরতের রাজ্যাভিষেকের মধ্যে তুমি চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনবাস গমন করিবে।"

ইহা বলিয়া রাজা দশরথ আবার মূৰ্চ্ছা যাইলেন। এই সংবাদে রামের মনের ভিতর কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য ভাব স্থান পাইল না। বরং দ্বিগুণ আনন্দে পিতার সেবা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে পিতার মূৰ্চ্ছাভঙ্গ হইলে পর রাম বলিলেন "বাবা, কেন এত কষ্ট কচ্ছেন? আমার দরুণ আপনি এত উথলা হইবেন না। ভরত রাজা হইবে ইহা অপেক্ষা আর আনন্দ অধিক কি আছে? আমি চৌদ্দ বৎসর বনবাস যাইতে প্রস্তুত আছি। পুত্র কিসের দরুণ। পুত নামক নরক হইতে পিতাকে উদ্ধার করিবার দরুণ তো? যদি আমি তাহাই না করি তাহা হইলে আমি আপনার পুত্র কৈ? আপনি কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করিবেন না। আমি সমস্তই বাহিরে যাইয়া ব্যবস্থা ঠিক করিতেছি। আমি মা কৈকেয়ীর কাছে গিয়া তাঁহাকে স্বান্তনা করিতেছি। আপনি সুখে নিদ্রা যান।"

ইহা বলিয়া রাম দশরথের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। এবং রাণীদিগকে বলিলেন "আপনারা সকলে বাতাস করুন্ তাহা হইলে বাবা ঘুমাইয়া পড়িবেন।"

রাজা দশরথ ঘুমাইলে পর কৈকেয়ী গৃহে যাইয়া রাম দেখিলেন রাণী কৈকেয়ী রক্তাক্ত বদনে বসিয়া আছেন। আর মন্থরা সেবা করিতেছে।

রাণী কৈকেয়ীর চরণ বন্দনা করিয়া রামচন্দ্র বলিলেন :—"মা আপনি বাবাকে মিছামিছি কষ্ট দিলেন কেন? আপনি যাহা অনুমতি করিবেন তাহাই করিতে আপনার পুত্র বাধ্য। আপনার পুত্র ভরত রাজা হইবে ইহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই। চৌদ্দ বৎসর বনবাসেও আমার কোন আপত্তি নাই। আপনি স্থির হউন মনোকষ্ট করিবেন না। আপনি উথলা হইলে বাবা মনোকষ্ট অনুভব করিবেন। আমি বাহিরে যাইয়াই ভরতকে আনিবার দরুণ মাতুলালয়ে দূত পাঠাইয়া দিতেছি। আর সমস্ত কর্ম্মচারীগণকে বলিয়া দিতেছি যে ভরত আসিলে পর ভরত রাজা হইবে। আমি কালই বনবাসে যাইব। মা আপনার আর কিছু হুকুম করিবার আছে?

কৈকেয়ী—তুমি যতক্ষণ না বনবাস যাত্রা করিবে ততক্ষণ আমি জলস্পর্শ করিব না। বাবা, তুমি যদি দশরথের পুত্র হও তাহা হইলে পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন কর। কেননা

উপযুক্ত পুত্রের কর্ম্মই পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করা আমি অন্য কথা শুনিতে বা বলিতে ইচ্ছা করি না।

রাম—মা আপনি যাহা কিছু হুকুম করিলেন তাহা সমস্তই শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। ইহার কোন প্রকার ব্যতিক্রম হইতে দিব না। মা তবে আমি চলিলাম।

কৈকেয়ী—এসো বাছা।

রাম বাহিরে যাইয়া প্রধান কর্ম্মচারিগণকে ডাকিতে হুকুম দিলেন। আর লক্ষ্মণকে উথলা দেখিয়া যথেষ্ট বুঝাইলেন। কর্ম্মচারীগণ আসিলে পর তাহাদিগকে অন্দরের সমস্ত ঘটনা বলিয়া হুকুম করিলেন "যে শীঘ্র একজন দূত ভরতের মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দিউন। এবং দূতকে বলিয়া দিবেন যেন ভরতকে সঙ্গে লইয়া তিনি আসেন। কেননা রাজা দশরথ ভরতকে রাজা করিবেন ইহা বলিয়াছেন। আর আমি কল্য হইতে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনবাস করিব। রাজত্বের চারিধারে এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া দিউন। এবং ইহার অন্যথা হইলে গুরুতর শাস্তি হইবে ইহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন। আমি যতক্ষণ না বনবাসে যাইব ততক্ষণ মা কৈকেয়ী জলস্পর্শ করিবেন না ইহাও যেন মনে থাকে। আর দেরি করিবেন না। হুকুম তামিল করুন্।

ইহা বলিয়া রাম ও লক্ষ্মণ অন্য গৃহে যাইয়া নিদ্রা যাইলেন।

পরদিন সকালবেলা যত নিমন্ত্রিত লোক ও যত বড় বড়

কর্ম্মচারী আসিয়া রাজ্যাভিষেক মঞ্চতে বসিলেন এবং পরস্পরে রাম সম্বন্ধে নানা রকম কথা কহিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে রাম দশরথ সমস্ত রাণী ও পুত্রবধূগণকে লইয়া আসিয়া যে যার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিলে পর পুরোহিত বশিষ্ট, রাজা দশরথকে জিজ্ঞাসা করিলেন "রাজন্, যুবরাজ রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে নানা রকমের কথা শুনিতে পাইতেছি ইহা যতদূতর সত্য অনুগ্রহ করিয়া বলুন।"

দশরথ—আপনি রামের রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে কি শুনিয়াছেন অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

বশিষ্ট—যুবরাজ রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক না হইয়া ভরত রাজা হইবেন আর অদ্য হইতে রামচন্দ্র চৌদ্দ বৎসর বনবাস করিবেন।

দশরথ—আপনি ইহার ব্যবস্থা কি করিয়াছেন ?

মন্ত্রী—আমি যুবরাজ রামচন্দ্রের হুকুমানুসারে ভরতের মাতুলালয়ে দূত পাঠাইয়াছি ও দূতকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে আপনি ভরতকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবেন। কারণ রাজা দশরথ মনন করিয়াছেন তিনি ভরতকে রাজা করিবেন।

দশরথ—অন্য কিছু বলেন নাই ?

মন্ত্রী—না। মহাশয় তবে চারিধারে ঘোষণা করা হইয়াছে আজ হইতে রামচন্দ্র চৌদ্দ বৎসর বনবাস করিবেন। লোকেরা ইহা শুনিয়া কাতারে কাতারে নগরের প্রধান

রাস্তাতে অশ্রুপূর্ণ লোচনে দাঁড়াইয়া আছেন। আর আপনার যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিতেছে। রাস্তাতে এক ইঞ্চি জমি ফাঁক নাই, সকলে হাহাকার করিতেছে।

ইত্যবসরে ভিখারীবেশে রাম ও লক্ষ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইয়া দশরথের চরণ বন্দনা করিয়া সমস্ত উপস্থিত ভদ্রলোকদিগকে বলিতে লাগিলেন "হে পূজনীয় রাজা মহাশয়, হে পূজনীয় মাতাঠাকুরাণীগণ, হে স্নেহাস্পদ নববধূগণ, মহিলা ও ভদ্রগণ, আপনারা সকলে রাজা দশরথের হুকুম শিরোধার্য্য করুন্। রাজা দশরথ মনন করিয়াছেন যে আমার ভ্রাতা ভরত রাজা হইবেন আর আমি অদ্য হইতে চৌদ্দ বৎসর বনবাসে যাইব। মাতাঠাকুরাণী কৈকেয়ী জলস্পর্শ করিবেন না যতক্ষণ না আমি বনবাসে যাই। অধিক বলিবার সময় নাই। তবে আপনারা রাজা দশরথের হুকুম তামিল করিবেন, যাহাতে না তাঁর কোন প্রকার মনকষ্ট হয়। ভ্রাতা ভরত আসিলে পর ভ্রাতা ভরতের রাজ্যাভিষেকে সকলে আনন্দের সহিত যোগদান করিবেন। এবং যাহাতে রাজ্য সুচারুরূপে চলে ইহার ব্যবস্থা করিবেন। কালের কুটিলা গতি কেহই রোধ করিতে পারেন না। হে পূজনীয়া ও পূজনীয়গণ আমি সকলকার চরণে মস্তক রাখিয়া মিনতি করিতেছি যে আপনারা সকলে আমাকে আনন্দের সহিত বিদায় দিউন।

রাজা দশরথ মূর্চ্ছা যাইলেন ও অন্যান্য সকলে ফুকুরে

কাঁদিয়া উঠিলেন। স্থির প্রজ্ঞা রাণী কৈকেয়ী ও স্থিত প্রজ্ঞ ভিখারী রামচন্দ্রের মনের ভিতর কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য ঘটিল না। তজ্জন্য উভয়ের মূর্ত্তি সাম্যাবস্থায় রহিল। রাজ্যাভিষেকের আনন্দের ঢেউ না উঠিয়া ক্রন্দনের রোল উঠিল। হাসিকান্না সংসারের সার। জন্ম হইলেই মৃত্যু, মৃত্যু হইলেই জন্ম ইহাই জগতের সার। এই দুইয়ের মধ্যে কর্ম্মক্ষেত্রে যিনি স্থির প্রজ্ঞ বা স্থিতপ্রজ্ঞা হইয়া এবং ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হইয়া কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বিধায় জনসাধারণের হিতসাধনের হিতসাধন করিয়া যাইতে পারেন তিনিই অমর ও প্রশংসনীয়।

রাম লক্ষণ ও সীতা ভিখারী ও ভিখারিণী বেশে রাজ রাস্তায় যাওয়াতে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইল। অন্য সকলেই ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতেছেন। কিন্তু তিনজনাই সাম্যা-বস্থায় চলিতেছেন। যদি হীনচেতা হইতেন তাহা হইলে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য হইত না। একে দুইভাই রাজপুত্র ও সীতা রাজবধূ তাতে সকলকার মনমুগ্ধকর রূপলাবণ্য গঠন ও তুলি দিয়া আঁকা চোখ, বিদ্যাবুদ্ধি কল বল ছলে অতুলনীয় এবং প্রসিদ্ধ বীর ও বীরাঙ্গনা। ইহাতে জনসাধারণ কাঁদিবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু যদি উহারা কাঁদিতেন ও সাধারণের কান্নাতে যুদ্ধ হইতেন তাহা হইলে সাধারণ হইয়া যাইতেন। অসাধারণ হইতে পারিতেন না ও এই কঠোর ব্রত গ্রহণ করিতে পারিতেন না। রাণী কৈকয়ী ও বড় ফেলনা নন। তিনিও কোন প্রকার বিকৃত ভাব ধারণ না করিয়া সাম্যা-

বস্থায় বসিয়া রহিলেন ইহাও অপূর্ব্ব দৃশ্য। ধন্য মুনি বাল্মিকি যিনি রামায়ণে একনিষ্ঠা অঙ্কিত করিয়া অতুলনীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। হাজার হাজার বৎসর গত হইল এখনও ভারতের প্রত্যেক মুখে রাম ও সীতার কথা কহিত। ধন্য মুনি বাল্মিকি, ধন্য।

কিছুদিন পরে যখন রাম পিতার স্বর্গ-লাভ হইয়াছেন ইহা শুনিলেন তিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতার উদ্দেশ্যে মাটীর পিণ্ড দিয়া শ্রাদ্ধ করিলেন এবং পিতা হস্ত প্রসারণ করিয়া পিণ্ড গ্রহণ করিলেন। কত লোক কত প্রকার দান করিয়া পিতাকে পিণ্ড দিতেছেন কিন্তু কয়টীর পুত্রের স্বর্গীয় পিতা হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকেন? যদি মুনি বাল্মীকির লেখা সত্য হয় তাহা হইলে পুত্রের প্রকৃত অন্তরের শ্রদ্ধাই শ্রাদ্ধ হয়। উপযুক্ত পুত্র যে পিতার অন্তরের সামগ্রী হয় ইহা মুনি বাল্মাকি স্পষ্টাক্ষরে রামায়ণে দেখাইয়া দিয়াছেন।

মরুৎ রাজার যজ্ঞ শেষ হইলে পর এক নকুল যজ্ঞের স্থানে গড়াগড়ি দিয়াছিল। তাহাতে তাহার অর্দ্ধশরীর রেখাযুক্ত হইয়াছিল। বাকী অর্দ্ধ শরীরের রেখার জন্য নকুল অপেক্ষা করিতেছিল। বহু যুগযুগান্তরের পর যখন নকুল শুনিল যে পাণ্ডবেরা মহাধুমধামে রাজসূয়-যজ্ঞ শেষ করিয়াছেন এবং চারিধারে গুজব শুনিল যে এই প্রকার যজ্ঞ কোনকালে হয় নাই, নকুল আনন্দে আটখানা হইয়া হস্তিনানগরে এই আসাতে চলিল যে বাকী অর্দ্ধ শরীর রেখান্বিত হয়। কিন্তু

তথায় যাইয়া যজ্ঞভূমিতে যথেষ্ট গড়াগড়ি দিল বটে কিন্তু ফলে কিছুই ফলিল না। তখন হতাশ হইয়া বলিল "কাণে ভোর-বেলার মেঘাড়ম্বরের মত শব্দই রহিল, কিন্তু কাজে ঘোড়ার ডিম হইল।" এমন সময় অন্তর্য্যামী একটী ভ্যাবাচ্যাকা মানব রূপ ধারণ করিয়া বলিলেন 'নকুল, তুমি কি বলিতেছ?'

নকুল—ওরে ভাই বহু যুগযুগান্তর ধরে আশা করে রয়েছি যে মরুৎ রাজার যজ্ঞে আমার অর্দ্ধ দেহ রেখান্বিত হয়েছিল এবং আর কেউ যদি অতুলনীয় যজ্ঞ করে তবে আধাটা পুরো হইয়া যাইবে। পাণ্ডবের রাজসূয় যজ্ঞের গুজব তো খুব শুনিলাম এবং ইহা শুনিয়া আমি হেথায় আসিয়া গড়াগড়ি দিলাম বটে কিন্তু কিছুই হইল না। বরং গাত্রবেদনা সার হইল।

ভ্যাবাচাকা—নকুল, তুমি কোন কূলে নাই। সেজন্য কোন কূল কিনারা জাননা। ইস্তাহার আড়ম্বরে সংসার চলিতেছে। যদি তুমি না শুনিতে তাহা হইলে কি এতদূর আসিতে? কূলে আইস তাহা হইলে কূল পাইবে। নকুল নাম লইয়াছ বটে কিন্তু এটাও ইস্তাহার ও আড়ম্বর। যদি প্রকৃত নকুল হইতে তাহা হইলে একনিষ্ঠাতে ঘরে বসিয়া তোমার মনবাঞ্ছা পূর্ণ হইত। দেখ না রামচন্দ্র মাটীর পিণ্ড স্বর্গীয় পিতাকে দিয়াছিলেন, তিনি হস্ত প্রসারণ করিয়া লইয়াছিলেন। তুমি কি রামায়ণে পড় নাই? দেখ স্বর্গীয় পিতার হাত হয়। মরুৎ রাজা অর্দ্ধ একনিষ্ঠাতে কাজ করিয়া-ছিলেন তাই তোমার আধা-শরীর রেখাযুক্ত হইয়াছিল। আর

পাণ্ডবেরা দাম্ভিকতার সহিত কাজ করিয়াছিলেন তাই তোমার দেহে কোন রেখা পড়িল না। তুমি ফাঁকী কেটে ফাঁকী দেখাতে চাও, তাই তুমিও ফাঁকিতে পড়িলে। রামচন্দ্র একনিষ্ঠা হইয়া শ্রদ্ধার সহিত মাটী পিণ্ড দিয়াছিলেন তাই তিনি পিতার শ্রাদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। অথেব শ্রাদ্ধ কর অর্থ পাবে। যার যেরকম ভাবনা, তার সে রকম পাওনা। তুমি অর্থ শুনিয়া অর্থযুক্ত হইতে আসিয়া ছিলে তাই তুমি নিবর্থ হইয়া ফিরিয়া যাও। তবে তোমার পারদর্শিতা লাভ হইল। এটাও তোমার পক্ষে যথেষ্ট। কেননা তুমি কোন কূলে নাই। ঘরে গিয়া একনিষ্ঠা হও। ঘরে বসে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

ইহা বলিয়া ভ্যাবাচাকা অদৃশ্য হইল। নকুল ও পারদর্শিতা লাভ করিয়া ঘরে ফিরিল।

রাম লক্ষ্মণ ও সীতার উপর যে সব অসভ্য জঙ্গলবাসী অনিষ্টের চেষ্টা করিয়াছিল রাম তাহাদিগকে স্বর্গে পাঠাইয়া দিয়া জন সাধারণ পথিকের যথেষ্ট উপকার করিয়া দিলেন। পরে তিনজনে যখন অগস্ত্যের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন তখন আশ্রমবাসীরা যথেষ্ট অতিথি-সৎকার করিয়া অবশেষে গুরুর কাছে লইয়া যাইলেন। অগস্ত্য তিনজনকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া বসিতে আজ্ঞা করিলেন। রাম প্রথমে অগস্ত্যের চরণ বন্দনা করিয়া তিনজনে—কুশাসনের উপর বসিয়া রাম অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন মাহাত্মন এ স্থানে আমরা কোথায় নিরাপদে বাস করিতে পারি?

অগস্ত্য—বাতাপি ও তাহার ভ্রাতা বোধ হয় ইহধাম ত্যাগ করিয়া অন্যধামে গিয়া থাকিবে। উহারা দুইজনে পথিকের যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়া থাকে। পথিকরা কেহই পথক হইয়া আসে না। তজ্জন্য পথে যথেষ্ট দুর্দ্দশা ভোগ করে। আপনারা দুইজনে রাজা দশরথের পুত্র ও সীতা রামের ভার্য্যা। আপনাদের দ্বারা যথেষ্ট উপকার হইবার সম্ভাবনা। উপযুক্ত বীরপুত্রের কর্ত্তব্যকর্ম্ম, জনসাধারণের উপকার করা। যে পুত্র বীর হইয়া জন সাধারণের উপকার না করেন সে কাপুরুষ। ইহজগতে পুরুষকারই কীর্ত্তির স্বরূপ থাকিয়া যায়। বর্ত্তমান দেহ চিরকাল একভাবে থাকে না এবং রূপান্তরই আকারের গতি হয়। সৎএর কর্ম্মই জন সাধারণের উপকার করিয়া কীর্ত্তি রাখিয়া যাওয়া। এবং কীর্ত্তি অমর বলিয়া কথিত। তিনি নিরাকার হইয়া গুণ ও সংখ্যা হিসাবে সৎ, এবং সৎ হইলেই আকার। আকার হইলেই ক্রিয়া। ক্রিয়া হইলেই কীর্ত্তি। কীর্ত্তি হইলেই যশ আর যশ হইলেই অমর। ক্রিয়ার মীমাংসাই জন্মজন্মান্তরের ফলাফল। সকলেই স্ত্রী ও পুরুষ কিন্তু উপযুক্ত বীর ও বীরাঙ্গনা অতি বিরল। দয়াময়ের দয়া ব্যতীত জনসাধারণের দয়ার পাত্র হইতে পারে না। এক সত্য হয়। এক জন্ম সত্য ও এক মৃত্যু সত্য। যিনি মধ্যটাতে পুরুষকারের দ্বারা কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন তিনিই অমর বলিয়া কথিত। মুনি বাল্মীকি মাটীর প্রত্যক্ষ দর্শন লিখিয়া

গিয়াছেন। এই মাটী হইতে অবতার মহাজন ও রাজ চক্রবর্ত্তী হন। এবং এই মাটীর উপরই লীলাখেলা করেন। আবার এই মাটীতেই প্রবেশ করে। জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ সমস্তই মাটী হইতে উৎপন্ন হয়। অবস্থা ভেদে গুণভেদ হয় বলিয়া সন্দেহ যুক্ত হইয়া মায়ার খেলা কহিয়া থাকি। কিন্তু বাস্তবিক পুরুষকার উদ্যম ও একনিষ্ঠা মধ্যের লীলাখেলা। যিনি এই লীলা খেলিতে পারেন আর যদি সেই লীলাখেলাটাকে অন্য সকলে গ্রহণ করে তাহা হইলেই তিনি কীর্ত্তি রাখিয়া অক্ষয় হন। ধন্য বাল্মীকি! তিনি এক-নিষ্ঠা আনিয়া সমস্ত দর্শনকে এক দর্শন করিয়া দিয়াছেন। সংসারে একনিষ্ঠা করিলে আর মায়া থাকিল না। বরং সকলের সার সংসার হইল। কেননা মোক্ষ নির্ব্বাণ ও মুক্তি হাতের মুটার ভিতর আসিল। আবার যোগবাশিষ্টে ব্রহ্মগীতা লেখিয়া ত্যাগীদিগকে একনিষ্ঠা হিসাবে তন্ময় করিয়া জড়ভরত হিসাবে ব্রহ্মের সহিত মিশাইয়া দিতেছেন। ধন্য বাল্মীকি ধন্য ধন্য—রাম আপনি গোদাবরীর ধারে পঞ্চ-বটীতে যাইলে আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

রাম যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর করিয়া বলিলেন "তবে আসি।"

অগস্ত্য—ব্রহ্ম আপনাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। তবে এস।

রাম লক্ষ্মণ ও সীতা অগস্ত্যের আশ্রম হইতে গোদাবরী

তীরে পঞ্চবটী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পরে তথায় পৌঁছিয়া গোদাবরীর উপর পঞ্চবটীর দৃশ্য দেখিয়া তিনজনাই অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়া তথায় ডেরাডাণ্ডা ফেলিলেন। পঞ্চবটী একটী তীর্থস্থান বলিয়া কথিত। নানা স্থানের লোক তথায় পঞ্চবটী দর্শনে ও গোদাবরী স্নানে আসেন। তিনজনেই বহুদিনের পর নানাপ্রকার লোকের মুখ দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতে থাকিলেন।

রাজা ভরত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রামকে যথেষ্ট অনুরোধ করিলেন যাহাতে রাম রাজা হন। রাম অস্বীকার করিয়া ভরতকে বলিলেন "ভরত তুমি যেমনি রাজা আছ, তেমনি থাক। রাজনীতি অনুসারে শম, দম, দণ্ড ও ভেদকে বজায় রাখিয়া রাজ্যশাসন কর। প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগের মত লইয়া কার্য্য করিও। কোনও লোককে অশ্রদ্ধা করিও না। যাহার যাহা ভাল গুণ পাইবে তাহা গ্রহণ করিবে। মায়েদের ভাল করিয়া দেখিও—বিশেষতঃ মা কৈকেয়ীকে। কাহারও প্রতি অত্যাচার করিও না। ধর্ম্ম ও কুল ধর্ম্মকে ঠিক রাখিও। ছোট ভাইটীকে পুত্রের মত স্নেহ করিবে। পুরনারীরা যেন কোন প্রকার কষ্ট না পায়। স্ত্রীলোক শান্তি ভোগ করিলে গৃহে শান্তি হয়। অধিকদিন রাজ্য হইতে অনুপস্থিত থাকিবে না। তুমি শীঘ্র যাইয়া রাজত্ব কর। "ইহা বলিয়া রাম ভরতকে বিদায় দিলেন।

রাম লক্ষ্মণ ও সীতা তিনজনেই বেশ আনন্দে দিন

কাটাইতে লাগিলেন। হঠাৎ একদিন একটী স্বর্ণ মৃগ দেখিয়া সীতা রামকে বলিলেন "প্রিয় বীরবর! আপনি ঐ মৃগটীকে ধরিয়া আমুন, বধ করিয়া আনিবেন না। আমার ঐ মৃগটীকে পুষিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে। দেখুন দেখুন কেমন নাচ্চে। আপনার কি আনন্দ হইতেছে না?

রাম—এর আর কি? আমি চলিলাম।

রাম যেমন ধরিতে যাইলেন অমনি মৃগটী লাফ দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। রামও পিছু পিছু ধরিতে চলিলেন। এই ধরা পড়ে এমন অবস্থায় আবার অদৃশ্য হইয়া কুটীরের কাছে আসিয়া উচ্চৈস্বরে কহে "ভাই লক্ষ্মণ শীঘ্র এসো। আমাকে বধ করিতে অসভ্যেরা প্রস্তুত হইয়াছে। শীঘ্র এসো। দেরী করিলে আমার প্রাণ সংশয়।

সীতা ইহা শুনিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন "তুমি শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও, বোধ হয় কোন ভয়ানক বিপদ হইয়াছে। তাহা না হইলে এইপ্রকার কাতরস্বরে তোমাকে ডাকবেন কেন?"

লক্ষ্মণ—কোন ভয় নাই। এই বনের অসভ্যেরা মায়াবী হয়। পৃথিবীর ভিতর এমন কেহ নাই যে প্রভু রামচন্দ্রকে বধ করিতে পারে। আপনি স্থির হউন এখনই তিনি আসিবেন।

আবার রামের কাছে মৃগটী গিয়া নানাপ্রকার লম্ফঝম্ফ করিয়া খেলা করিতে থাকিল। রামও ধরিতে যথেষ্ট চেষ্টা পাইল কিন্তু কিছুতেই ধরিতে পারিলেন না। রামও পরিশ্রম করিয়া

কিছু হাঁপাইয়া পড়িলেন ইহা দেখিয়া মৃগটী নিজের রূপ ধরিল। রাম স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইলেন। ইত্যবসরে মৃগটী অদৃশ্য হইয়া কুটীরের কাছে উচ্চৈঃস্বরে কহিল "হে ভাই লক্ষ্মণ শীঘ্র আইস, শীঘ্র আইস। আমার প্রাণ যায় দেরী করিলে আমাকে দেখিতে পাইবে না। শীঘ্র আইস।"

সীতাদেবী কোপান্বিত হইয়া অস্থির হইয়া লক্ষ্মণকে অনেক কটু কথা বলিলেন। ইহাতে লক্ষ্মণ দুঃখান্বিত হইয়া সীতাকে যথেষ্ট বুঝাইতে লাগিলেন কিন্তু সীতা উত্তরোত্তর আরও কটু কথা কহিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ বিষাদে বিষাদিত হইয়া বলিলেন "মা আমি এই গণ্ডী দিয়া যাইতেছি। আপনি এই গণ্ডীর বাহিরে আসিবেন না।" ইহা বলিয়া লক্ষ্মণ রামের অন্বেষণে চলিলেন। মায়া মৃগ নিজ রূপ ধরিয়া যেমন আবার রামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রামকে বধ করিতে চেষ্টা করিল, রাম অমনি বাণাঘাতে তাকে স্বর্গে পাঠাইয়া দিলেন। ইত্যবসরে লক্ষ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন "মা সীতাদেবী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। আপনি শীঘ্র চলুন।"

রাম কহিলেন "লক্ষ্মণ, তুমি সীতাকে একাকী রাখিয়া আসিলে কেন? এই জঙ্গলবাসী মায়াবী, ইহারা মায়াতে কিনা করিতে পারে? দেখ না, এই মায়ামৃগের ব্যাপারটা। আমি প্রথমে কিছুই জানিতে পারি নাই। আমাকে ফাঁকি দিয়া মৃগটী এত ঘুরাইয়াছে যে আমি হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম। যখন

নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল তখন আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। চক্ষের নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইল। পুনরায় যখন নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া আমাকে বধ করিতে আসিল আমিও চক্ষুর নিমেষে বাণ-প্রয়োগ করিয়া তাহাকে স্বর্গে পাঠাইয়া দিলাম। দেখ ভাই লক্ষ্মণ, কি ভয়ানক শরীর এবং কি বলিষ্ঠ! যদি ইহারা সভ্যের মত কলকৌশল জানিত তাহা হইলে ইহাদিগকে বধ করা অসম্ভব হইত। ইহারা বিদ্যা শিখিয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কুপথে যাইতেছে। তজ্জন্য ইহারা সভ্যের কাছে পরাস্ত হইয়া পড়ে। সভ্যেরা প্রচ্ছন্ন-ভাবে কার্য্য করে তজ্জন্য ইহাদের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। বাণেতে একটী লোককে মারিতে পারে কিন্তু কলকৌশলের সভা মাথা একটী জাতিকে উচ্ছেদ করিতে পারে। সীতাকে একলা রাখিয়া আসাটা ভাল হয় নাই।

লক্ষ্মণ বলিলেন "সীতাদেবীকে আমি যথেষ্ট বুঝাইলাম এই সব অসভ্যদের মায়ার খেলা। পৃথিবীতে এমন কেহ বীর জন্মে নাই যে প্রভু রামকে মারিতে পারে। আর্য্যা কিছুই শুনিলেন না। বরং ক্রোধান্বিত হইয়া আমাকে যথেষ্ট কটু কথা কহিলেন। তখন আমি গণ্ডী দিয়া চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় দেবীকে বলিয়া দিয়াছি যেন গণ্ডীর বাহিরে না যান। দাদা, কোন ভয় নাই। আপনি শীঘ্র চলুন, দেবী বড় উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন।"

রাম লক্ষ্মণ কুটীরাভিমুখে ফিরিলেন।

বীর রাবণ ফাঁক পাইয়া ফাকি কাটিলেন। তাপসের বেশ ধরিয়া সীতাদেবীর কুটীরের দ্বারে আসিয়া ঠিক দুপুর বেলা ভিক্ষা চাহিলেন। তাপস ঠিক দুপুর বেলা ভিক্ষা না পাইয়া ফিরিয়া যাইলে কুটীরের অমঙ্গল। সীতাদেবী গণ্ডীর ভিতর হইতে বলিলেন "এই ভিক্ষা লউন।"

তাপসবেশী রাবণ ক্রোধাক্ত লোচনে বলিলেন "এত অহঙ্কার রাজবধূ হইয়া নিজ পাপে ভিখারিণী হইয়াছ তবুও অহঙ্কার যায় নাই! তাপস ঠিক দুপুর বেলা ভিক্ষা মাগিতেছে তাহাও ভিতর হইতে দিতেছ? বাহিরে আসিয়া দিলে কি পা খসিয়া যাইবে? না রামচন্দ্র কলঙ্কিনী কহিবেন? তাপসের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় ইহা কি শাস্ত্রে পাঠ কর নাই? দিবে কিনা বল আমি ঠিক দুপুর বেলা অনাহারে ফিরিয়া যাই।"

তাপসের এই সব কঠোর বাক্য শুনিয়া মোহাক্রান্ত সীতাদেবী মোহান্ধ হইয়া পড়িয়া গণ্ডীর বাহির হইয়া তাপসকে ভিক্ষা দিতে যাইলেন। ছদ্মবেশী রাবণ সুবিধা পাইয়া সীতাদেবীকে জোর করিয়া তুলিয়া লইয়া নিজ পুষ্পক রথে উঠাইয়া রথ শূন্যে চালাইয়া দিলেন। সীতাদেবী উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে যাহা কিছু হাতে পাইলেন রথ হইতে ফেলিয়া দিতে থাকিলেন। কিছুক্ষণ পরে সমুদ্রের খাঁড়ি পার হইয়া লঙ্কাদ্বীপের মধ্যে অশোক বনে গিয়া পুষ্পক রথ শূন্য হইতে ক্রমে ক্রমে নাবাইয়া রাজা রাবণ জোর

করিয়া সীতাদেবীকে নাবাইলেন। এবং সীতাদেবীর রক্ষার ভার চেড়ীগণের উপর দিয়া নিজ প্রাসাদে চলিয়া গেলেন।

রাম ও লক্ষ্মণ কুটীরে প্রবেশ করিয়া শূন্য কুটীর দেখিয়া ধুতরাফুল দেখিতে লাগিলেন। ধুতরাফুল শিবের অত্যন্ত আদরের সামগ্রী হয় তজ্জন্য পুরুষকার বিনা মঙ্গল অসম্ভব ইহা স্থির 'করিয়া চারিধার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুটীরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে সীতাকে দেখিতে পাই-লেন না। তখন লক্ষ্মণকে বলিলেন "ভাই লক্ষ্মণ,এখন কি করা কর্ত্তব্য ?"

লক্ষণ—ধৈর্য্য ও উপায় উদ্ভাবন বিধেয়।

রাম—তবে চল। চারিধারে খুঁজা যাউক।

রাম ও লক্ষ্মণ চারিধারে সীতাদেবীকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। যে অসভ্যকে সামনে পান তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন "তোমরা কেহ সীতাদেবীকে দেখিয়াছ ?" কেহই কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে বনের ভিতর কাতরস্বর শুনিতে পাইয়া দুই ভায়ে তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কি হইয়াছে। দেহের নানাস্থানে বিশেষ আঘাত দেখিতে পাইতেছি। কি উপায় করিব বল ?

অসভ্য—"আমার অবস্থা শোচনীয়। আর অধিকদিন বাঁচিব কিনা সন্দেহ। তবে আমার কাজ আমি করিয়া যাই। দুষ্ট বীর রাবণ একটী স্ত্রীলোককে পুষ্পকরথে জোর করিয়া

লইয়া যাইতেছে। আমি স্ত্রীলোকের রোদন শুনিয়া রথের পিছু লইলাম যখন কাছে গিয়া পৌছিলাম তখন এক অপূর্ব্ব লাবণময়ী স্ত্রীলোককে দেখিয়া ও তাঁহার কাতরস্বর শুনিয়া আমি স্ত্রীলোকটীকে রক্ষা করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুতেই দুষ্টবীর রাবণের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিলাম না। কারণ আমি পরাস্ত হইয়া অবশেষে এই দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছি। আমার আর দেরী নাই।" এই বলিয়া অসভ্যটী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

রাম ও লক্ষ্মণ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন "যেমনি উনি আমাদের সম্মান দিয়া উপকার করিয়া গেলেন। এস ভাই আমরা উহার উপকার করি। কেননা এই জঙ্গলের ভিতর উহার কেহই নাই। তুমি কতকগুলি ডাল পালা লইয়া আসিয়া ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন কর পরে আমরা দুজনে উহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিয়া স্বর্গে পাঠান হউক। তাহা হইলেই আমরা ঋণ হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। কেমন ভাই এটা ঠিক কি না?

লক্ষ্মণ—আপনি যাহা বলিলেন তাহাই হউক। আপনি দেহটীকে রক্ষা করুন। আমি কাষ্ঠ আহরণ করিয়া আনি, যদি কাছে জল পাই তাহা হইলে আরো ভাল হয়। আমি চলিলাম।

রাম ধনুর্ব্বাণ লইয়া দেহরক্ষা করিতে থাকিলেন। পাছে না বাঘ ভালুক ও সাপে খাইয়া ফেলে।

লক্ষ্মণ অসিয়া বলিলেন—দাদা কাছেই একটী বৃহৎ সরোবর তাই আমি আর এধাবে কাষ্ঠ না আনিয়া তথায় রাখিয়া আসিয়াছি। যদি অনুমতিদেন তাহা হইলে দুইজনা এই বিশুদ্ধ দেহ লইয়া সরোবরের ধাবে যাই। ইহা বলিয়া দুই জনে বিশুদ্ধ দেহটীকে কাঁদে করিয়া সরোবরের ধাবে লইয়া গিয়া শেষ সমাধি করিয়া দিলেন।

রাম ও লক্ষ্মণ সীতাদেবীর উদ্ধারের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। হঠাৎ একদিন এক অসভ্য পাহাড়ীকে উঁকি মারিতে দেখিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন "লক্ষ্মণ দেখতো কে উঁকি মারে।"

লক্ষ্মণ ও হনুমান আসিয়া অনেক কথাবার্ত্তা কহিতে থাকিলেন। দুইটী ভায়ের আকৃতি দেখিয়া হনুমান অনুমান করিলেন যে ইহাদের দ্বারা তাহার কার্য্য সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। ইহাদের কাছে মন খুলিয়া কথা কহা আবশ্যক। তবে আরো ঘণিষ্টতা পাতান যাউক। তাহা হইলে উহাদের সমস্ত জানিতে পারা যাইবে। হনুমান আরো মনে মনে কবিতে লগিলেন যে ভালো করিয়া না জানিয়া অন্তরের কথা বলা রাজনীতি অনুসারে যুক্তি সিদ্ধ নয়।

হনুমান দুই চারি দিন আসা যাওয়ার পর জানিলেন যে রাম লক্ষ্মণের দ্বারা তাহার কার্য্য সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। কারণ দুইজনের এক দশা। দুই ভাই রাজার ছেলে হইয়া ভিখারী আর রামের স্ত্রীকে রাবণ হরণ করিয়া লইয়া

গিয়াছেন। আমার মনিব রাজপুত্র হইয়া বড় ভাইয়ের ভয়ে বনবাসী আর মনিবের স্ত্রীকে বড় ভাই ভোগ করিতেছে। কল্য মানবকে লইয়া আসিয়া ভেট করাইয়া দিব।

রাম লক্ষ্মণও ভাবিলেন যে হনুমানের দ্বারা তাঁহাদের যথেষ্ট কার্য্য সিদ্ধি হইবে। কারণ হনুমান 'আমার ভক্ত তবে উহার মনিবকে অগ্রে দেখা যাউক। তা হইলে সেই প্রকার ব্যবস্থা করা যাইবেক।

পরদিন সুগ্রীব ও হনুমান আসিলেপর পরস্পরে যথা-বিহিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং পরস্পরের ঘনিষ্টতা আরো বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হনুমান সুগ্রীবের সমস্ত বিবরণ বলিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ ইহা শুনিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন যে আমাদের ক্ষমতানুসারে যাহা সম্ভবপর তাহা করিব, তবে আপনি আপনার বড়ভাইয়ের কল, বল, ছল ও বুদ্ধির বিবরণটী বলুন।

সুগ্রীব বলিলেন—আমার বড় ভায়ের তুল্য বলবান পুরুষ আর দ্বিতীয় নাই। তিনি রাজা রাবণকে ঝুলাইয়া ঝুলাইয়া সাত সমুদ্রের জল খাওয়াইয়া দুই জনে বড় বন্ধু হন। বড় বড় যুদ্ধ করিতে হইলে দুইজনে একত্রিত হইয়া কার্য্য করেন। রাবন দক্ষিণের অধীশ্বর আর আমার দাদা পশ্চিমের অধীশ্বর। দুই জনাই সময়ে সময়ে উত্তর পূর্ব্ব দিকে গিয়া যথেষ্ট অত্যাচার করিয়া থাকেন। দুইজনাই সুন্দরী স্ত্রীলোকের গুদাম করিয়া রাখিয়াছেন। সম্প্রতি আর একটী সুন্দরী

যোগ হইয়াছে। তাহার দুই একটী অলঙ্কার আমার লোক আমাকে দিয়াছে। এই প্রকার কত লোকের যে গৃহলক্ষ্মীকে অলক্ষ্মী করিয়াছেন ইহা বলা সম্ভবপর নয়। আমার দাদা বানে এক সঙ্গে সাতটি তালগাছ বিদ্ধ করিতে পারেন ইহার কারণ সকলে আমার—দাদাকে চাহেন। রাবণও ইন্দ্রজিত ও বিভীষণের কৃপায় এত ভয়ানক বল বৃদ্ধি পাইয়াছেন যে সকলে রাক্ষসেশ্বরকে রাবণ কহে। দাদা যদি আমার দুর্দ্দশা না করিতেন তাহা হইলে দুইজনে মিলিয়া কার্য্য করিলে রাজা রাবণও আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। দাদা আমার স্ত্রীকে কাড়িয়া লইয়াছেন আর আমাকে জবর দস্তি করিয়া গুহার ভিতর রাখিয়া গুহার মুখে জগদ্দল পাথর দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমি আহার বিহনে মরি কি করি কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া প্রাণের দায়ে দয়াময়ের কৃপাতে এমন জোর ধাক্কা দিলাম যে জগদ্দল পাথর সরিয়া পড়িল। আলোক দেখিয়া ধড়ে প্রাণ আসিল। আহার অন্বেষণে বাহির হইলাম বটে কিন্তু ভয় যাইল না। কেননা যদি দাদা খবর পায় তাহা হইলে আবার বিপদের সম্ভাবনা। তবে দয়াময়ের কৃপাতে দাদা নিশ্চিন্ত আছেন যে অনাহারে সুগ্রাব মরিয়াছে। বনে ঘুরিতে ঘুরিতে এই বড় হনুর সহিত দেখা হইল। ইনি আমাকে যথেষ্ট আদর সম্ভাষণ করিয়া পরে আহার দিলেন। ইনি আমার গ্রীবা দেখিয়া আদর সম্ভাষণ করিয়া পরে

আহার দিলেন। উনি আমার গ্রীবা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলেন। আমিও উহার হনু দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমি বলিলাম এস ভাই তুইজনে মিতে পাতান যাউক। আমি তোমাকে হনুমান ও তুমি আমাকে সুগ্রীব বলিয়া ডাকিও। হনুমান আমার সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বলিলেন যে আপনি আমার মনিব হইলেন। যদি দয়াময় দিন দেন তবে সার্থক বিবেচনা করিব নচেৎ হাওয়ার কথা হাওয়াতে মিশিয়া যাইবে। আমিও বলিলাম "যদি এই উপকারের প্রত্যুপকার করিতে পারি তবে আমার প্রাণ সার্থক ইহা জানিব। তদবধি আমরা তুইজনে এই বনে বাস করিতেছি। দয়াময়ের কৃপায় যদি আপনি আশা দেন, তা হলে একবার দাদার সঙ্গে যুঝি। কৃতকার্য হওয়া না হওয়া দয়াময়ের কৃপা। দয়াময়ের কৃপা ব্যতীত জগতে কিছুই হয় না। পুরুষকার তিনিই করিয়া দেন। সুবিধা সুযোগ ও সুকৌশল তিনিই আনিয়াছেন। আপনি যদি সাহায্য করেন তাহা হইলে পুনরায় রাজ্য পাইবার সম্ভাবনা। আপনাদের তুই জনের আকৃতি দেখিয়া বোধ হয় যে আপনারা পারিবেন। কথার বন্ধু যথেষ্ট মিলে। কিন্তু কাজের বন্ধু অতি বিরল। হনুমান আমার প্রাণের বন্ধু। উনি যে উপকার আমার করিতেছেন আমার প্রাণ দিলেও সে উপকার শোধ দিতে পারি কিনা ইহা সন্দেহ। আপনি আমার দাদা ও রাজা রাবণের সমস্ত শুনিলেন। আপনারা

কি একজন পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছেন। হনুমান তুমি কি বল?

হনূমান—বেশ কথা, ইহাদের দুই জনের মধ্যে একজন পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হবেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রাম—লক্ষ্মণ আমার ছোট ভাই, উহার মত বীর পৃথিবীতে নাই। যেমনি শান্ত তেমনি বীর। রূপে গুণে কুলেশীলে বীর্য্যে বলে ও একনিষ্ঠাতে অতুলনীয়। আমি বর্ত্তমান থাকিতে লক্ষ্মণের পরীক্ষা আমি ভাল বিবেচনা করি না। তবে আমি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছি। আপনার কথা শুনিয়া আমি যৎপরোনাস্তি সুখ অনুভব করিতেছি। ন্যায়, দর্শন ও সামাজিকতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। একনিষ্ঠাও যথেষ্ট। আপনার হনূ কোন অংশে ন্যূন নয়। তবে কি প্রকার পরীক্ষা দিতে হবে বলুন। আমি প্রস্তুত আছি।

হনূমান—তবে উঠুন, এক সঙ্গে বাণে সাতটী তালগাছ বিদ্ধ করিতে হইবে।

রাম—বেশ।

ইহা বলিয়া চারিজনে যথায় সাতটী তাল গাছ আছে তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। রাম দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "এই সাতটী তালগাছ এক সঙ্গে বাণে বিদ্ধ করিতে হইবে? তবে আমি বিদ্ধ করি।"

সুগ্রীব—হ্যাঁ, আপনি করিতে পারেন।

রাম অবলীলাক্রমে হস্তে ধনুক লইয়া সাতটী তালগাছকে এক সঙ্গে বিদ্ধ করিলেন বটে কিন্তু বাণ শেষ তালগাছটী ছাড়িয়া আরো একশত হাত পরে গিয়া মাটীতে পড়িল। ইহা দেখিয়া সুগ্রীব ও হনুমান রামের চরণে মাথা লুণ্ঠিত করিয়া বলিলেন "যদিও আমি মিতা হই বটে তথাপি আপনি আমার মনিব। আমার এই অনুরোধ আপনি গ্রহণ করুন। আমি আপনার বল ও বীর্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি।

রাম—আবার মোহ কেন? মোহতে কোন কার্য্য হয় না। পুরুষকার করুন। আপনার দুঃখ মোচন হইবে। আমাদের বল নাই আমরা সকলে দুঃখী। বলের প্রয়োজন। একলার বলে কোন কার্য্য সিদ্ধি হয় না। স্থির হইয়া স্থির-প্রজ্ঞ হইতে হইবে। একনিষ্ঠাতে স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে হইবে, তবে সুবিধা যোগে সুকৌশলের দ্বারা কার্য্য নিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। উতলা হইলে কার্য্য ভ্রষ্ট হয়। আপনার দাদা দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করেন কি?

সুগ্রীব—কেহ দ্বারে যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত কাজ ফেলিয়া রাখিয়া অগ্রে তাহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবেন। আজপর্য্যন্ত কেহই তাহাকে হারাইতে পারেন নাই।

রাম—তবে আর কি শীঘ্রই তুমি রাজা হইবে।

সুগ্রীব—কে দাদাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিবে। একা আপনি যদি পারেন অন্য কেহই পারেন না।

রাম—সে কি কথা। লক্ষ্মণ ইচ্ছা করিলে দুদশটা বলিকে যমালয়ে পাঠাইয়া দিতে পারে। আমা অপেক্ষা লক্ষ্মণ কম নয়। তবে অন্য অনেক গুণে লক্ষ্মণ আমা অপেক্ষা বড়।

সুগ্রীব—তবে দুজনার একজন যিনি হউন দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে পারেন।

রাম—আমরা অপরিচিত ভিখারী। রাজার সহিত রাজাই দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া থাকে। আপনি বীর হইয়া ভয় পাচ্ছেন নাকি?

হনুমান—ভয় পাইবার কথা। পূর্ব্বের কথা মনে পড়িলেই হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিবে।

রাম—ভয় নাই। আমি পিছুনে থাকিব। যদি কোন-রূপ অবস্থা খারাপ দেখি তখন আমি উপায় উদ্ভাবন করিয়া বালিকে বধ করিয়া ফেলিব আপনার কোন ভয় নাই।

সুগ্রীব—দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অন্য কেহ সাহায্য করিতে পারে না। যদি করে অন্য সকলে একত্রিত হইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। ইহা এখানকার দেশাচার। তজ্জন্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে অন্য কেহ কাহাকেই সাহায্য করেন না।

রাম—তবে তো বেশ সুবিধা যোগ। কাহারও উপর কাহারও সন্দেহ নাই। আমি অলক্ষিত রূপে এক বাণে তাকে যমালয়ে পাঠাইয়া দিব।

সুগ্রীব—আপনার মুখে একথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত

হইলাম। বীরেরা কখনও গুপ্তভাবে কাহাকেও মারেন না। ইহা অপেক্ষা আর মহাপাপ আর বীরের পক্ষে দ্বিতীয় নাই। কল বল ও ছলে অন্যের সহিত যুদ্ধ করি। এমনকি নানা প্রকার মুখোস পরিধান করিয়া অন্যকে ভয় দেখাই, গুপ্তচরের দ্বারা অন্য পক্ষের বল কোন্ ভাবে কোথায় আছে ইহার চেষ্টা করা হয় কিন্তু দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অন্য লোক মারিলে মহাপাপ হয় এবং ইহা অবৈধ।

হনূমান—যখন প্রভু রামচন্দ্র প্রতিশ্রুত হইতেছেন তখন আপনি নিজেই যান। ভয় কিছুই নাই। রামচন্দ্র কোন অবৈধ কার্য্য করেন না। উনি শাস্ত্রজ্ঞ আবার মহাবীর।

সুগ্রীব—রামচন্দ্র যে এইরূপ গর্হিত কার্য্য করিবেন ইহা আমি বিশ্বাস করিনা। বোধ হয় উনি আমার মনের ভাব কি ইহা জানিবার জন্য এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন।

রাম— যখন মরণাবস্থা উপস্থিত হয় তখন একটী খড়কে আশ্রয় করে কি না। আপনি এইরূপ অহঙ্কার ছাড়ুন, ভয় ছাড়ুন। আমি যাহা বলি তাহা করুন। নচেৎ আপনার স্ত্রী ও রাজ্য উদ্ধার হওয়া সম্ভবপর নয় তবে আমি বেশী খুলিয়া বলিতে ইচ্ছা করি না। রাজনীতি হিসাবে যখন যেমন তখন তেমন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, জনসাধারণেরা নজির ধরেন বটে কিন্তু কিসের জন্য কি কর্ত্তব্য ইহা জানেন না। তজ্জন্য কুটিলতা কৌটিল্যজনে শোভা পায়।

হনুমান—রামচন্দ্র যাহা বলেন তাহা শুনুন। তাহা হইলেই আপনি উদ্ধার হইয়া যাইবেন। নচেৎ অসম্ভব।

সুগ্রীব—বেশ। আমি দাদার সঙ্গে যুদ্ধ করিলাম। দাদা আমাকে পাছড়াইয়া ফেলিলেন। রামচান্দ্র কি করিয়া জানিবেন, বালি আর সুগ্রীব।

রাম—কেন ? তুই জনার কি রূপ গঠন ও আকৃতিএকরকম।

সুগ্রীব—সুবাহু এক। মাতাঠাকুরাণী তুজনার বালা আলাহিদা করিয়া দিয়া ছিলেন।

রাম—হনুমন! আপনি প্রায় সব বলিয়াছেন কিন্তু এটা বলেন নাই। ভাগ্যিস্ সুগ্রীব বলিলেন তাহা না হইলে মহা বিপদ হইত।

হনূমান—আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সভ্যনরে আব বন নরে তবে তফাৎ হবে কেন ? গুরু শিষ্যে বিদ্বান্ মূর্খে ভগবান ভক্তে তফাৎ হবে কেন ?

রাম সুগ্রীবকে বলিলেন—আপনি একটী চিহ্ন ধারণ করুন। তাহা হইলে সব বালাই যাইল। আপনি সম্মত আছেন কি ?

সুগ্রীব—আপনি যাহা হুকুম করিবেন আমি তাহাই তামিল করিব।

রাম—আপনি ভাঙ্গা অলঙ্কারগুলি লইয়া আসুন।

সুগ্রীব হনূমানকে বলিলেন—আপনি গিয়া সেইগুলি শীঘ্র লইয়া আসুন।

হনুমান—একলাফে যাইয়া জিনিষগুলি লইয়া শীঘ্রই রামের নিকট উপস্থিত হইল। রাম জিনিষগুলি পাইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন "এই জিনিসগুলি কি সীতা দেবীর?

লক্ষ্মণ বলিলেন "আমি বলিতে পারি না। আমি কখনও সীতার মুখ দেখি নাই। বরাবর পা দেখিয়াছি। তবে পায়ের নুপুর দেখিলে বলিতে পারি।

রাম সীতার পায়ের ভাঙ্গা নুপুর দেখাইলেন। তখন লক্ষ্মণ ক্রোধাক্ত লোচনে রামকে বলিলেন "আর দেরী করা কর্ত্তব্য নয়। সীতাদেবীর কত কষ্ট হইতেছে। কি করিতে হইবে বলুন।

রাম—এত উতলা হইলে চলিবে কেন? ধৈর্য্য অবলম্বন কর। স্থিরপ্রজ্ঞ হইয়া কার্য্য করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। আচ্ছা মিতা আপনি কল্য দাদার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন? আপনার কোন ভয় নাই। আমি পিছনে থাকিব যদি কোন রকম বেগতিক দেখি তখনই তোমার দাদাকে এক বাণে স্বর্গে পাঠাইয়া দিব। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

হনুমান—তবে আপনার ভয় কি? আমরা তিন জনে উপস্থিত থাকিব। যদি কিছু আপনার খারাপ হয় তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া দিব। সাক্ষাৎ ভগবান যখন সহায় তখন আর আপনার ভয় কি? তার উপর দুষ্ট বুদ্ধিরও অভাব ঘটিবেনা। আপনি কল্যই সকাল বেলা চলুন। আমরা আপনার সঙ্গে যাইব।

সুগ্রীব—আমি যাইতে সাহস পাইতাম না। কেন না দুই জনের ভিতর কে বড় ইহা সন্দেহ স্থল। তবে যখন উনি বলিয়াছেন দুষ্ট বুদ্ধির অভাব ঘটিবে না তখন আমি আর ভয় করি না। ভগবান ছল ধরিবেন ইহা আমার বুদ্ধির অগম্য। বনের নররা মায়াধর বটে ও অত্যাচার করে বটে কিন্তু কোথায় কি প্রকার ব্যবহার করিতে হয় ইহা নর দেবতারা জানেন। দাদা কখনও স্বপ্নে ইহা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। যে গোঁ ধরিবে তাহাতে ভাল বা মন্দ যাহোক তাহাই করিবেন। বনের নর ও নরদেবতাতে তফাৎ কি এখন জানিতে পারিলাম। যখন যেমন:তখন তেমন, এই বুদ্ধি কার্য্যক্ষেত্রে খাটানো বড় দুরূহ। আমি তো পারি না যদি আমি খাটাতে যাই অপকার্য্য করিয়া ফেলিব। যাহা হোক আর আমার কোন ভয় নাই। মিতা রক্ষা করিবেন, কল্য সকালে যাওয়া ঠিক রহিল।

হনুমান আনন্দে বলিয়া উঠিলেন "রাম লক্ষ্মণের জয়। কল্য যদি বালিকে যে প্রকারে হউক বধ করিতে পারি তাহা হইলে আপনার ভক্ত দিব্য করিতেছে যে রাম সীতা ও লক্ষ্মণের জয়ধ্বনি শীঘ্র করিব। কেহই আটক দিতে পারিবে না ইহা অকাট্য। তবে আমরা আসি।

রাম—কল্য সকালে আমরা চারিজনই যাইব ইহা ঠিক রহিল।

সুগ্রীব—হাঁ।

সুগ্রীব কোলাকুলি করিয়া বিদায় লইলেন। আর হনূমান রামের পদধূলি লইয়া রাম লক্ষ্মণের জয় বলিয়া বিদায় লইলেন।

রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন—বুদ্ধি কাহাকেও দিবে না। জ্ঞান দাও তাহাতে ক্ষতি নাই। কিছু আভাস পাইতেই বুদ্ধি প্রখর হইয়াছে দেখিতে পাইলে। উতলা হইলে চলিবে না। জুতা বহন করিয়াও কার্য্যসিদ্ধি করিতে হইবে। আমরা অপাততঃ বনবাসী, বলের আবশ্যক, বল না পাইলে সীতা উদ্ধার অসম্ভব, অহঙ্কারে কোন কার্য্য সিদ্ধি হয় না। কল বল ও ছল এই তিন লইয়া কার্য্য সিদ্ধি। বালি ও রাবণ যদি এক হয় তাহা হইলে সীতা উদ্ধার সম্ভবপর নয়। তুমিও কল্য প্রস্তুত থাকিবে কিসে কি হয় ইহা মানবাতীত। হনূ যথেষ্ট ভক্ত ও বীর। উহার দ্বারা অনেক কাজ পাওয়া যাইবে। যখন যেমন তখন তেমন হইয়া অবস্থা হিসাবে কার্য্য করিবে। প্রত্যুৎপন্নমতি হইবে। পরস্পরের ভিতর ভেদ করিয়া দেওয়া রাজনীতির প্রধান অঙ্গ। ক্রোধ সম্বরণ করিবে। ঋষিপ্রবর বিশ্বামিত্রের মন্ত্রানুসারে একনিষ্ঠা হইয়া ফলকে ধরিয়া উপায় উদ্ভাবন করিয়া কার্য্য করিবে। সুবিধা যোগকে পিছলাইতে দিবে না। সুকৌশলই কার্য্য সিদ্ধির উপায়। চরিত্রনীতি ও সমাজনীতিকে বরাবর ঠিক রাখিবে। শান্ত ধীর ও গুণগ্রাহী হইবে। আত্মাকে আত্মার দ্বারা জানিবে। জমা খরচ বোধ বরাবর ঠিক রাখিবে, ফাজিল

হইলেই ফাজলামী বাড়িবে। গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিবে কতকগুলির আস্বাদন লইবে, কতকগুলি চর্ব্বণ করিবে। আর কতকগুলি গিলিয়া হজম করিয়া ফেলিবে। মিষ্টভাষী হইবে, সর্ব্বদা মুখে হাসি রাখিবে। আলস্যকে স্থান দিবে না। সময়ই ধন। সময়কে অবহেলা করিলে কোন ধন আসে না, আজ এসো বিশ্রাম লওয়া যাউক।

পরদিন সকালবেলা সুগ্রীব ও হনুমান আসিলে পর রাম ও লক্ষ্মণ উহাদের সহিত বালির দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইয়া বালিকে খবর দিলেন যে সুগ্রীব তাহাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। যদি বীর পুরুষ হন তো শীঘ্র আসুন।

বালিরাজকে দ্বারী গিয়া খবর দিলে পর বালি হাসিয়া হুকুম করিলেন "উহাদিগকে দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতে বল আমি যাইলেপর উহাদিগকে আমার সামনে লইয়া আসিও।" দ্বারী নমস্কার কবিয়া বিদায় লইয়া উহাদিগকে বলিলেন "আপনারা এইখানে অপেক্ষা করুন। রাজা বাহাদুর-আসিলে খবর দিব।

তারা—নাথ দ্বারে কে আসিয়াছে?

বালি—প্রিয়ে সুগ্রীব দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে।

তারা—পিঁপড়ে পালক উঠে মরিবার জন্য সেই নাকি?

বালি—তা ছাড়া আর কি? আমি শীঘ্র যাই। কি বলে শুনি।

বালি আসিয়া নিজস্থানে বসিলেপর দ্বারী উহাদিগকে

ডাকিয়া রাজার সামনে উপস্থিত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সুগ্রীব—আমি আপনার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রস্তুত আছি। যদি আমি হারি, আর আমি আপনার রাজ্যে পদার্পণ করিব না। আর যদি আপনি হারেন তাহা হইলে আপনি রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইবেন। বলি হাঁ হাঁ করিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিলেন "আরে তুই কি সব ভুলে গেছিস যে তোর মাথা মুড়াই করে গহ্বরের ভিতর রেখে এসেছিলাম। তুই যমালয়ে যাবি বলে বুঝি আমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে এসেছিস। আর কি লোক পেলেনি। কে তোকে এ মরিবার উপদেশ দিল। এরা কে?

সুগ্রীব—এই দুজন নর দেবতা। এটা আমার পাত্র হনুমান।

বালি—এই কয়েকজন এখানে কিসের জন্য আসিয়াছে? ইহাদের কি অন্য কিছু দরকার আছে।

সুগ্রীব—না উহারা দ্বন্দ্ব যুদ্ধ দেখিতে আসিয়াছে।

বালি—তা'হলে তুই আগে খেয়েদেয়ে নে। ওরাও খেয়ে দেয়ে নিগ।

সুগ্রীব—নরদেবতা বা পাত্র বা আমি আপনার রাজ্যে জলস্পর্শ করিব না। যদি বীর পুরুষ হন, শীঘ্র আসুন।

বালি—তুই তবে যমালয়ে যাবি দেখছি। বেলা দুই প্রহরের সময় ঐ মাঠে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবে। সহরে ডঙ্কা দি। তোরা মাঠে গিয়ে থাক গে।

লক্ষ্মণ ও হনুমান একটু রাগিয়াছিল। কিন্তু রাম ইসারা করিতে ঠাণ্ডা হইয়া গেল। সুগ্রীব "যো হুকুম রাজা-বাহাদুরের" ইহা বলিয়া চারিজনে মাঠের দিকে চলিলেন।

বালি সকলকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে তোমরা সকলে দ্বিপ্রহরের সময় মাঠে যাইয়া সুগ্রীবের সহিত আমার দন্দ্বযুদ্ধ দেখিবে আর ডঙ্কা বাজাইয়া সহরে ঘোষণা দাও যে সকল প্রজারা দুপুরের সময় মাঠে গিয়ে সুগ্রীব ও বালির দন্দ্বযুদ্ধ দেখে। ইহা বলিয়া বালি অন্দরে চলিয়া গেলেন। রাজ রাজকর্ম্মচারীরা সহরের চারিধারে হাতীর উপর হইতে ডঙ্কা বাজাইয়া খোষণা করিতে থাকিলেন।

প্রজাবর্গ হুজুগ পাইয়া মা৹ পানে ধাইল। কিছুক্ষণের মধ্যে মাঠে লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। সকলেই সুগ্রীবকে দেখিয়া হাসিতে থাকিল কিন্তু অন্য তিনজনকে দেখিয়া মনে নানা প্রকার তোলাপাড়া করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে রাজা বালি জাঁকজমকের সহিত আসিয়া মাঠে উপস্থিত হইলেন। রাম বালিকে খোলা গায়ে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া সুগ্রীবকে বলিলেন "তোমার চিহ্ন কি?"

সুগ্রীব—এই বালা।

রাম—বেশ, যেন কোন রকমে না যায়। বালি বড় কেউ-কেটা নন্। আপনি যাইয়া দন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করুন। কোন ভয় নাই। তোমার রাজ্য হইয়াছে ইহা তুমি নিশ্চয় জানিবে।

রাজা বালি যথায় দ্বন্দ্ব যুদ্ধ সাজে সাজিয়া সিংহের মত দাঁড়াইয়াছিলেন সুগ্রীব তথায় সঙ্কুচিত ভাবে যুদ্ধে তাহাকে আহ্বান করিলেপর, বালি হুঙ্কার দিয়া সুগ্রীবকে ধরিয়া লুটাপটি করিতে করিতে মস্তকের উপর তুলিয়া ঘুরাইতে সুরু করিলেপর, রাম হতাশ হইয়া তৎক্ষণাৎ বাণ প্রয়োগ করিয়া বালিকে বিদ্ধ করিলেন। বালি ও সুগ্রীব দুইজনাই মাটিতে পড়িল। কিন্তু কি যে হইল ইহা দু একজন ব্যতীত অন্য কেহই জানিল না তবে মহাগোলমাল উঠিল যে দুই জনাই মাটিতে পড়িয়াছে। কি হইল তাই দেখতো। ইতিমধ্যে সুগ্রীবের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবার পর সুগ্রীব উঠিয়া হুঙ্কার দিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন "কৈ তোমার বীরত্ব কোথায় গেল ? উঠনা আর একবার দেখা যাউক।" এই বলিয়া ভয়ানক আস্ফালন করিতে লাগিলেন। যখন কাছে গিয়া দেখিলেন যে বাণে বিদ্ধ হইয়া বালি ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছে তখন মহাহুঙ্কার দিয়া মহানন্দে লাফাইতে লাগিল। চারিধারে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কেহ বলিতেছে সুগ্রীব মরিয়াছে আবার কেহ বলিতেছে আমাদের রাজা বালি মরিয়াছে। যখন সকলে জানিল যে রাজা বালি তখন তাহারা মহানন্দে সুগ্রীব রাজার জয় বলিয়া চারিধারে আনন্দের রোল চলিতে লাগিল। রাম লক্ষ্মণ ও হনুমান কাছে গিয়া পাত্র হনুমান সুগ্রীবকে কাঁধে বসাইয়া রাজ প্রাসাদে চলিলেন। হাজার হাজার লোক সঙ্গে

সঙ্গে সুগ্রীব রাজার জয় হাঁকিতে হাঁকিতে চলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলকার মতিও ফিরিল। যখন প্রাসাদে গিয়া পৌছিল তখন আনন্দের রোল আরও বাড়িল। খালি বুদ্ধিমতী তারা আসিয়া রামকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিতে থাকিলেন।

সুগ্রীব সিংহাসনে বসিলে পর পাত্রমিত্র ও অন্যান্য কর্ম্মচারী সমূহ পর পর যথাযোগ্য আসনে বসিলেন। রাজ প্রথানুসারে নানা প্রকার আমোদ চলিল।

এদিকে রাম তারাকে স্বান্তনা করিতে থাকিলেন। রাম ও তারার প্রশ্নোত্তর অতি উৎকৃষ্ট। রামায়ণের প্রধান সামগ্রী। সকলে রামায়ণ পাঠ করিয়া জানুন অবশেষে রাম তারাকে স্বান্তমা করিয়া সকলকার সম্মুখে তারাকে সুগ্রীবের বামে বসাইয়া বলিতে থাকিলেন।

"হে সভাসদগণ, আপনারা সকলে সুগ্রীবকে রাজা ও তারাকে প্রধান মহিষী বলিয়া গ্রহণ করুন। তারাব পুত্র অঙ্গদ যুবরাজ হইলেন। আর যিনি যে পদে আছেন আপাততঃ তিনি সেই পদে থাকুন। হে পূজনীয় ও পূজনীয়া রাজা ও প্রধান রাণী ও কর্ম্মচারীগণ আপনাদের এখন প্রধান কর্ত্তব্য রাজ প্রথানুসারে রাজা বালির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করা। অতএব অদ্য সভা ভঙ্গ করতঃ যথায় রাজা বালির মৃত দেহ আছে তথায় যাইয়া রাজপ্রথানুসারে সম্মান দিউন।"

সকলে জয় জয়কার করিতে করিতে রাজা বালির মৃত

দেহের কাছে যাইলেন। রাম ও লক্ষণ সকলকার নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিজ কুটীরাভিমুখে চলিলেন। রাজা সুগ্রীব পাত্র হনূমানকে বলিয়া গেলেন আমার সহিত শীঘ্র দেখা করিও।"

রাজা সুগ্রীব ও প্রধানা নারী ও অন্যান্য মহিষীগণ সকলেই সমস্তলোক সমূহকে সঙ্গে লইয়া যথা বিধানে রাজা রাণীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা করিয়া রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া তারার সহিত আমোদে দিনরাত কাটাইতে লাগিলেন, পাত্র হনূমান আসিলেপর দুই একটী কথা কহিয়া বিদায় দেন। মাঝে মাঝে তারাকে বলিলেন প্রিয়ে কি করি বলদেখি, আমি রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইলে আর আমাকে দেখিতে পাইবে না। রাবণের নামে আমার গায়ে জ্বর আসে। রাম ও লক্ষ্মণের নিকট আমি ও পাত্র হনূমান প্রতিশ্রুত হইয়াছি যে আমরা যে প্রকারে হউক সীতাকে উদ্ধার করিয়া দিব। আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করিব। কিন্তু রাবণের নাম মনে হইলে আমার হাত ও পা শিথিল হইয়া যায়। এই জন্য আমি রাম লক্ষ্মণের নিকট যাইতে পারিতেছি না। আমার আরো ভয় প্রিয়ে তোমার জন্য; কত কষ্টে তোমাকে পাইয়া কি এই রত্নকে হারাইব।

এমন সময়ে একজন সখী আসিয়া বলিল। দ্বারে লক্ষ্মণ ঠাকুর আসিয়াছেন। পাত্র হনূমান খবর দিলেন। কি বলিব।

সুগ্রীব—যাহা তোমাকে বলিতে ছিলাম তাহাই আসিয়া

উপস্থিত হইয়াছে। ভালে কি আছে বলিতে পারি না। কি বলি বল দেখি।

তারা—নাথ আপনি ভারি ভয়ে ভয়াতুরা হইয়া পুরুষকার বিহীন হইয়া স্ত্রৈণ হইয়া আমার জন্যে প্রাণের মায়াতে মুগ্ধ হইতেছেন। কিন্তু আপানার দ্বারে যে যম আসিয়াছেন তার উপায় কি করিতেছেন। রামচন্দ্র কি সুন্দর উপায়ে বালি বধ করিয়াছেন আপনি সেটাতো ভাবেন না! সুবিধা-যোগ ও সুকৌশলে মহা বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়া যায় আপনি স্থির হউন। আমি যাইয়া লক্ষ্মণ ঠাকুরকে সম্ভাষণ করি। বানর বুদ্ধি সভ্যনরের কাছে খাটে না। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

উভয়ে লক্ষ্মণ ঠাকুরের কাছে গিয়া ষাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারা জল পাত্র লইয়া লক্ষ্মণ ঠাকুরের পা ধৌত করিয়া নিজের মাথার চুল দিয়া পা পুঁছাইয়া দিয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন। হে পূজনীয় লক্ষ্মণ ঠাকুর মহাশয় আপনাকে অধিক বলা বাতুলতা। বনের নর আর সভ্যনরে তফাৎ কি আপনি জানেন। সম্প্রতি রাজ্য পাইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। সমস্ত-গুলিকে ঠিক করিয়া লইতে কিছু বিলম্ব হয় বোধ হয় আপনাকে বলিতে হইবে না। কল্য উভয়ে আপনাদের দ্বারে উপস্থিত হইবেন। আপনাদের গোলামকে আপনারা যা কিছু হুকুম করিবেন তাহাই উভয়ে কর্ত্তব্যকর্ম্ম ও দায়িত্ব বিধায়

তামিল করিবেন। আপনি গরীবের স্থানে কি ভোজন করিবেন ?

লক্ষ্মণ—আপনার কথা শুনিয়া আমি লজ্জিত হইলাম। যে সংসারে বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক থাকে সে সংসার ভূস্বর্গ হয়। হে পূজনীয়া তারাদেবি ! আপনি যাহা কিছু বলিলেন আমি সমস্ত গিয়া দাদাকে বলিব। আমি ভোজন করিতে পারি না কারণ আমি একনিষ্ঠা মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি। যদি দয়া ময়ের কৃপায় ব্রত উদযাপন করিতে পারি তবে গোত্রে আহার করিব নচেৎ এক ফোটা দেহে রক্ত থাকিতে পারিব না। আপনি বুদ্ধিমতী আপনাকে অধিক কিছুই বলিতে হইবে না। আপনার অনুরোধ আমার মাথায় রাখিলাম। ক্রটি নিজগুণে মার্জ্জণা করিবেন। তবে কল্য যাওয়া ঠিক রহিল। আপনারা দুই জনাই প্রতিশ্রুত হইলেন যে কল্য পূজনীয় রামের নিকট যাইয়া দেহ সমর্পণ করিবেন। আর যথাসাধ্য উভয়ের হুকুম তামিল করিবেন।

হনুমান—হে পূজনীয় লক্ষ্মণ ঠাকুর ! আপনি যাহা কিছু বলিলেন আমি তাহাই করিব। আমি প্রভু রামচন্দ্রের ভক্ত ও চিরদাস। তারজন্য আমি প্রাণ উৎসর্গ করিব, ইহা পূর্ব্বেও বলিয়াছিলাম এবং এখনও বলিতেছি।

সুগ্রীব—আপনি অনুমতি করুন তো অদ্যই যাইতে পারি। আমি রামচন্দ্রের নিকট ঋণে আবদ্ধ আছি। যতদিন দেহে জীবন থাকিবে ততদিন পালন করিব। হে পূজনীয় লক্ষ্মণ,

ঠাকুর, আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া অদ্য এখানে ভোজন করিবেন।

তারা—বনের নর ও সভ্য নরের তফাৎ কি এখন জানিতে পারিলে। কল্য যাইবেন ইহা বলুন না, নিজে মরেন আবার অন্যকে মারেন কেন? পূজনীয় লক্ষ্মণ ঠাকুর একনিষ্ঠা ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। উনি ভোজন করিতে পারেন না। কল্য গিয়া পূর্ব্বের ও অদ্যকার প্রতিশ্রুত কথা শেষ কর। কেমন ইহা ঠিক রহিল।

সুগ্রীব—হাঁ।

লক্ষ্মণ—তবে আসি। দাদা বড় উতলা হইয়াছেন।

তারা—উতলা হইবার কথাই তো। যে বেদনা ভোগ করে সেই বেদনার কষ্ট কি অনুভব করিতে পারেন। কল্য আমি সঙ্গে যাব কি?

লক্ষ্মণ—দাদা, রাজা সুগ্রীব ও পাত্র হনুমানকে যাইতে বলিয়াছেন। আমি তাঁহার বিনা অনুমতিতে বলিতে পারি না। তবে আপনি নিজে যাইতে পারেন, সেটা আপনার ইচ্ছা। তবে আসি।

সকলে লক্ষ্মণকে বিদায় দিয়া আনন্দ অনুভব করিতে থাকিলেন। পাত্র আনন্দে লাফাইতে লাগিল। তারা ও সুগ্রীব অন্দরে চলিয়া গেলেন।

লক্ষ্মণ কুটীরে যাইয়া রামকে সমস্ত বলিলেন। রাম শুনিয়া বড় আনন্দ অনুভব করিলেন। যতদিন তারা আছেন

ততদিন আমাদের কোন আশঙ্কা নাই। পূর্ব্বে আমি তারার সহিত কথা কহিয়া জানিয়াছি যে তিনি যেমনি রূপবতী, গুণবতী, বীর্য্যবতী, বুদ্ধিমতী ও অমৃত ভাষিণী তেমনি বিনয়াবনতা। তিনি স্ত্রীকুলে অদ্বিতীয়া। মোটা মাথাতে কখনও যুক্তির কথা দিবে না বা গুহ্য কথা বলিবে না। যে নিজে অসত্য সে উপদেশকে অসত্য বলাইবে। মোটা মাথাতে সাধারণ উপদেশ দিবে এবং ভয় দেখাইয়া কার্য্য করাইয়া লইবে। ভয় ভাঙ্গিলে আর কার্য্য না পাইয়া বরং অপকার যথেষ্ট পাইবে। ভাই লক্ষ্মণ, বিবেচনা করিয়া স্থিরপ্রজ্ঞ হইয়া লোকের সহিত কথা কহিবে। শব্দকে দর্শন দিয়া শব্দ বিবেচনা করিবে না। শব্দই প্রকৃত শব্দ। শব্দ স্মৃতিপথে থাকিলেই শ্রুতি আর আকৃতি আর শব্দ শব্দে মিশাইয়া যাইলে বধির আর বিকৃতি। সেজন্য কথা বিবেচনা করিয়া কহিবে। তারাকে আমি অন্তরে পূজা করি, বাস্তবিক তিনি পূজার পাত্রী হন।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজা সুগ্রীব ও পাত্র হনুমান যাইয়া উপস্থিত হইলে পর যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর করিয়া পরস্পরে আদর সম্ভাষণের পর রাম বলিলেন "মিতা এখন আপনি যথেষ্ট বল পাইয়াছেন। এইবার আমার কিছু উপকার করুন। স্ত্রী বিহীন হইলে কি কষ্ট আপনি তো জানেন। ইহার উপর আবার কলঙ্কের ডালি। আমার বোধ হয় পাত্র এই কার্য্যে বড় নিপুণ। আর আরকে চারিধারে পাঠান

হোক কি জানি রাবণ হেথা সেথা করিয়া সীতাকে লইয়া বেড়াইতেছেন যাহাতে কেহ না কোন্ সংবাদ পান। এখন কি করা কর্ত্তব্য আপনারা দুইজনে বলুন। দেরী করা উচিত নয়। মিত্র ও ভক্ত থাকিতে যদি সীতা উদ্ধার না হয় তাহা হইলে জগতে আপনাদেরই অপমান হইবে। আমি ভিখারী বনবাসী বই আপাততঃ অন্য কিছুই নই।”

সুগ্রীব—আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাই করিব।

পাত্র—আমি আপনার চিরদাস ও ভক্ত। আপনার জন্য যদি প্রাণ যায় তাহা হইলে আমি উদ্ধার হইয়া যাইব। এক্ষণে কি হুকুম বলুন।

রাম—চারিধারে চর পাঠান যাক কোথায় সীতা আছেন ইহা আগে ঠিক হোক। পরে অবস্থানুসারে সব কার্য্য করা যাইবে।

সুগ্রীব—আমি চলিলাম। অদ্য হইতে সব হইবে। অন্যথা হইবে না।

পাত্র—আমি অদ্যই লঙ্কাভিমুখে যাইব। যা হয় পরে এসে জানাইব। অন্য সকলে চারিধারে যায় ইহার ব্যবস্থা করিয়া যাইব। তবে আসি।

রাম—আপনি চর হইয়া যাইবেন। ভাল করিয়া খুঁটিনাটি হিসাবে লঙ্কার চারিধার দেখিবেন। নীচাদপি নীচ কার্য্য করিতে হয় তাহাও করিবেন। মর্কট হইয়া কার্য্য সিদ্ধি করিবেন। ভক্ত হইয়া ভক্তের কার্য্য করুন।

পাত্র—আর দেরী করিব না। আপনার পদধুলি মাথায় রাখিয়া চলিলাম।

'জয় প্রভু রামচন্দ্রের জয়' ইহা বলিয়া দুইজনাই স্বকার্য্য সাধনে দ্বিগুণ উদ্যমের সহিত চলিলেন।

রাজ প্রাসাদে পৌছিয়া—যথাযোগ্য হুকুম তামিল করিয়া চারিধারে লোক পাঠাইলেন। হনুমান নিজেই লঙ্কায় যাইলেন।

মুনি বাল্মীকি এই স্থানে তখনকার ভূগোল বৃত্তান্ত দিয়াছেন, যদি কোন ভুগোল তত্ত্ববিৎ সাধারণের বোধ গম্যের দরুন পরিশ্রম করিয়া দেশগুলি বর্ত্তমান দেশগুলির সহিত মিল করাইয়া দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে দেশের যথেষ্ট মঙ্গল হয়।

কিছুদিন পরে রাজা সুগ্রীব ও পাত্র হনুমান রামের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাম যথাবিহিত সম্মান পুবঃসর করিয়া সুগ্রীবরাজকে বলিলেন কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইল। পাত্র সমস্ত সমাচার কুশল।

সুগ্রীব—আপনি সমস্ত পাত্র হনূমানের নিকট হইতে শুনুন। উনি অসাধ্য সাধান করিয়া আসিয়াছেন তবে কতদূর ইহার ফল দাঁড়াইবে বলিতে পারি না।

পাত্র—জয় প্রভু রাম চন্দ্রের জয়। আপনার কৃপায় সমস্ত মঙ্গল। মর্কট সাজিয়া কাজ উদ্ধার করিয়া আসিয়াছি। ভাগ্যিস প্রভু আপনি আদেশ করিয়াছিলেন যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র

ও নীচাদপি নীচ হইয়া কাজ উদ্ধার করিবে। যদি বনের নরের মত অহঙ্কার জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত বা তথায় দেহ রাখিয়া আসিতে হইত। লঙ্কার সাজশয্যা দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। লোকজনের শ্রী কান্তি পোষাক আসবাব হাবভাব ও কায়দা দেখিলে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। কি সুন্দব সুশাসন, পাহারার উপর পাহারা। কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিবার জো নাই। যে যার নিজের কাজ নিজে করে। মর্কট সাজিয়া 'হ্যাঁগো ওগো' করিলে কাহারও কোন খবরে আসে না। সকলেই আনন্দে ও প্রমোদে ব্যস্ত। সন্ধ্যার সময় লঙ্কা আলোয় আলোকিত। নাচ গাহনা ও নুপুরের ধ্বনিতে ধ্বনিত ও ঝঙ্কারিত। তবে সমস্ত বাটী কাষ্ঠের। এই সব দেখিয়া আমার প্রফুল্ল মনে এক নুতন ফিকিরের ভাব উদয় হওয়াতে বরাবর অশোকবনে গিয়া লম্ফ ঝম্ফ করিতে থাকিলাম। ইহা দেখিয়া চেড়ীরাও আনন্দ অনুভব করিতে থাকিল। মা সীতাদেবী একমনে স্থির হইয়া হীন দশায় মুখ হেঁট করিয়া বসিয়া আছেন। আমি পিছনে গিয়া সংস্কৃত ভাষায় বলিলাম 'আমি প্রভু রামচন্দ্রের চর'। কোন ভয় নাই। এই আংটী দিলাম।

সীতাদেবী আংটী দেখিয়া মুখ ফেরাইয়া মর্কটকে তাড়াইবার মত করিয়া নিজের আংটী ফেলিয়া দিলেন। আমি কুড়াইয়া লইয়া সংস্কৃত ভাষায় বলিলাম 'কোন ভয় নাই,

প্রভু আসিয়া শীঘ্র উদ্ধার করিবেন। ইহা বলিয়া আমি অন্য ধারে চলিয়া গেলাম।

অশোক বন হইতে বাহির হইয়া ভাবিলাম, 'যখন কার্য্য সিদ্ধি হইল, তখন সুবিধা যোগকে পিছলাইতে দিই কেন। কাঠের বাড়ীগুলোতে আগুন দিলেই তো ছারখার হয়ে যাবে বিশেষতঃ যখন সকলে নেশায় বিভোর। এমন প্রধান নগরে আতসবাজির দোকানের অভাব থাকিতে পারে না। একটু কষ্ট করিয়া খুঁজিলেই পাইব। তবে খোঁজা যাউক। আমি মনে মনে করিলাম একনিষ্ঠা হইয়া চেষ্টা করিলেই প্রায় কার্য্য সিদ্ধি হয়। আমি ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছি একটা আতস বাজার দোকান দেখিলাম। মনে পড়িল ছুটা অরণি দিয়া অগ্নি উৎপাদন করিয়া অলক্ষিত ভাবে কাঠের বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে। এইপ্রকার যেমন ভাবা তেমনি কাজ। চারিদিকে গোলমাল উঠিল 'আগুন, আগুন —জল জল'। অনুকূল বাতাসে আগুন কেবল পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিল এবং দাবানল তুল্য হইল। রাজা রাজপরিবার সকলে আসিয়া আগুন নিবাইবার যত্ন করিতেছে। গুজব শুনিয়া আমি তথায় যাইলাম। দেখিলাম সকলেই লম্বা চওড়া ও বলিষ্ঠ কার্য্যতৎপর সাহসী ও উদ্যমশীল। প্রায় সকলেই ধপধপে সাদা ও হলুদের মত কতকগুলি হলদে। সাজ সজ্জার কথা কি আর বলিব। আপনার ভক্ত ওরকম কোথাও দেখে নাই। রাজা প্রজায় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আমি এধার ওধার দিয়া

সমুদ্রের ধারে আসিয়া সুবিধা যোগে পার হইয়া সটান রাজা সুগ্রীবের প্রাসাদে উপস্থিত হইলাম। রাজপ্রাসাদ বন্ধ। দৌবারিককে ডাকাইয়া দোর খুলাইয়া সহচরীদের ঘরে গিয়া বলিলাম "শীঘ্র রাজাকে খবর দাও। সুখবর লইয়া পাত্র আসিয়াছে। অপেক্ষা করিতেছে।"

সহচরী তৎক্ষণাৎ রাজাকে ঘুম হইতে উঠাইয়া পাত্রের সমাচার দিলেপর তিনি পাত্রকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। পাত্র নিকটে যাইয়া বলিল "সংবাদ শুভ। দেরী করা অনাবশ্যক। শীঘ্র প্রস্তুত হউন। প্রভু রামচন্দ্র যৎপরোনাস্তি ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন।"

সুগ্রীব—আচ্ছা।

হে প্রভু রামচন্দ্র, আমি সমস্ত বিবরণ বলিলাম। এই সীতাদেবীর আংটী লউন। শীঘ্র ব্যবস্থা করুন। দেরী করিলেপর কার্য্যভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা। আপনি আপনার মিতাকে বলুন শীঘ্র সাঁকো প্রস্তুত করুন। যাহাতে সমস্ত কটক স্বচ্ছন্দে ওপারে যাইতে পারে। নলকে এই কার্য্যের ভার উনি দিউন এবং বলুন যত শীঘ্র পারেন সাঁকো প্রস্তুত সমাধা করুন। কোনরকম দেরী না হয়। যত খরচা লাগে রাজসরকার দিউন।

রাম—আপনি যে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন ইহা আমার সাধ্যাতীত। এখন আমি সাহস পাইলাম। মিতা আছেন আমার কোন ভাবনা নাই। মিতা, পাত্র যাহা বলিলেন

শুনিলেন তো? এইবার কার্য্য সমাধা করুন। আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য। ভক্ত এস একবার কোলাকুলি করি।

সুগ্রীব—আমি অদ্যই ইহার ব্যবস্থা করিব। পাত্রের উপর ইহার ভার দিলাম। তবে মাঝে মাঝে আপনি গিয়া এক একবার সকলকে উৎসাহ ও পরামর্শ দিবেন যাহাতে আমাদের কার্য্য সিদ্ধি হয়। পাত্র বরাবর আবশ্যক মতে আপনার নিকট আসিয়া আপনাকে সমস্ত খবর দিবেন। তবে আমরা আসি।

রাম—এসো মিতা ও পাত্র, আমি আপনাদের মুখাপেক্ষা হইয়া রহিলাম।

রাম ও লক্ষ্মণ দুজনাকে কোল দিয়া বিদায় দিলেন।

রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন—"ভাই লক্ষ্মণ তুমি বেশী ঘনিষ্ঠতা পাতাইয়া যাতায়াত সুরু কর যাহাতে শীঘ্র আমাদের কার্য্য উদ্ধার হয়। সম্মুখ সমরে মরিলে স্বর্গে যায় ইহা বেশ করিয়া সকলকে শিক্ষা দাও। বড় যাহা হুকুম করিবে ছোট তাহা তামিল করিবে। যদি যম আসেন তথাপি আমাদের কোন অনুচর যেন পশ্চাৎ না দেখায় বা হুকুম অগ্রাহ্য না করে।

লক্ষ্মণ—আপনি যে প্রকার হুকুম দিবেন, আপনার দাস তাহাই তামিল করিব। পৃথিবী ওলোট পালোট হইলেও আপনার দাস আপনার হুকুম তামিল করিতে কুণ্ঠিত নয়। আপনার জন্যই আমার মন, প্রাণ ও দেহ।

দুই চারিদিন পরে পাত্র আসিয়া বলিলেন "সমস্ত বানর

মহা উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছে। আপনাদের প্রায় সকলেই আছে। অগস্ত্য যাহা পারেন নাই আপনি তাহা একটী বাণ নিক্ষেপ না করিয়া তাহাই করিবেন। প্রভু হইয়া না আসিলে পর কি অন্যের প্রভু হইতে পারে। হে প্রভু রামচন্দ্র তবে কবে যাবেন। আপনারা দাঁড়াইলে সকলে দ্বিগুণ উদ্যমের সহিত কার্য্য করিবে। যত শীঘ্র হইয়া যায় ততই মঙ্গল।

রাম—ভক্ত আপনি যাহা বলিলেন ইহা অত্যুক্তি নয়। ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা না করিলে দোষ কিন্তু করিলে কি প্রশংসা আছে। কারণ ইহা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও দায়িত্ব। ভক্তের যাহা কর্ত্তব্য ভক্ত তাহা করিবে। দায়িত্ব লইয়া সংসার। আপনি ও মিতা থাকিলেই চলিবে, তবে যখন অনুরোধ করিতেছেন তখন কল্য লক্ষ্মণ যাইবে। কেমন ভক্ত ?

ভক্ত—আপনি যাহা বলিবেন তাহাই আমার শিরোধার্য্য। তবে আসি।

রাম—আসুন।

পরদিন লক্ষ্মণ উপস্থিত হইয়া দেখিলেন রাজা সুগ্রীব সকলকে বলিতেছেন 'আপনারা সকলে শীঘ্র কার্য্য করুন। আমার মিতা বড় উতলা হইয়াছেন। যাহা কিছু খরচ লাগে আপনারা কোষাধ্যক্ষ হইতে গ্রহণ করুন। কোনপ্রকার হিসাব দেখিবেন না (যাহাতে কার্য্যসিদ্ধি হয় তাহাই করিবেন)। এই যে লক্ষ্মণ ঠাকুর আসিয়াছেন। বড় ভাল

হইয়াছে। সকলে সমুদ্রতীরে চলুন। কোন্‌খান হইতে সেতু বন্ধন সুরু করিলে ঠিক হয় তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

লক্ষ্মণ—নক্সা আছে?

নীল—আছে বৈ কি।

লক্ষ্মণ—তবে লইয়া চলুন। স্থানে গিয়া সকলে মিলিয়া একমত হইয়া কার্য্যারম্ভ করিলে কি ভাল হয় না?

সকলেই সমুদ্রতীরে গিয়া নক্সা খুলিয়া স্থান ঠিক করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ—বোধ হয় এই স্থানটী সুবিধাজনক। কেননা যথেষ্ট ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ আছে। এটা সমুদ্রের জল নিকাষি পথ বৈ তো নয়। ঢেউয়ের সম্ভাবনা বেশী, গভীর নয়।

নল—আমারও মত তাই। মাথাগুলি মুড়াইয়া দিয়া সমভাব করিয়া বাহাদুরী গাছ উহার উপর ফেলিলে অতি শীঘ্র আমাদের আশা পূর্ণ হইয়া যাইবে। আপনাদের সকলের মত কি?

লক্ষ্মণ—এ স্থানটা কত চওড়া হইবে।

নল—প্রায় এক যোজন। ইহা অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ স্থান আর নাই। তাহাতে যথেষ্ট ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ আছে। স্রোত কম। ফাঁক যথেষ্ট আছে। ভাসিয়া যাইবার বা ভাঙ্গিবার আশা কম। সকলকার সম্মতি ক্রমে এখানেই থাম্বা গাড়িলে কি ভাল হয় না?

জাম্বুবান—একটী ভাল দিন দেখিয়া থাম্বা গাড়িতে হইবে।

হনুমান—যখন লক্ষ্মণ ঠাকুর ও রাজা সুগ্রীব উপস্থিত তখন আর ইহা অপেক্ষা ভাল দিন কি আর হইতে পারে। অরক্ষণীয়া কন্যা দানে আর দিনফল কি? সুবিধাযোগই উৎকৃষ্ট। লক্ষ্মণ ঠাকুর থাম্বা গাড়িয়া দিলেই শুভদিন ও শুভফল হইল।

সকলকার সম্মতি ক্রমে—লক্ষণ ঠাকুর থাম্বা গাড়িয়া দিয়া যে যার স্থানে চলিয়া গেলেন।

লক্ষ্মণ ঠাকুর প্রায় রোজই আসিয়া সকলকে শিক্ষা ও উপদেশ দিতেছেন। হনুমানের ফুরসৎ নাই—আহার নিদ্রা প্রায় বন্ধ। নীল দিনরাত আগ্রহের সহিত সাঁকোর কার্য্য করিতেছে। জাম্বুবান, নীল, গয়, গবাক্ষ ও রাজা সুগ্রীব তথৈব চ। বনের নরও উপযুক্ত উপদেশক ও উৎসাহ পাইলে অঘটন ঘটাইতে পারে। ফলাফলের কর্তা দৈবও কাল। মুনি বাল্মীকি ব্রহ্ম অলক্ষ অজানিত ইত্যাদিকে দৈব ও কাল বলিয়া গিয়াছেন। মুনি বাল্মীকি কি রামায়ণে অন্য সংজ্ঞা ব্যবহার করিয়াছেন?

যতদূর সম্ভবপর ততদূর কার্য্য হইতেছে। প্রায় সকলেই একনিষ্ঠা হইয়া কার্য্য করিতেছে। কিছুদিন এই প্রকার উদ্যম ও উৎসাহেতে একনিষ্ঠার সহিত কার্য্য হওয়াতে শীঘ্রই কার্য্য শেষ হইল।

হনুমান পরদিন রামসমীপে গিয়া সংবাদ দিলেন যে কার্য্য শেষ হইয়াছে। আপনি গিয়া দেখুন। তবে খুব ধুমধামে যাইতে হইবে।

রাম—আনন্দের দিনে ধুমধাম আবশ্যক। জনসাধারণ যেটাতে আনন্দ অনুভব করে সেটা করা বিধেয়। গুরুভক্ত ও রাজভক্ত না হইলে কোন প্রকার উন্নতি হয় না।

হনু—আপনি আমার গুরু। যদি বুকচিরে বলেন তো দেখাতে পারি। রাজা সুগ্রীব আমার মনিব ও রাজা। সুগ্রীবের উপর ভক্তি আছে বলিয়া তিনি আমাকে পাত্র কহেন। ভক্তি ব্যতীত মুক্তি নাই। হে প্রভু রামচন্দ্র কাল যাবেন কি?

রাম—হাঁ।

হনুমান—জয় রামচন্দ্রের জয়। জয় লক্ষণ ঠাকুরের জয়। জয় রাজা সুগ্রীবের জয়। তবে আমি আসি।

পরদিন সকালবেলা রাম ও লক্ষণ রাজপ্রাসাদাভিমুখে চলিলেন। রাজা সুগ্রীব যথায় সমস্ত কটকবাহিনী সাজ-সজ্জার সহিত ছবির মত সাজিয়া দাঁড়াইয়াছে তথায় রাম লক্ষণের অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি রাম লক্ষণকে আসিতে দেখিয়া কটকবাহিনীর মধ্যে লইয়া গিয়া মঞ্চে বসাইলেন। চারিধারে ভেরী তুরী ইত্যাদি নানাপ্রকার বাদ্য যন্ত্র বাজিয়া উঠিল। রামচন্দ্রের জয় ধ্বনিতে গগন ভেদ করিয়া স্বর্গে গিয়া পৌঁছিল। রামচন্দ্র রূপে সকলকে মুগ্ধ করিলেন।

রাম লক্ষ্মণকে বলিল "ভাই লক্ষ্মণ, তুমি সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য্যে যাইয়া কটকবাহিনীকে বহন কর।"

লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ চলিয়া গিয়া কটকবাহিণীকে চালাইতে সুরু করিলেন। রামচন্দ্র উহাদের চলন গঠন উৎসাহ ও প্রফুল্ল বদন দেখিয়া বড় আনন্দ অনুভব করিতে থাকিলেন।

কতক্গুলি কটক সামনে দিয়া যাইলেপর রামচন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন 'থামো" অমনি সমস্ত কটকবাহিণী থামিয়া গেল। রাম মধ্যে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে অর্দ্ধেককে বলিলেন "এগোও।" অর্দ্ধেক চলিতে লাগিল। অমনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "থামো।" অমনি সব থামিলেন। ইতি মধ্যে নিজের রথ আনিয়া মধ্যে রাখিয়া রাজা সুগ্রীব ও হনুমানকে রথের উপর লইয়া পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে পিছুনের কটকগুলিকে বলিলেন "চলো।" উহারা রথের নিকট পৌঁছিতে না পৌঁছিতে সামনের কটকগুলিকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "চলো।" দুই দলই চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র অন্যান্য রথের মধ্যে থাকিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছু পরে সাঁকোর নিকট পৌঁছিলে রামচন্দ্র সব কটকবাহিণীকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "থামো।" দুই দল থামিয়া যাইল। সামনের দলকে বলিলেন "আমার দিকে ফের।" অমনি তৎক্ষণাৎ রামের দিকে ফিরিল। মধ্য হইতে রাম উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "হে সৈন্যগণ, আপনাদের শিক্ষা বেশ হইয়াছে। আপনাদের চলন ধরণ সাজ সজ্জাও বেশ মাফিকসই হইয়াছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলাম। কল্য আপনাদিগকে সাঁকো পার হইয়া লঙ্কা আক্রমণ করিতে

হইবে। সামনে কিছু দেখিয়া ভয় পাইবেন না। পশ্চাৎপদ আমার হুকুম ব্যতীত হইবেন না। মনুষ্য একশত কুড়ি বৎসরের বেশী বাঁচে না। কিন্তু যদি আপনারা আমার হুকুমানুসারে চলেন তাহা হইলে কোনকালে মরিবেন না। বরং বংশপরম্পরা সকলেই আপনাদের গুণকীর্ত্তন করিবে। কীর্ত্তিই অমর করে। ঐ দেখুন, রাজা সুগ্রীব, যুবরাজ অঙ্গদ বিভীষণ, মন্ত্রী জাম্বুবাণ, নিপুণ স্থাপত্যবিদ ও বীর পুরুষ নল ও প্রিয় ভক্ত হনুমান ইত্যাদি সকলেই অত্যাচারী রাজা রাবণকে বধ করিবার দরুণ প্রস্তুত হইয়াছেন। আপনারা কি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে ইচ্ছা করেন না— বোধহয় করেন। যদি করেন সকলে একনিষ্ঠ হইয়া কাল সকালবেলা আমার সহিত সাগর পার হইয়া লঙ্কা আক্রমণ করিবেন।"

সকলেই বলিলেন "হাঁ। আমাদের কোন আপত্তি নাই। হুকুম করেন আজই এখনই চলিতে পারি।

রাম—আপনারা যে আমার ভক্ত ইহা আমি জানিলাম। কাল সকালবেলা সকলেই প্রস্তুত থাকিবেন। ইহা বলিয়া সভাভঙ্গ করিয়া দিলেন।

হনূ—'জয় প্রভু রামচন্দ্রের জয়' বলিয়া রথ চালাইয়া দিলেন।

চারিধারে জয় রামচন্দ্রের জয় নিনাদিত হইতে থাকিল। তুরী ভেরী ইত্যাদি নানাপ্রকার যন্ত্র বাজিতে থাকিল,

আওয়াজে আওয়াজে চারিধারে সরগরম্। ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের ক্ষয়।

পরদিন সকালবেলা রামচন্দ্র উৎসাহে বলীয়ান হইয়া ভাই লক্ষ্মণকে সমভিব্যহারে লইয়া রাজপ্রাসাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্য সকলেই প্রস্তুত ছিলেন। রামচন্দ্র পৌঁছিবামাত্রই রাম, সুগ্রীব, বিভীষণ ও হনুমান রথের উপর উঠিয়া বসিলে পর ভক্ত হনুমান উচ্চ গলায় বলিলেন "চল।" রামকে অগ্রে করিয়া সকলেই চলিলেন। সাঁকোর উপর উঠিলে পর ভক্ত হনুমান পুনরায় উচ্চ গলায় 'জয় রাজা রাম-চন্দ্রের জয় হাঁকিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই রামচন্দ্রের জয়জয়-কার করিতে করিতে চলিলেন। যখন সাঁকোর মাঝামাঝি যাইয়া সকলে উপস্থিত হইলেন, তখন রামচন্দ্র দুরবীক্ষণের দ্বারা দেখিলেন এক মহাকায় বীর যথেষ্ট সৈন্য লইয়া আমাদের পথ অবরোধ করিতে আসিতেছেন। রাম এই সংবাদ বিভী-ষণকে দিলেপর বিভীষণ বলিলেন 'অতি শীঘ্র দর্পনবাণ হাণিয়া হনন করিয়া ফেলুন। চক্ষু খুলিলেই আপনার সমস্ত সৈন্য ভষ্মসাৎ হইয়া যাইবে।" রাম পলকের মধ্যে দর্পন বাণ হানিয়া তাহাকে হনন করিয়া ফেলিলেন। ঘর সন্ধানে রাবণ নষ্ট এই প্রবাদ মিথ্যা নয়। ভষ্মলোচন মরিলেপর রাজা রাবণের সমস্ত সৈন্য পশ্চাৎপদ হইয়া দ্রুত লঙ্কাভিমুখে ফিরিল। পল্টনের অধ্যক্ষ মরিলে অন্য সকল সৈন্যপলায় এই নিয়ম ধারাবহ ভারতে চলিয়া আসিতেছে। দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আর একটী। দ্বন্দ্ব

যুদ্ধে হারিলে সমস্ত রাজ্য যায়। ভয়ানক কথা। বালি রামচন্দ্রের এক গুপ্ত বাণে হত হইলেপর সুগ্রীব রাজা হইলেন, এবং বালির স্ত্রী তারাকে রামের আদেশ মত স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধিমান রামচন্দ্র সুষেনকে যুবরাজ না করিয়া অঙ্গদকে করিলেন। এই অদ্বিতীয় ক্ষমতা কি অবতার ব্যতীত অন্য লোকের হয়? যদি না হয় অবতারকে একের প্রেরিত বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দয়াময় দয়া করিয়া বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার দরুণ যুগে যুগে আসেন ইহা বিশ্বাস করুণ। যদি অধিক জানিতে ইচ্ছা করেন ভাবুক ও সভ্যতা রহস্য পড়ুন। প্রত্যক্ষ অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ যুক্তি ফলবৎ নয়।

লঙ্কায় মাথার মহা গোলমাল হইয়া ঠোকাঠুকি হইতে লাগিল। সকলে অহঙ্কারে মত্ত। আমাদের খাদ্যদ্রব্য নর ও বানর। ইহাদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ কি। ধরিয়া খাইয়া ফেলিলেই তো চুকিয়া গেল। অতিরিক্ত বলবান বা অর্থবান হইলে দূরদর্শিতা লোপ পায়। দয়াময়ের রাজ্যে কিসে কি হয় ইহা কেহই বলিতে পারেন না। রাম রাজা হইবেন, না বনবাসে যাইলেন। বশিষ্ট শতানন্দ ও যাজ্ঞবল্ক স্তম্ভিত হইলেন। শুনি ত জ্যোতিষেরও তো অভাব ছিল না। এক বা অজানিত বা ব্রহ্ম বা দৈব বা কাল ইত্যাদি চিরকাল মানবাতীত।

পুরুষকার ব্যতীত কার্য্য হয় না ইহা সত্য। তবে তিনি

অবস্থাভেদে গুণভেদ করাইয়া দেন। কেন করাইয়া দেন—জন্ম জন্মান্তরের ফল। বর্ত্তমানে অমৃত বৃক্ষ রোপণ করুণ ভবিষ্যতে অমৃত ফল পাইবেন। আবার বিষবৃক্ষ রোপণ করূণ বিষফল পাইবেন। অবতার মহাজন ও রাজভক্ত না হইলে অতীতের অহঙ্কার যায় না। বর্ত্তমানই অতীত ও ভবিষ্যতের কারণ। মুনি বাল্মীকি ইহা রামায়ণে রাম ও সীতার চরিত্র অঙ্কিত করিয়া স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিয়াছেন। মুনি বাল্মীকি রাময়াণে দৈবও কালকে মানবাতীত বলিয়া গিয়াছেন। সূক্ষ্ম চিরকালই মানবাতীত। তবে মহাজনদেব ভিতর সংজ্ঞার ও প্রণালীর তফাৎ মাত্র। মানব সৃষ্টি করিতে পারেন না। জ্ঞান বিজ্ঞান ও যুক্তির বলে আবিষ্কার করিতে পারেন। যিনি পারেন তিনিই মহাজন। এই ধুয়ো ধরিয়া দেন কে ?—অবতার।

আবার রক্ষা করেন কে ?—রাজচক্রবর্ত্তী।

তিনজন না হইলে ইহাকাল ও পরকালের কোন কার্য্য হয় না। রাজ চক্রবর্ত্তী Security of Person and Property দেন। আর দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন। মহাজন ইহকাল ও পরকালের আইন করেন। অবতার উপদেশ দেন তজ্জন্য লোকালয়ে অবতার মহাজন ও রাজ চক্রবর্ত্তীর ভক্ত হওয়া প্রসিদ্ধ ও স্বতঃসিদ্ধ।

একনিষ্ঠা না হইলে কোন কার্য্য হয় না। ভজনা না করিলে ভক্ত হয় না। ভক্ত না হইলে উদ্ধার সম্ভব পর নয়। মুক্তি

নির্ব্বাণ ও মোক্ষ একাগ্রতার উপর নির্ভর করে। দেহধারী হইলেই কর্ত্তব্যকর্ম্ম ও'দায়িত্ব আছে। অজ্ঞ, বিজ্ঞ, যজ্ঞ ও সংজ্ঞা লইয়া ধরাধরি। ইহাকেই পরবৎ দর্শন বা Inductive Philosophy কহে।

'জ্ঞা' ধাতু হইতে এই ধরা। এবং ধরাকে ছাড়িয়া ধরাধরি ছাড়িলে পর অজানিত এক ব্রহ্ম বা নিত্য অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ (Deductive) আসিয়া পড়ে। প্রত্যক্ষ হইতে অপ্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ হইতে প্রত্যক্ষ। দুইটার শেষ এক। যতকিছু গোলমালের কারণ এই মধ্য। গোল লইয়া এই গণ্ডগোল। ভূগোলের গোলমাল এই গোল লইয়া। দর্শনের গোলমাল () শূন্য লইয়া, সংসারের গোলমাল গোল টাকা লইয়া এবং সাহিত্যের গোলমাল এই মাথা গোল হেতু। অর্থে অর্থ হয়। সংজ্ঞাতে সংজ্ঞা হয়। অবস্থাভেদে গুণভেদ হয়। কিন্তু () শূন্য লোপ করিলে স্থিতপ্রজ্ঞ পরমহংস খপনক ও অক্ষর লোপ পায়। তজ্জন্য ধাতুর ধাতু কি বা বাপের বাপ কে বা অজানিতের অজানিত কি বা আত্মার আত্মা কি ইহা জিজ্ঞাসা করা মানবধর্ম্ম হিসাবে অবৈধ। কারণ মানবাতীত।

মনু হইতে মানব। আবার ব্যঞ্জন বর্ণের—'ম' ও 'ন' হইতে 'উ' প্রত্যয় গুণে 'মনু' আবার উ প্রত্যয় লোপ করিলে 'মন'। 'মন' সূক্ষ্মস্থূল বলিয়া কথিত কেননা ব্যঞ্জন। অর্থাৎ পরবৎ (Inductive বা Objective) এই

বিশিষ্ট জ্ঞা তুলিয়া দিলেই 'অ' স্বর আসিয়া পড়ে আবার স্বরকে উপিয়া দিলেই শূন্য। সেই হেতু শব্দ ব্রহ্ম বলিয়া কথিত। এখন ব্রহ্মের উপর কি ?—সর্ব্বনাশ।

সর্ব্বনাশ হয় না। যদি হয় তাহা হইলে সৃষ্টি কাণ্ড থাকে না। ইহার কারণ ধাতুর ধাতু কি ইহা সিজ্ঞাসা করা অবৈধ।

রামচন্দ্র সমস্ত সৈন্য লইয়া ওপারে যাইলেপর মিতা বিভীষণ স্থান নির্ণয় করিয়া দিলেন। রসদের বন্দোবস্ত অতি উৎকৃষ্ট রহিল। কিষ্কিন্ধ্যা হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত পরিষ্কার পথ রহিল। পরিষ্কার হেতু অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্র ও খাদ্য অসিবার কোন ব্যাঘাত রহিল না। সৈন্যেরা জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া জয় রামচন্দ্রেয় জয় নিনাদ করিতে থাকিল। লঙ্কার ভিতর হইতে যে বীরই যুদ্ধ করিতে আসেন তিনি আর ফিরিয়া যান না। লঙ্কেশ্বর অতি ব্যতিব্যস্তে পড়িলেন। পুত্র ইন্দ্রজিৎ আসিয়া পিতাকে বলিলেন "আপনি জানেন যে আমি যুদ্ধে গিয়া উহাদিগকে ব্যতিব্যস্তে ফেলিয়া দিয়াছিলাম। এইবার যাইয়া যুদ্ধ ফতে করিয়া দিয়া আসিব। আমি থাকিতে আপনার ভাবনা কি ইহা বলিয়া ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করিতে চলিয়া গেলেন।

বিভীষণ ইহা শুনিয়া রামকে বলিলেন—কল্যের ব্যাপার বড় ভয়ানক। বোধ হয় আমাদের আর অস্তিত্ব থাকিবে না। যদি ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাধা করিতে পারে তাহা হইলে সীতা উদ্ধার সম্ভপর নয়।

রাম—মিতা তবে উপায় কি ?

বিভীষণ—ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ সমাধা না করিতে পারে, আমি উহার রহস্য সব জানি তবে কৌশলে সমস্ত কার্য্য শেষ করিতে হইবে। ইন্দ্রজিতের মহলের ভিতর যজ্ঞভূমি। ওখানে কেহই নাই। ইন্দ্রজিৎ তথায় বিনা আবরণে ও বিনাঅস্ত্রে যজ্ঞ করেন। যে কয়েকটী দ্বারী আছে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিয়া স্বচ্ছন্দে ইন্দ্রজিতের সন্মুখে উপস্থিত হওয়া যাইতে পারে। লক্ষ্মণ ঠাকুর সেই সময় কোন বাক্যব্যয় না করিয়া বাণে বিদ্ধ করিয়া ইন্দ্রজিৎকে মারিয়া ফেলিবেন। আমি দ্বারে থাকিব। কোন প্রকারে বাহির হইতে পারিবে না। যে কয়েকটী বনর আমাদের সঙ্গে যাইবে তাহারা বাহিরের দ্বার রক্ষা করিবে। বাক্য কাটাকাটির সময় নয়। হুকুম করুন এখনি সকলে আমার সঙ্গে যায়। যদি উষা কালের পূর্ব্বে যজ্ঞ সমাধা হইয়া যায় তাহা হইলে আমাদের কাহারও ইন্দ্রজিতের হাত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই। এই প্রকার যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে লঙ্কায় বাঁধিয়া আনিয়া ছিল। ইহার কারণ সকলে উহাকে ইন্দ্রজিৎ কহে। আর বৃথা কাল কাটান উচিৎ নয়। শীঘ্র হুকুম দিউন।

রাম—লক্ষ্মণ নানা প্রাকার অবস্থাগুণে ক্ষীণ আছে। লক্ষ্মণের যদি কিছু হয়—তাহা হইলে আমার প্রাণ থাকা অসম্ভব। লক্ষ্মণ আমার প্রাণের প্রাণ। বিশেষতঃ ইন্দ্রজিতের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করা সন্দেহ যুক্ত।

বিভীষণ—কোন ভয় নাই। সুকৌশলের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি করিব। যদি ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ সমাধা করিতে পারে তাহা হইলে নিস্তার নাই।

রাম—তবে মিতা আমি লক্ষ্মণকে তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম।' আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন তাহাই করিবেন। যে কয়েকটী বননরের প্রয়োজন তাহাই লইয়া যাউন। ভক্ত হনূমানকে সঙ্গে লইবেন।

বিভীষণ—আচ্ছা আপনি যাহা আদেশ করিলেন তাহাই করিব।

এই বলিয়া বিভীষণ লক্ষ্মণঠাকুরকে ও কয়েকটী বাছা বাছা বননরকে ও ভক্ত হনূমানকে সঙ্গে লইয়া, চুপি চুপি ইন্দ্রজিতের যজ্ঞস্থলে যাইয়া উপস্থিত হইয়া দ্বারীদিগকে যমালয়ে পাঠাইয়া, ও বননরদিগকে ও ভক্ত হনূমানকে দ্বার রক্ষা করিতে দিয়া, বিভীষণ লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞ ভূমিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং পরে নিজে যজ্ঞাগারের দ্বার রক্ষা করিতে থাকিলেন। যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে সামনে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রক্তাস্য ও রক্ত লোচনে দ্বার পানে চাহিলেন, কিন্তু যখন বিভীষণকে যজ্ঞাগারের দ্বারে দেখিলেন তখন তিনি তাহাকে যথেষ্ট ভৎসনা করিতে থাকিলেন। ইতিমধ্যে লক্ষ্মণ বাণবর্ষণ করিতে থাকিলেন। কোনও উপায় না দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ যাহা সামনে পাইলেন তাহা দ্বারাই দেহরক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে বাণে বাণে

লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতকে স্বর্গে পাঠাইয়া দিলেন। পাছে কোন প্রকাব গোলমাল হয়, তজ্জন্য বিভীষণ চুপিচুপি সকলকে লইয়া রামের কাছে যাইয়া বলিলেন—ইন্দ্রজিৎ বধ হইয়াছে।

রাম—আপনি না থাকিলে এই কার্য্য সমাধা হইত না। সুকৌশলটি কার্য্যে পরিণত হওয়া দৈব ও কালের স্বাপক্ষ। দৈব ও কালের গতি কেহই বলিতে পারে না। মিতা এস কোলাকলি করি। লক্ষ্মণ এস ভাই আমার কোলে এস। বন্ধুবর্গ এস কোলাকুলি করি। ভক্ত এস প্রাণ জুড়াই।

সকল বনন্ব যখন শুনিলেন লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতকে বধ করিয়াছেন তখন আনন্দের লহর বহিতে লাগিল। জয় রামচন্দ্রের জয়। এই উৎসাহের সহিত চীৎকারে লঙ্কা টলিতে লাগিল।

লঙ্কাবাসীরা যখন শুনিলেন ইন্দ্রজিৎ বধ হইয়াছে, তখন ক্রন্দনেব রোলে লঙ্কা বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিল। ঘরে ঘরে প্রায় সকলেই বিকটমূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইতে লাগিলেন, এবং প্রায় সকলেই বলিতে লাগিলেন সোণার লঙ্কা ছারখারে যাইল। এখনও যদি সীতাকে রামচন্দ্রের কাছে ফিরিয়া দিয়া আসেন তাহা হইলে বাঁচোয়া, আর তাহা না হইলে বংশে বাতি দিবার কেহই থাকিবে না।

নীরুৎসাহ সৈন্যের দ্বারা কি কোনও কাজ হয়, না সংশয় উপস্থিত হইলে কাজ হয়, ফলতঃ একনিষ্ঠা না হইলে সিদ্ধ হইতে পারা যায় না। সমস্ত দৈবের বা কালের লীলা খেলা,

জয় করাইতেও তিনি পরাজয় করাইতেও তিনি ফলতঃ যশ ও অপযশ তিনি করান। মানব নিমিত্তের ভাগী। পুরুষকার তিনি করান। আলস্য ও অহঙ্কার তিনি দেন। অবস্থাভেদে গুণভেদ তিনি করান। চোরকে বলেন চুরি করিতে আর গৃহস্থকে বলেন সাবধান হইতে। এই সব যে কি ব্যাপার তিনি জানেন। অন্য সকলকার নিকট অজানিত। মানবের কৃত যাহা তাহাই মানব জানিতে পারে। যাহা মানবের নয় তাহা মানব কি করিয়া জানিবেন? তজ্জন্য অদ্ভুত ঘটনাগুলিকে মানবাতীত কহে। দয়াময়ের দয়া ব্যতীত কিছুই হয় না। এই স্থানে বিশ্বাস মূলাধার।

রাজা রাবণ যখন ইন্দ্রজিতের স্বর্গারোহণের কথা শুনিলেন তখন তিনি মূর্চ্ছা যাইলেন। উপযুক্ত পুত্র মরিলে পর এই ব্যবস্থা চিরকাল আছে। কেহ কেহ সহ্য করিতে না পারায় দেহত্যাগও করেন। যেমন রাজা দশরথ রামকে বনবাস দিয়া রামের অদর্শনে নিজের দেহ বিসর্জ্জন দিলেন। 'রাম রাম' ব্যতীত অন্য কোন শব্দ উচ্চারণ করেন নাই। উপযুক্ত সন্তানের উপর পিতৃস্নেহ কত অধিক ইহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

লঙ্কেশ্বরের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে পর তিনি রক্তাক্তলোচনে বলিতে লাগিলেন "হে সৈন্যগণ, ভয় পাইও না। ভয় আসিলেই কার্য্যভ্রষ্ট হইতে হয়। নর ও বননরগুলি আমাদের খাদ্য দ্রব্য। কল্য আমি নিজে যাইয়া যুদ্ধের অবসান করিব।

চারিধারে এই মর্ম্মে দুন্দুভি বাজাও ও ঘোষণা দাও।”

চারিধারে ক্রন্দনের রোলে লঙ্কেশ্বর কিছুই হীনতেজ হইলেন না। বরং দ্বিগুণ তেজে তেজীয়ান হইয়া কি উপায়ে প্রতিহিংসা তুলিবেন ইহার উপায় সন্ধান করিতে লাগিলেন। সিংহের লক্ষ যাইলে যেমন সিংহ তজ্জন গর্জ্জন করিয়া বনকে কম্পিত করে, লঙ্কেশ্বরের অবস্থা ঠিক ঐ রকম হইল। তবে কিছু মতিভ্রম ঘটিতে থাকিল।

কল্য লঙ্কেশ্বর আরাম করিবেন বিভীষণ ইহা শুনিয়া রামের কাছে গিয়া বলিলেন “আপনি যথেষ্ট অঘটন কার্য্য হস্তগত করিয়া নিষ্পন্ন করিয়াছেন বটে কিন্তু আবার অঘটনকে ঘটাইতে পারিলে যুদ্ধের অবসান হয়। লঙ্কেশ্বর কঠোর তপস্যা করিয়া একজন প্রসিদ্ধ তপস্বী হন। লঙ্কেশ্বরের কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্রের অভাব নাই। প্রায় সমস্ত দেবগণকে সন্তুষ্ট করিয়া যাহার যাহা কিছু ভালভাল অস্ত্রশস্ত্র ছিল প্রায় সমস্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। বিদ্যাবুদ্ধি কল বল ও ছলে অদ্বিতীয়। লঙ্কেশ্বর অজর ও অমর। মৃত্যুবাণ ব্যতীত লঙ্কেশ্বরের মৃত্যু নাই। সকল দেবতাগণ হা হা করিতেছেন। বিভীষণ পদাঘাতের অপমানে জর্জর হইয়া লঙ্কেশ্বরের একজন মহা শত্রু হইয়াছেন। অন্য সবাই লঙ্কেশ্বরের অত্যাচারে অস্থির। প্রায় অন্যের সমস্ত সুন্দরী নারী লঙ্কেশ্বরের অন্দরে রহিয়াছে। রতিশক্তিও অদ্ভুত—যার জোড়া নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়

কেহই কিছুই করিতে পারিতেছেন না। সকলি সময়ে হয় আবার সময়ে যায়। দৈবের নির্ব্বন্ধ কেহই ঘুচাইতে পারেন না। পুরুষকার ইহার আশ্রয়। অবস্থাভেদে গুণভেদ ইহার কারণ। তজ্জন্য সমস্তই নিমিত্তের ভাগী।

লঙ্কেশ্বরের মৃত্যুবাণ রাণী মন্দোদরীর কাছে আছে। কোথায় আছে সেটা জানি না। আপনার ভক্ত সব বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সময় গুণে সব জোটে এবং সময় গুণে সব সিদ্ধি হয়। ভক্তকে মন্দোদরীর কাছে পাঠান। সেখানে কাহারও যাইবার হুকুম নাই। রাণী মন্দোদরী ফলিত জ্যোতির্ব্বিদের গোঁড়া ভক্ত। লোল মাংস পাকা চুল ও তিন পা সাজিয়া যদি প্রবেশ করিতে পারে তাহা হইলে ভক্ত কোথায় মৃত্যুবান আছে ঠিক করিয়া লইতে পারিবেন। রাক্ষস সৈন্য অধিক পরিমাণে মরাতে রাণী মন্দোদরীর চিত্ত স্থির নাই। ইহার উপর আবার উপযুক্ত পুত্র মেঘনাদ মরাতে মাথার গোলমাল ঘটিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহ। কয়টী লোক এই প্রকার দুর্ঘটনাতে মাথা ঠিক রাখিতে পারে? রাণী মন্দোদরী যত বড় তেজস্বিনী হউন না কেন তথাপি স্ত্রীলোক। বিশেষতঃ আপনার ভক্তের কাছে দুই বৎসরের বালিকা।

দুর্দ্দশা হইলেই হাত বাড়ায়। আর সুদশা হইলেই পা ছড়াইয়া দেয়। যদি এই সব যুক্তি ঠিক হয় তাহা হইলে আর বিলম্ব করা যুক্তিসিদ্ধ নয়।"

রাম—মিত্তে, আপনি যাহা করিবেন তাহাই আমার ভাল

আপনি ও মিতা সুগ্রীব দৈবের ও কালের কৃপায় মিতা হইয়াছিলেন বলিয়া আমার সীতা উদ্ধারের ভরসা। আপনারা না করিলে আর কে করিবে। আমি আর আমার ভাই লক্ষ্মণ বনবাসী। আমাদের সাধ্য কি লঙ্কেশ্বরের নিকট হইতে সীতাকে উদ্ধার করি। যখন আপনাদের সাহায্যে ইন্দ্রজিৎও বধ হইয়াছে তখন আমাব প্রাণের প্রধান ভক্ত যে এই কাজ করিতে পারিবেন তাহাতে কোন সংশয় নাই। ভক্ত, এ কাজটা কবিতে পারিবে না ?

ভক্ত—যদি আপনার আশীর্ব্বাদ থাকে আপনার ভক্ত কোন কাজ করিতে ভয় করে না। যখনি যথায় মরিব তখনি তথায় আপনার নামোচ্চারণ করিয়া অমর হইয়া আপনার পদসেবা করিব। ইহাতে কি ভয় আসিতে পারে। সন্দেহ হইলেই ভয়। ভয় হইলেই মতিভ্রম হয়। আর মতিভ্রম হইলেই কার্য্য ভ্রষ্ট হয়। আমার ভক্তি আপনার উপর অচল ও অটল। তবে ভয় কাকে ? আপনি হুকুম করিলেই এক লাফে কার্য্য সিদ্ধি করিয়া অন্য লাফে আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইব। 'জয় রামচন্দ্রের জয়।'

রাম—তবে এস দেরী করাটা ভাল নয়।

ভক্ত তৎক্ষণাৎ প্রভু রামচন্দ্রের কার্য্যসিদ্ধির জন্য গেলেন।

ভক্ত অশীতি বৎসরের বুড়া সাজিয়া বগলে পাঁজি লইয়া রাণী মন্দোদরীর দ্বারে গিয়া দ্বারীকে বলিলেন "রাণীমাকে খবর দাও। গণক ঠাকুর আসিয়াছে।"

দ্বারী রাণীকে বলিবামাত্র—রাণী বলিলেন "গণক ঠাকুরকে নিয়ে এস।"

রাণী গণক ঠাকুরকে দেখিয়া বড় ভক্তি হইল। রাণী বলিলেন "আপনি গুনিতে পারেন?"

গণক—"আমি আপনাদের অন্নে প্রতিপালিত। বংশ পরম্পরায় আপনাদের কার্য্য করিয়া আসিতেছি। বিশ্বাস ঘাতক বিভীষণের দরুণ মা আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। পাছে না আপনার কাছ হইতে লঙ্কেশ্বরের মৃত্যুবাণ লইয়া যায়। ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞের কাণ্ডটা স্মরণ করুন। যে ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে বাঁধিয়া আপনার স্বামীর পদতলে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাসঘাতক বিভীষণের দরুণ সামান্য একটা নরের হাতে বিনা অস্ত্রে দেহত্যাগ করিলেন। সোণার লঙ্কা ছারেখারে যাইল। এমন নরনারী নাই যে না ইন্দ্রজিতের জন্য—কেঁদে কেঁদে চক্ষু লাল করিয়াছে।" এই বলিয়া 'ভেঁউ ভেঁউ' করিয়া গণক ঠাকুর কাঁদিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া রাণী মন্দোদরীও আচলে চোখ মুছিতে লাগিলেন।

গণক—মা আমি অতি মনোকষ্টে আসিয়াছি। পাছে বিশ্বাস ঘাতকের দরুণ লঙ্কেশ্বরের কোন কষ্ট হয়। মা, ব্রহ্মা যখন আপনার স্বামীকে মৃত্যুবাণ দেন তখন বিশ্বাসঘাতক আর আমি উপস্থিত ছিলাম। এই বার্ত্তা আর কেহই জানেন না। তাই মা আমি আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি।

মন্দোদরী—ইহা কেহই জানেন না ইহা ঠিক। তবে বিভীষণ জানেন যে আমার স্বামী আমাকে মৃত্যুবাণ দিয়াছেন। কিন্তু কোথায় যে রাখিয়াছি ইহা তিনি জানেন না।

গণক—সেই জন্যই তো মা আমি আপনাকে সাবধান করিতে আসিলাম। এমন স্থানে রাখুন যাহাতে কেহ জানিলেও হঠাৎ লইতে পারিবে না। চোর ও দুষ্টলোকে কি না করিতে পারে?

মন্দোদরী—আমি এই স্ফটিক স্তম্ভের ভিতর রাখিয়াছি।

গণক—এইটা ঠিক স্থান হয় নাই। আমি এত বুড়া আমিই এক লাথে ভাঙ্গিয়া দিতে পারি। ভাল পলাতের স্তম্ভে রাখা কর্ত্তব্য।

গণক ঠাকুর উঠিলে পর রাণী মন্দোদরী বিষাদে হরষিত হইলেন। কেন না এত বৃদ্ধ এক লাথিতে স্ফটিকস্তম্ভ ভাঙ্গিবেন। গণকঠাকুরের স্ফটিকের স্তম্ভ ভাঙ্গিতে কষ্ট হইল না। যখন মৃত্যুবাণ পাইলেন তখন তিনি নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া 'জয়রাম' বলিয়া হাঁকিলে পর রাণী মন্দোদরী কাঠের পুতুলের মত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গণক ঠাকুর সুবিধা যোগকে পিছলাইতে না দিয়া দ্রুত পদে বাহির হইয়া সটান প্রভু রামচন্দ্রের নিকট যাইয়া 'জয় প্রভু রামচন্দ্রের জয়' বলিয়া রাবণের মৃত্যুবাণ প্রভু রামচন্দ্রের হাতে দিলেন। প্রভু রামচন্দ্র ভক্তকে কোল দিয়া চুম্বন করিলেন। ভক্ত আনন্দ বিহ্বলে গলিয়া গেলেন।

মিতা বিভীষণ ও মিতা সুগ্রীব ও লক্ষণ সকলে মিলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিলেন। ইত্যবসরে খবর আসিল যে রাবণ সমস্ত সৈন্যকে প্রায় শেষ করিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সবাই মিলিয়া উৎসাহের সহিত গিয়া সম্মুখ সমরে দাঁড়াইলেন। দুই দলের অস্ত্র শিক্ষার নিপুণতা প্রকাশ পাইল। মিতা বিভীষণ রামচন্দ্রকে বলিলেন "কিসে কি হয় ইহা কেহই বলিতে পারেন না। শীঘ্র মৃত্যুবাণে রাবণকে বধ করিয়া যুদ্ধের শেষ করুন!" ইহা শুনিয়া রামের মোহ যাইয়া পুরুষকার আসিয়া উপস্থিত হইলে পর, রাম তৎক্ষণাৎ লঙ্কেশ্বরকে মৃত্যুবাণ দিয়া বধ করিলেন।

চারিধারে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। নর ও বাননরের জয়োল্লাসে সাগর উতলিয়া পড়িয়া ঢেউয়ের সৃষ্টি করিয়া স্ফীত হইতে না হইতে হরিষে বিষাদিত হইয়া নামিতে নামিতে এবং তৎক্ষণাৎ বিষাদে হরষিত হইয়া উঠিতে উঠিতে ঢেউয়ের রোল ক্রমান্বয়ে বহিতে লাগিল। ধরার লীলাখেলাও এইরূপ। চন্দ্র ও সূর্য্যের উঠা ও পড়া স্বতঃসিদ্ধ।

বিভীষণ রামকে বলিলেন "একবার গড়ের ভিতর চলুন। সময় দেওয়া ভাল নয়। আমি আগে যাচ্ছি। সকলে আমার পিছনে পিছনে আসুন।"

সৈন্যেরা মহোল্লাসে গড়ের ভিতর যাইলেপর বীরপদভরে লঙ্কা কাঁপিল। আর বিধবার ক্রন্দনের রোলে লঙ্কার বাতাস দূষিত হইল। কিন্তু বীরপুরুষের জয়োল্লাসের ক্ষমতা

এত বেশী যে লঙ্কেশ্বরী ভয়ে স্থির হইল ও দূষিত বাতাস তিরোহিত হইয়া বিশুদ্ধ বাতাস বহিতে থাকিল। সুতরাং সংসারে হাসিকান্না চিরকাল রহিল।

রাম রাজপ্রাসাদের দরবার গৃহে গিয়া বিভীষণকে রাবণের সিংহাসনে বসাইয়া বলিলেন "কল্য রাজ্যাভিষেক হইবে। অদ্য আনন্দে সবলোক নিশা জাগরণ করুন।"

রাম—মিতা, আপনি সকল সৈন্যদিগকে উৎকৃষ্ট ভোগ্য সব রকম দ্রব্য দিউন। অপরে অন্য গৃহে যাইয়া বিশ্রাম করুন। অদ্য আমরা সকলে একগৃহে থাকিব। লক্ষ্মণ ঠাকুর দ্বারের ভিতর থাকিয়া ও ভক্ত দ্বারের বাহিরে থাকিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। মিতা, আপনি শীঘ্র সৈন্যদিগের ব্যবস্থা করিয়া দিউন।"

বিভীষণ সকল কর্ম্মচারীগণকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন। লঙ্কার ভিতর যত রকম সুখাদ্য, খাট পালঙ্ক, রাজকোষাগারে যত টাকা কড়ি আছে, যত সুন্দরী আছে ও যত পিপাবারণী আছে আমার মিতার সৈন্যদিগকে ভোগ করিতে দিউন। যদি উহাদের কোন রকম কষ্ট হয় তাহা হইলে আপনাদের জীবন সংশয় ইহা নিশ্চয় জানিবেন। যখন আমি রামের মিতা হই তখন আপনারাও সৈন্যদিগের মিতা হন। বিদ্বেষ ভাব আদৌ অন্তরে রাখিবেন না। যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। গত শোচনা করা বিধেয় নয়। দৈব ও কালের লীলা খেলা কেহই রোধ করিতে পারেন না। মিতা

বলিয়াছেন কল্য সকালে রাজ্যাভিষেক হইবে। আপনারা সকলে সমস্ত বননরগুলিকে লইয়া যাইবেন।

পর দিন সকালবেলা মহা ধুমধামে রাজ্যাভিষেক হইল। চারি ধারে তুরী, ভেরী ও দুন্দভি বাজিতে লাগিল। নৃত্য গীত ঐক্যতান বাদন ও আমোদ প্রমোদের কিছুরই অভাব রহিল না।

রাম বলিলেন "রাজা বিভীষণ, আপনি সকল প্রজাবর্গকে সন্তান সন্ততির মত লইয়া রাজ্য করিবেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিবেন। সকল প্রজাবর্গের অর্থ ও দেহ রক্ষা করিবেন। গুণোচিত মর্য্যাদা দিবেন। Law, order obedience & DiscplineএরP গোলাম হইয়া সমস্ত রাজকার্য্য অবলোকন করিবেন। কাহারও ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। বিধবারা যদি স্ব ইচ্ছায় বিবাহ করিতে চান বিবাহ দিবেন। অন্তর্জাতীয় বিবাহ যদি কেউ স্ব ইচ্ছায় করিতে চান তাহা হইলেও দিবেন। আইন করিয়া কোন প্রজাবর্গকে বিবাহ করিতে বাধ্য করিবেন না। জবরদস্তির পালা একেবারে উঠাইয়া দিবেন। প্রজাবর্গ যাহাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পায় ইহার চেষ্টা বিধিমতে করিবেন। রাজ্যের ও দেহের জমা খরচ ঠিক রাখিবেন। প্রজাবর্গের উপর অধিক কর ধার্য্য করিবেন না। বার মাস বেতনভোগী সৈন্যদিগকে কুচকাওয়াজ করাইবেন। কুঁড়ে ও বিলাসী হইবেন না। মন্দোদরীকে প্রধানা রাণী করিবেন।"

পরদিন রাম ভক্তকে বলিলেন—"ভক্ত আপনি একবার সীতাকে খবর দিউন। মিতা পরে যাইয়া আনিবেন। আপনার জন্য আমি সমস্ত অসম্ভব কার্য্য সম্ভবপর করিতে পারিলাম। এখন সকলকার শীঘ্র দেশে যাওয়া কর্ত্তব্য।"

ভক্ত—"যতক্ষণ না মাকে আনিয়া আপনার পাশে বসাই ততক্ষণ কার্য্য সিদ্ধি মনে করি না। যে দেশে ফিরে যেতে চায়, যাক। আমি যতক্ষণ না আপনার দেশের সিংহাসনে মাকে ও আপনাকে বসিতে দেখি ও লক্ষণ ঠাকুরকে আপনার মাথার উপর ছাতি ধরিতে না দেখি ও আমি সিংহাসনের নীচে হাতজোড় করিয়া গোলাম হইয়া না বসি, ততক্ষণ আমি আপনার সাক্ষাৎ চরণ ছাড়িয়া যাইব না। আমি মাকে খবর দিইগে। আপনি রাজা বিভীষণকে শিবিকা লইয়া শীঘ্র যাইতে বলুন।"

ভক্ত শীঘ্র অশোকবনে যাইয়া পৌছিল। তথাকার দ্বারীকে বলিলেন "তুমি শীঘ্র মাকে খবর দাও যে মায়ের ছেলে হনুমান আসিয়াছে।"

দ্বারী ভয়ে উঠে কি পড়ে দৌড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে গিয়া বলিল "মা হনুমান আসিয়াছে।

সীতাদেবী বলিলেন "তুমি বড় হাঁপাচ্ছো। তুমি আর একজনকে বল হনুমানকে লইয়া আসিতে।"

দ্বারী—যদি দেরী হয় আছড়ে মেরে ফেল্‌বে। বোন দুর্ম্মুখী তুমি শীঘ্র গিয়া নিয়ে এসো।

ছুম্মুখী—ঘর পোড়ার কাছে আমি যেতে পারবো না। কি জানি ধড়ফড়ে কাচা পরাণটা কি যাবে।

দ্বারী—নারে না। সে আমাদের বড় ভালবাসে। আমরা যে মায়ের দাসী, তাই সে কিছু বলিবে না। আমরা মনিবের হুকুমে কাজ করেছি আমাদের দোষ কি? ঘর পোড়া বড় ধার্ম্মিক তবে তুই থাক আমিই যাচ্ছি।

এই বলিয়া দ্বারী আস্তে আস্তে চলিয়া গিয়া ভক্তকে বলিল "আপনি আসুন। মার সঙ্গে কথা কহিতে দেরী হইয়াছে।"

ভক্ত দ্রুতপদে গিয়া উপস্থিত হইল। দ্বারী পিছনে পড়িয়া রহিল। অন্য চেড়ীগণ ঘরপোড়াকে দেখিয়া ভয়ে অস্থির হইয়া বৃক্ষের অন্তরাল হইতে উকি ঝুকি মারিতে লাগিল। সময়ে কি না হয় আর কি না যায়।

ভক্ত মাকে এক বস্ত্রা দেখিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন :— "মা প্রভু রামচন্দ্র আপনার একনিষ্ঠাতে রাবণ বধ করিয়া লঙ্কায় আসিয়াছেন। মিতা বিভীষণকে রাজা করিয়াছেন। আপনাকে খবর দিবার দরুণ আমি আসিয়াছি। জয় প্রভু রামচন্দ্রের জয়।"

এমন সময়ে রাজা বিভীষণ শিবিকা লইয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত চেড়ীগণকে হুকুম করিলেন রাজপুর বাসিনী দিগকে ও বেশকারিণীদিগকে শীঘ্র ডাকিয়া মাকে রাজচক্র-বর্ত্তিনী বেশে সুসজ্জিত করিয়া দেও। আমি নিজে শিবিকার

অগ্রে যাইব। সমস্ত রেষালা পরে পরে যাইবে। আর শিবিকার দ্বার রক্ষা হনুমান করিবেন।

যত রাজপুববাসিনী ও বেশকারিণীগণের সঙ্গে সঙ্গে রাণী মন্দোদরী আসিয়া সীতাদেবীকে স্নান করাইয়া রাজচক্রবর্ত্তিণীবেশে সুসজ্জিতা করাইয়া শিবিকার মধ্যে বসাইয়া দিলেন। শিবিকাব অগ্রে রাজা বিভীষণ ও শিবিকার দ্বার ধরিয়া ভক্ত চলিলেন এবং পিছনে সমস্ত রেষালা প্রভু রামচন্দ্রের জয় বলিতে বলিতে চলিল। সমস্ত লঙ্কাপুরী সীতাকে দেখিবার জন্য রাস্তায় বারাণ্ডায় আনাচে কানাচে ছাদে চারিদিকে জমায়াত হইয়া পড়িল। লোক এত বেশী হইল যে শিবিকা যাওযা ভার হইল। রাজা বিভীষণ সৈন্যদিকে হুকুম দিলেন,কষাঘাতে শিবিকা যাইবাব পথ পরিষ্কাব কর। কষাঘাতে নরনারী বেদনা পাইয়াও সীতাকে দেখিবার জন্য উৎসুক। বহুকষ্টে আস্তে আস্তে শিবিকা চলিল। রাণী মন্দোদরী নিজের ফটক হইতে বাহির হইয়া শিবিকার ঢাকা তুলিয়া সীতা দেবীকে বলিলেন,—"তুমি যেমন লঙ্কার নারীদিগকে বিধবা করিয়া চলিলে ও সোণার লঙ্কাকে ছারেখারে দিয়া চলিলে, তেমনি তুমিও হরিষে বিষাদিত হইবে।" বহুকষ্টে শিবিকা রাজপ্রাসাদে গিয়া পৌছিল।

যখন রাম শুনিলেন অনেক স্ত্রী পুরুষ সীতাদেবীকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া রাস্তা আটক করিয়াছিল

এবং রাজা বিভীষণ কষাঘাতের দ্বারা রাস্তা পরিষ্কার করিবার হুকুম দিয়াছেন, তখন রাম মিতা বিভীষণকে বলিলেন—মিতা মিছামিছি হুকুম দেওয়াটা ভাল হয় না। সীতাদেবীকে দেখিবেন ইহাতে সীতাদেবীর লজ্জা কি। ছেলের কাছে কি মায়ের লজ্জা আছে।

মিতা আপনি সব ঢাকা খুলিয়া দিউন। শিবিকার একধারে ভক্ত থাকুক। লক্ষ্মণ ও তুমি অন্য ধারে গিয়া দাঁড়াও। মিতা আপনি শিবিকার দ্বার মুক্ত করিয়া দিউন, সীতাদেবীকে সকলে আসিয়া মনের সুখে দেখুন। শিবিকা মধ্য স্থানে রাখুন। যাহাতে সকলে একধার দিয়া সীতা-দেবীকে দেখিয়া অন্যধার দিয়া চলিয়া যাইলে কাহারও কোন কষ্ট না হয়। মিতা আপনি এই বন্দোবস্ত করিয়া দিউন।

কয়েক ঘণ্টা পরে যখন ভিড় কমিল তখন রাম উপস্থিত হইয়া লোকসমূহের নিকট বলিলেন—"আমি সীতাদেবীকে স্পর্শ করিতে পারি না যখন সীতাদেবী বহুদিন দুষ্ট রাবণের স্থানে বাস করিয়াছেন। অগ্নি পরীক্ষার প্রয়োজন। যদি সীতা রাজী হন তাহা হইলে অগ্নি পরীক্ষা দিয়া বিশুদ্ধ হইলে পর—আমি লইতে পারি।"

ইহা শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইলেন। যথেষ্ট লোক ক্রন্দন করিতে থাকিলেন। বিশেষতঃ লক্ষণ ও হনূমান। পর ক্ষণে রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন "তুমি সীতা দেবীকে

জিজ্ঞাসা কর, যদি রাজী হন ইহার বব্যস্থা করিয়া দাও। দেরী করিও না।'

সীতাদেবী ইহা শুনিয়া মহাসাগরের মত গম্ভীর হইলেন ও পৃথিবীর মত ধৈর্য্যগুণ ধরিলেন। লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ রাজা বিভীষণ ও ভক্তকে ডাকিয়া বলিলেন "শীঘ্র কাষ্ঠের আয়োজন করিয়া দিউন। আর দেরী করা ভাল নয়। দাদা মহাশয় যাহা মুখ হইতে বাহির করিবেন তাহা কার্য্যে পরিণত না করিয়া জীবন ধারণ করেন না। দাদাকে অনুরোধ করা বাহুল্য।

সকলে মিলিয়া কাষ্ঠ ঠিক করিয়া দিলেপর লক্ষ্মণ বলিলেন—দেরী করা ভাল নয়। শীঘ্র অগ্নি দেওয়া হউক। সকলে মিলিয়া চারিধারে অগ্নি জ্বালাইয়া দিলেন। অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

সীতাদেবী যে ভাবে পূর্ব্বে বসিয়া ছিলেন সেই ভাবেই রহিলেন। সকলেই সীতাদেবীর অগ্নি পরীক্ষা চোখের জল ফেলিয়া দেখিতে লাগিলেন। যখন সমস্ত কাষ্ঠ ভষ্ম হইয়া অগ্নি নিবিয়া যাইল, তখন লক্ষ্মণ ঠাকুর শিবিকা হইতে সীতাদেবীকে নামাইয়া রামের নিকট গিয়া বলিলেন "মায়ের একগাছি লোম পর্য্যন্ত অগ্নি স্পর্শ করেন নাই। আমার মা বিশুদ্ধা। আপনি গ্রহণ করুন।"

হনূমান—জয় প্রভু রাম চন্দ্রের জয়।

রাম সীতাদেবীকে বাম পাশে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন—"হে সভ্যগণ! আপনাদের আশ্রয়ে আমি সীতাদেবীকে উদ্ধার

করিতে পারিলাম। যদি রাজা বিভীষণ ও রাজা সুগ্রীব অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত মিতা না পাতাইতেন, তাহা হইলে আমি লঙ্কায় আসিয়া আপনাদের সহিত বন্ধুত্ব পাতাইতে পরিতাম না। আর ভক্ত হনূমানের ভক্তির পরিচয় পাইতাম না। বা অসম্ভব কার্য্যগুলি সম্ভবপর করিতে পারিতাম না। যিনি ভক্ত হন তিনি ভজনা করেন, আর যিনি একনিষ্ঠা হইয়া ভজনা করেন তিনিই সিদ্ধিলাভ করেন, কিন্তু ফক্কড় হইলে ফক্কুড়িতে থাকে। ধরার কোন কার্য্য বাচালতাতে হয় না। যেখানে বাচালতা প্রবল সেখানে চতুরতা বন্ধ হয়। আর যেখানে বাচালতা ও চতুরতা প্রবল সেখানে মিথ্যা বন্ধ হয়। আর যেখানে বাচালতা চতুরতা ও মিথ্যা প্রবল সেখানে নরক গুলজার। ক্ষুদ্র নরের নাম নরক। ইহারা মানবাকার পশু ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। কল বল ছল বিদ্যা ও বুদ্ধি কোথায় ব্যবহার করিতে হয় ইহা জানেন না। যখন যেমন তখন তেমন ইহা ব্যবহার করিতে পারেন না। একনিষ্ঠা কি ইহা বোঝেন না। ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান বিদ্যা ও বুদ্ধি সময়ে ব্যবহার করিতে পারেন না। তজ্জন্য প্রত্যুৎপন্নমতির অভাব ঘটে। এখন যে যার দেশে যান। যিনি এখানে বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি রাজা বিভীষণের আশ্রয়ে মহানন্দে বাস করিতে পারেন। আমি দেশে যাইতে বড় ইচ্ছুক। আমার সঙ্গে রাজা বিভীষণ রাজা সুগ্রীব ও ভক্ত হনূমান যাইবেন। উঁহারা যাকে

সঙ্গে লইতে ইচ্ছাকরেন তাঁকে লইতে পারেন। মিতা বিভীষণ আপনার কুবেরের পুষ্পক রথ আছে, তাহাতে না কি অতিশীঘ্র যাওয়া যায়। মিতা রাজা বিভীষণ আপনি ইহার যোগাড় করুণ। আমার মন দেশে যাইবার জন্য বড় উতলা হইয়াছে। আমি পুনরায় সকলকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইলাম।

ভক্ত—জয় প্রভু রামচন্দ্রের জয়। ইহা বলিয়া নৃত্য করিতে থাকিলেন। দেখাদেখি অন্য সকলে রামের জয় জয় শব্দ করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। যে কয়জন রামের সহিত অযোধ্যা যাইবেন মনস্থ করিলেন তাহারা গিয়া পুষ্পক রথে উঠিলেন। ঠিক সময় পুষ্পক রথ লঙ্কা ছাড়িয়া অযোধ্যাভিমুখে চলিলেন। রাম পুষ্পক রথ হইতে সীতাকে যেখানে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সমস্ত বিবৃত করিতে করিতে চলিলেন। যদি কোন ভূগোলতত্ত্ববিদ্ অনুগ্রহ করিয়া মুনি বাল্মীকির এই দেশগুলির সহিত আজকালকার স্থানের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া দেখাইয়া দেন—তাহা হইলে জনসাধারণের বড়ই উপকার হয় কেননা তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায় কোন্ কোন্ দেশ পার হইয়া লঙ্কা যাইতে হইয়াছিল। কুবেরের পুষ্পক রথটী কি ইহাও যদি কেউ ঠিক করিয়া বলিয়া দেন তাহা হইলে উপকার হয়।

রাক্ষস বংশ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া গন্ধর্ব্বের সহিত আদান প্রদানে হেতি বলিয়া একব্যাক্ত হন। তিনি রক্ষাভার

লইবার কারণ রাক্ষস হইলেন। পরে বংশে মহাবলবান বীর জন্মগ্রহণ করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত ও পাতাল অধিকার করিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে এক পুরী প্রস্তুত করিতে বলেন। তিনি এই সমুদ্রের মধ্যে সোণার লঙ্কাপুরী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রকাশ পায় যে লঙ্কাপুরী প্রস্তুতের পূর্ব্বে ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। বাহুবল ধরিয়া মারপিট করিতেন। গহবরে বা জঙ্গলে বা জলে বাস করিতেন। যথেষ্ট অপ্সরী নাগকন্যা দেবকন্যা দানবকন্যা ও পাহাড়ী কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে আপাততঃ কালবর্ণে চিত্রিত হয় কেন? যদি কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ অনুগ্রহ করিয়া ইহার হদিস্ দেন, তাহা হইলেও জণসাধারণের যথেষ্ট উপকার হয়।

রাবণ সমস্ত জগতে মানবের মনের ভিতর ভয় উৎপাদন করিয়াছিলেন বলিয়া রাবণ নামে অভিহিত। রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে অসভ্য বলিতে পারা যায় না। তবে চরিত্রনীতিকে অত্যাচারী বলিতে পারা যায়। দেবরাজ ইন্দ্রকে যিনি পরাস্ত করিয়া পিতার পদতলে পিটমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফেলিতে পারিয়া ছিলেন ও সমস্ত দেবদানব ইত্যাদিকে হুকুমে খাটাইতে পারিয়াছিলেন, তাহাকে অসভ্যবলাটা কেমন কেমন মনে হয় কিনা? মুনি বাল্মীকি রাবণ, ইন্দ্রজিৎ মহাগুণী জ্ঞানবান্ বলবান্ ও বীরপুরুষ বলিয়া রামায়ণে অঙ্কিত করিয়াছেন। উভয়ে এত দৃঢ় প্রতিজ্ঞাশালী পুরুষ ছিলেন

যে যেকার্য্য আরম্ভ করিবেন সে কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে গলা কাটিয়া আহুতি দিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। একনিষ্ঠা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সমান বটে তবে তফাৎ এই সুকৌশল, যাহা রাজনীতির ভিত্তি সেটাও মুনি বাল্মীকির রামায়ণে দেখিতে পাওয়া পায়। কল বল ও ছলকে কার্য্যক্ষেত্রে যিনি সময়োচিত খেলাইতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। বল ও ছলে দুইজনাই শ্রেষ্ঠ বটে কিন্তু সুকৌশলে তত পটু নন। যখন যেমন তখন তেমন ইহা উভয়ে ঠিক সময়ে ব্যবহার করিতে পারিতেন না—অহঙ্কারে মত্ত থাকিবার কারণ মহান্ধ। আস্তাবল হইতে ঘোড়া বাহির হইয়া যাইলেপর আস্তাবলের দরজা বন্ধ করিলে কি হয়। মেয়ে হেঁয়ালিতে বলে "চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।" যাহার প্রত্যুৎপন্নমতি কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকে তিনিই শ্রেষ্ঠ। মুনি বাল্মীকি দৈব ও কাল আনিয়া ইহা মীমাংসা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। রামায়ণে বলির উপাখ্যান পড়িবেন তাহা হইলে হাতী পিপিলিকার কাছে হারিলেও দুঃখ হয় না। দয়াময়ের দয়া তিনি মোহ ও অপমোহন দিবার কর্ত্তা। যার যে রকম ভাবনা তার সে রকম পাওনা ইহাও তিনি করাইয়া দেন। মুনি বাল্মীকি দৈব্য ও কাল এই সংজ্ঞা ব্যবহার করিয়াছেন অন্য কোন সংজ্ঞা ব্যবহার করেন নাই। তিনি যোগবাশিষ্ট রামায়ণের ভিতর ব্রহ্ম গীতাতে তিনি ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। জৈমিনি ও অগ্নি বেশ্য রামায়ণে দর্শন

অধিক। যদি কেহ রামায়ণ পাঠক অনুগ্রহ করিয়া চারি খানি রামায়ণ মীমাংসা করিয়া একখানি পুস্তক লেখেন তাহা হইলে জনসাধারণের যথেষ্ট উপকার হয়।

কিছুদিন পরে রাম ভরদ্বাজ আশ্রমে গিয়া উপনীত হইলেন। যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর করিয়া বলিলেন "আপনার আশ্রমের মঙ্গল ? আমার গৃহের মঙ্গল ?

ভরদ্বাজ—আমার আশ্রমে ও আপনার গৃহে মঙ্গল বিরাজ করিতেছে। ভরত ও শত্রুঘ্ন নন্দীগ্রামে আপনার পাদুকা সিংহাসন উপরি রাখিয়া সমস্ত রাজকার্য্য সমাধা করিতেছেন। আপনার অদর্শনে উভয়ে জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। অদ্য এখানে থাকিয়া কল্য নন্দীগ্রামে যাইয়া দুইজনকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যায় যান। আমিও আপনার সহিত অযোধ্যায় গিয়া দেখা করিব।

রাম—'তথাস্তু' বলিয়া সেদিন সেখানে থাকিয়া পরদিন নন্দীগ্রামে যাইয়া মাতাঠাকুরাণীদিগকে সওয়ায় রাণী কৈকেয়ী কারণ তিনি নন্দীগ্রামে আসেন নাই, ভরত ও শত্রুঘ্নকে আপ্যায়িত করিয়া পরে সকলে মিলিয়া অযোধ্যায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে রাম একদিন সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া বল্কল পরিধান করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন, আজ সেই রাম লক্ষ্মণ ও সীতা যশস্বী ও যশস্বিনী হইয়া ও রাজপরিবার রাজা সুগ্রীব, বিভীষণ ও বননরগুলিকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। চারিধারে আনন্দের লহর

উঠিল। অযোধ্যা নগর যে কি সাজে সজ্জিত হইল ইহা বর্ণনাতীত। রাজা রাম ও রাণী সীতাদেবী সিংহাসনে বসিলে পর লক্ষ্মণঠাকুর মস্তকোপরি ছাতা ধরিলেন আর ভরত ও শত্রুঘ্ন দুই ভাইয়ে চামর দোলাইতে লাগিলেন। ভক্ত হনুমান সিংহাসনের নীচে যোড়হাতে বসিলেন এবং অন্যান্য সকলে মর্য্যাদানুসারে যে যার স্থানে বসিলেন। এই দৃশ্য যে কি মনোরম যিনি দেখিয়াছেন তিনিই অনুভব করিতে পারেন। রাজা রামচন্দ্র বলিলেন "আমি লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নকে রাজ্যভার দিয়া অন্দরে বিশ্রাম করিতে চলিলাম। আপনারাও বিশ্রাম করুন।" এই বলিয়া রাজা রামচন্দ্র ও রাণী সীতাদেবী অন্দরে প্রবেশ করিয়া রাখা রাণী কৈকেয়ীকে বলিলেন "মা, আপনি কেমন আছেন? আপনার কৃপায় আমি আজ বীরপুরুষ হইতে পারিলাম। সত্ত্বগুণে ইহ জগতে যে কত কার্য্য করিতে পারাযায় তাহা শিক্ষা করিলাম। আপনার কৃপায় মিতা বিভীষণ, মিতা সুগ্রীব ও ভক্ত হনুমানকে পাইলাম। অত্যাচারী রাবণ, দুষ্ট বালি ও অন্যান্য অসভ্য দিগকে নিহত করিতে পারিলাম। আপনার প্রসাদে পিতার উপযুক্ত পুত্র হইয়া রঘুবংশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিলাম। ভায়েদের ভ্রাতৃভক্তি কত প্রবল তাহারও পরিচয় পাইলাম। জন্মজন্মান্তরে আপনার মত মা যেন পাই। মা, আমায় পদধূলি দিউন।"

কৈকেয়ী—বাবা যাহা কিছু বলিলে ইহা সব সত্য বটে

কিন্তু আমার মাথার উপর কলঙ্কের ডালি দিলে কেন? যতদিন তুমি অযোধ্যা ছাড়িয়াছ ততদিন কেহ আমাকে মা বলিয়া ডাকে নাই। এই দেখ আমি বিষ লইয়া বসিয়া আছি। যদি তুমি আমায় মা বলিয়া না ডাকিতে আমি এই বিষ খাইয়া মরিয়া যাইতাম। পাছে এই ঘটনাটী অন্যত্র হয় এই ভয়ে আমি নন্দীগ্রামে যাই নাই। সকলে তোমাকে অবতার কহে। তোমার নাম লইয়া কতলোক উদ্ধার হইতেছে।

রাম—মা আপনি যাহা কিছু বলিলেন আমি তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। কিন্তু মা কালের কুটিল গতি ও দৈব:নির্ব্বন্ধন কেহই খণ্ডন করিতে পারেন না। জন্ম হইলেই মৃত্যু। আর মৃত্যু হইলেই জন্ম হয়। সংসারে থাকিলেই পাপ ও পূণ্য, যশ ও অপযশ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতে কেহই রোধ করিতে পারেন না। যেমন অন্ধকার ও আলোক স্বতঃসিদ্ধ। মা আপনি ওসব কিছুই মনে রাখিবেন না। আপনি জ্ঞানিনী বুদ্ধিমতী ও অভিমানিনী তাহা আমি জানি। মা আমি আপনার যে রাম পূর্ব্বে ছিলাম এখনও তাই আছি, এবং ভবিষ্যতে যতদিন দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকিবে ততদিন তাহাই থাকিব। কালের কুটিলা গতি ও দৈবের নির্ব্বন্ধন কেহই খণ্ডন করিতে পারেন না।

কৈকেয়ী—তবে পুরুষাকার কিছুই নয়।

রাম—না মা, পুরুষাকারের দ্বারা প্রত্যক্ষ কার্য্য হয়।

দৈব বা কাল সংজ্ঞার তফাৎ মাত্র ইহা কেহ অজানিত বা নিরাকার কহে। আকার না হইলে গুণ ও সংখ্যা হয় না। এবং গুণ ও সংখ্যা হইলেই অবস্থাভেদে গুণ ভেদ হয়। এই অবস্থা ভেদে কার্য্যই পুরুষকার। কেহ পাপী বা পুণ্যবান হয়। কেহ যশ বা অপযশের ভাগী হয় এবং কেহ বা ধার্ম্মিক বা অধার্ম্মিক হয়।

কৈকেয়ী—বাবা, তবে যদি তিনি সব করান তবে এই অবস্থা ভেদ হয় কেন ?

রাম—জন্মজন্মান্তরের ক্রিয়ার ফলাফল।

কৈকেয়ী—যদি তিনি সব তবে এইপ্রকার ঘটে কেন ?

রাম--কিছুই ঘটে না। ঘটা আর না ঘটা নিজের উপর নির্ভর করে। মা আপনি ভুলিয়া যাউন আর কলঙ্কের ডালি আপনার মাথার উপর থাকিবে না। একনিষ্ঠা বা স্থিতপ্রজ্ঞা হইলে নির্ম্মল হইয়া যায়। কর্ত্তব্যকর্ম্ম ও দায়িত্ব হিসাবে ফলাকাঙ্খা বর্জ্জিত হইয়া কর্ম্ম করিলে ইহ ও পর সবই ঠিক হয়।

কৈকেয়ী—বাবা, অনেক পথকষ্ট হইয়াছে,মা সীতাদেবীকে লইয়া বিশ্রাম কর গিয়ে।

রাজা রাম ও রাণী সীতাদেবী রাণী কৈকেয়ীর পদধূলি লইয়া বিশ্রাম গৃহে চলিয়া গেলেন।

কিছুমাস পরে রাজা রামচন্দ্র অন্দর হইতে বাহিরে আসিয়া সকলকে রাজ্যের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্ন ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ বলিলেন,—
"রাজ্যের কুশল সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে।"

রাজা রামচন্দ্র—সকল প্রজাবর্গ আনন্দে আছে। কেহই কোন উত্তর দিলেন না। একজন উচিৎ বক্তা উঠিয়া বলিলেন—"রাজন, যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে বলি।"

রাজা রামচন্দ্র—আপনি যাহা জানেন বলুন, ইহাতে কোন ভয় নাই। বরং আমি আনন্দ অনুভব করিব।

বক্তা—সকল প্রজাবর্গেরা আপনাকে দোষারোপ করে। বলে বহু মাসাবধি রাণী সীতাদেবী দুষ্ট রাবণের গৃহে বাস করিয়াছিলেন, কি করিয়া রাজা রামচন্দ্র রাণী সীতাদেবীকে গ্রহণ করিলেন। রাজা প্রজাবর্গকে যে প্রকার শিখাইবেন প্রজাবর্গেরা তাহাই করিবে। কাহার স্ত্রী দুশ্চরিত্রা হইলে কেহই কিছু বলিতে পারিবে না। এই প্রকার নানা কথা কহে।

রাজা রামচন্দ্র কিছু না বলিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া পরে বলিলেন "অদ্য সভা ভঙ্গ হউক।"

পরদিন রাজা রামচন্দ্র পুষ্করিণীতে স্নান করিতেছেন অপরদিকে রাজার ধোপা জামাতাকে বলিতেছে "তোকে আমি এত টাকা কড়ি দিয়ে আমার মেয়ের সাথে বিয়ে দিলুম, তুই কিনা ঘরে আসিস না (যদি মেয়েটা খারাপ হয়ে যায় তাহ'লে হবে কি? আমি একলা মেয়ে থাকিতে দিব না।

জামাতা—এটাতে এত চটো কেন ? আমি গরীব বলে নাকি ? দেশের রাজা কি কর্‌লে। আমি তাই কর্‌বো। এতে আবার দোষ কি ?

রাজা রামচন্দ্র স্নানান্তে গৃহে গিয়া লক্ষ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন "লক্ষ্মণ, প্রজাবর্গ যথেষ্ঠ অপবাদ দিতেছে। গত কল্য সভাতে শুনিয়াছি। আজ ধোপার জামাতার মুখে শুনিলাম। তুমি সীতাদেবীকে বাল্মীকির আশ্রমে যাইবার কথা ও বন ভ্রমণের কথা বলিয়া লইয়া যাইয়া বনে রাখিয়া আইস। রঘুকুলে কলঙ্ক আমার সহ্য হয় না।

লক্ষ্মণ—আপনি লোকপবাদ শঙ্কাতে অগ্নিপরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। আমার মা বিশুদ্ধা।

রাজা রামচন্দ্র—না লক্ষ্মণ, বংশধর হইয়া রঘুকুলে কলঙ্ক রাখিতে পারি না। তুমি এই কার্য্য শীঘ্র করিয়া এস।

লক্ষ্মণ ঠাকুর আজ পর্য্যন্ত রাজা রামচন্দ্রের আজ্ঞা বহন করিতে অবহেলা করেন নাই। তবে মোহান্ধ হইলে করিতে বাধ্য।

লক্ষ্মণ ঠাকুর সীতাদেবীর কাছে গিয়া বনভ্রমণের কথা উত্থাপন করিলেপর সীতাদেবী আনন্দে বলিলেন "আজ যাওয়া হবে কি ?"

লক্ষ্মণ—বলেন তো এখনই যাই।

সীতাদেবী আনন্দে বলিলেন "তবে চল।"

লক্ষ্মণঠাকুর তৎক্ষণাৎ সীতাদেবীকে রথোপরি বসাইয়া

বনভ্রমণে বাহির হইলেন। কয়েক ঘণ্টা যাইলেপর যখন নিবিড় বনে আসিলেন তখন সীতাদেবীকে রথ হইতে নামাইয়া বলিলেন "রাজা রামচন্দ্র আপনাকে বনবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। যদিও আপনি দশমাস গর্ভবতী কিন্তু রাজা রামচন্দ্রের আজ্ঞা অবহেলা করিতে পারিব না।" ইহা বলিয়া লক্ষ্মণঠাকুর দ্বিরুক্তি না করিয়া তথা হইতে আসিয়া সুমন্ত্রকে হুকুম করিলেন "রথ রাজপ্রাসাদাভিমুখে লইয়া চল।" সুমন্ত্র তাহাই করিল।

সীতাদেবী নির্জ্জন নিবিড় বনে কি করিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলেন। দয়াময়ের দয়া সর্ব্বত্র। হঠাৎ সেই স্থানে কোন কারণ বশতঃ মুনি বাল্মীকি যাইয়া উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করায় সীতাদেবী আদ্যোপান্ত বলিলে পর, মুনি দয়া করিয়া নিজ আশ্রমে সীতাদেবীকে লইয়া গেলেন। লক্ষ্মণঠাকুর রাজপ্রাসাদে পৌঁছিয়া সমস্ত বিবরণ রামচন্দ্রের সম্মুখে বলিলেপর, রামচন্দ্র "সীতা সীতা" বলিয়া যথেষ্ট অনুতাপ করিতে লাগিলেন। রাজ কার্য্যের ব্যাঘাত যথেষ্ট হইতে লাগিল। রাজা রামচন্দ্র এত অধীর হইলেন যে সীতা বিনা কোন কার্য্য করিবেন না। লক্ষ্মণ-ঠাকুর এক সোণার সীতা প্রস্তুত করাইয়া রাজা রামচন্দ্রের পার্শ্বে বসাইয়া দিলেন। এই প্রকারে কয়েক বৎসর রাজ কার্য্য চলিল।

রাজা রামচন্দ্র সীতাকে ভুলিতে পারিলেন না। বরং

সময়ে সময়ে 'সীতা সীতা' বলিয়া অস্থির হইয়া রাজ কার্য্য ভুলিতে লাগিলেন'। মানসিক তেজ পূর্ব্বের মত আর না থাকাতে, মোহ ক্রমে ক্রমে প্রবল হইতে সুরু করিল। অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ হয়।

সীতা দেবীকে মুনি বাল্মীকি আশ্রমে লইয়া যাইলে কিছু দিন পরে জমজ লব কুশের জন্ম হইল। 'লব কুশ দিন দিন চাঁদের কলার মত বাড়িতে থাকিল। কয়েক বৎসর পরে মুনি বাল্মীকি লব ও কুশকে রামায়ণ গান শিখাইলেন এবং ইহা ক্রমান্বয়ে অভ্যাস করাতে এত সুমধুর হইল যে লব কুশের মুখে রামায়ণ গান শুনিলে মোহে মুগ্ধ হইতে বাধ্য।

মুনি বাল্মীকি লব ও কুশকে বলিলেন "তোমরা রাজধানীতে গিয়া রামায়ণ গাহিতে আরম্ভ কর।" কিছুদিন গাহিতে গাহিতে চারিধারে প্রচার হইয়া পড়িল যে তুইটী বালক এমন রাম গান গায় যে শুনিলে পর চোখে জল রাখিতে পারা যায় না। আবার তুটী বালকের রূপ গঠন ও নাচ দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়।

কিছুকাল পরে ক্রমে রাজার কাণে এই কথা উঠিল। রাজা হুকুম করিলেন "একদিন তাহাদের নিয়ে এসো।" তুইটী বালক আবভাব ও কায়দার সহিত নাচিতে নাচিতে রামায়ণ গান গাহিলে পর রাজা মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে কোলে বসাইয়া চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের বাপের নাম কি? তোমরা কোথায় থাক?

লব কুশ—আমরা বাপের নাম জানি না। আমাদের মায়ের নাম সীতাদেবী। মুনি বাল্মীকির আশ্রমে আমরা থাকি। তিনি আমাদের গুরু।

রাজা—তোমরা মুনি বাল্মীকি ও তোমার মাকে লইয়া আসিয়া পুনরায় গান গাহিতে পার?

লব—আমরা গিয়া বলিব। আসা না আসা তাঁহাদের ইচ্ছা। আমাদের আসিতে বলেন তো রোজ আসিয়া আপনাকে রামায়ণ গান শুনাইতে পারি।

রাজা—তোমরা দুইজনাই আগে মুনি বাল্মীকিও তোমাদের মাকে গিয়া বল। উহারা দুই জনাই কি বলেন তোমরা আসিয়া আমাকে বলিলে পর আবার তোমাদের গান শুনিব।

লবকুশ—রাজার জয়। তবে আমরা আসি।

নগরের চারিধারে লবকুশের কথা। কেহ বলে "ঠিক আমাদেব রাজ্যের মত চেহারা" কেহ বলে "ভাই ওদের গলা কি মিষ্টি।" কেহ বলে "রামায়ণ গানের সঙ্গে নাচের তারিফ আছে।" কেহ বলে "ঘুমুরের তাল ও লয় কি সুন্দর! দুইটা বালক সহরটাকে মাতিয়ে তুলেছে। আবার রাজা নাকি ওদের ডেকে নিয়ে গান শুনেছে। এই প্রকার কত লোক কত রকম বলিতে থাকিলেন।

লবকুশ আশ্রমে যাইয়া সমস্ত কথা মায়ের কাছে বলিলে পর মা খুঁটিয়া খুঁটিয়া যতই জিজ্ঞাসা করেন ততই আনন্দ

সাগরে ভাসেন। পরে লব ও কুশ মুনি বাল্মীকিকে বলিলে পর বাল্মীকি বলিলেন "আমরা সকলেই রাজার হুকুমকে প্রতিপালন করিব। রাজা সাক্ষাৎ দেবতা। রাজভক্তি না আসিলে অন্য কোন ভক্তি আসে না। রাজা শান্তি ভোগ করিলে সমস্ত রাজ্যে শান্তি বিরাজ করে। তোমরা সকলে রাজভক্ত হইবে। সকলেই যাইব।"

পরদিন সকালে রাজদর্শনে চলিলেন। মুনি বাল্মীকি যথা নিয়মে রাজাকে খবর দিলে রাজার হুকুমানুসারে তিনি, সীতা ও লবকুশ রাজ সমীপে উপস্থিত হইলে পর যথা বিধানে সম্মান করিয়া যথাযোগ্য আসনে মুনি বাল্মীকিকে বসাইয়া রামচন্দ্র বলিলেন "আপনার আশ্রমের কুশল ?"

বাল্মীকি—রাজা মনশান্তিতে থাকিলে অন্য সকলেই কুশলে থাকে। আমাদের ডেকেছেন কেন ?

রামচন্দ্র—এই দুইটী বালক সেদিন বেশ রামায়ণ গান গেয়েছিল। উহাদের বাপের নাম জিজ্ঞাসা করায় উহারা বলিল "আমাদের বাবার নাম জানি না। আমাদের মায়ের নাম সীতা। আমরা মুনি বাল্মীকির আশ্রমে থাকি। মুনিবর সেইজন্য আপনাকে ডাকাইয়াছিলাম। ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

মুনি বাল্মীকি—এই দুইটী আপনার পুত্র। সীতা আপনার গৃহিণী। এখন সকলকে গ্রহণ করিয়া সুখে রাজ্য ভোগ করুন।

রামচন্দ্র—আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। লঙ্কায় যখন ছিলাম তখন লোকাপবাদ বিমোচনের দরুন আমি সীতাকে অগ্নি পরীক্ষা করিয়া লইয়া ছিলাম। এখন লোক রঞ্জনের দরুন পুনরায় অগ্নিপরীক্ষা করিয়া লইতে পারি। লক্ষণ, তুমি সীতার অগ্নি পরীক্ষা কর। দেরী কোরো না। সীতাকে জিজ্ঞাসা কর তাঁর মত আছে তো ?

লক্ষ্মণ সীতাকে জিজ্ঞাসা করিলে পর সীতাদেবী কোন আপত্তি করিলেন না। অগ্নিপরীক্ষা দিবার সময় রাজা রামচন্দ্রকে সীতাদেবী বলিলেন "আমি জন্মজন্মান্তরে যেন আপনার মত স্বামী পাই। কিন্তু আপনি আর কষ্ট দিবেন না। "মাতা বসুন্ধরে! তোমার মেয়েকে তুমি টেনে নাও মা।"

বসুন্ধরা দ্বিভাগ হইয়া স্থান দিলেন। সীতাদেবী অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া মায়ের বাছা মায়ের কোলে যাইয়া নির্ব্বাণ, মোক্ষ বা মুক্তি পাইলেন।

ধন্য মুনি বাল্মীকি ধন্য, আপনি কি শুভক্ষণে কলম ধরিয়া ছিলেন যে আজ পর্য্যন্ত সকল হিন্দুগণ রামায়ণ পড়িয়া আপনার গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। আপনি অমর কীর্ত্তি রাখিয়া অক্ষয় হইয়াছেন। আপনি সীতাদেবীকে মাটী হইতে উৎপন্ন করাইয়া মাটির উপর সীতার লীলাখেলা দেখাইয়া আবার অন্তে মাটির ভিতর সীতাকে প্রবেশ করাইয়াছেন। আপনার মতে মাটীই জীবের উৎপত্তি স্থিতি

ও প্রলয়। তাই মেয়েলি হেঁয়ালিতে বলে "মাটির দেহ মাটী হইয়া মাটীতে মিশিয়া যায়। আপনি সীতাদেবীর অসাধারণ সহ্যগুণ দেখাইয়াছেন। কিন্তু তবে কেন আবার সীতাদেবীকে মোহান্ধ করাইয়া লক্ষ্মণঠাকুরের উপর কটু বাক্য প্রয়োগ করাইয়াছেন। এবং প্রলয়ে কেন সীতা দেবীর মুখ হইতে বলাইয়াছেন "যে আর কষ্ট দিবেন না"' বোধ হয় অসহ্য হইলেই দোষ যুক্ত হয় তজ্জন্য এই মোহটুকু রাখিয়াছেন। আপনি যে প্রকারে সীতাদেবীর চরিত্র আঁকিয়াছেন সে রচনাটী ভূ-ভারতে নাই। সীতা দেবী একনিষ্ঠা হেতু ধরাতে অমলকীর্ত্তি রাখিয়া মায়ের বাছা মায়ের কোলে যাইলেন। ধন্য বাল্মীকি—ধন্য বাল্মীকি।

প্রভুরামচন্দ্র সীতাদেবীর অগ্নি পরীক্ষা দেখিয়া এবং তৎপরে মাতা বসুন্ধরাকে নিজের কন্যাকে সিংহাসনোপরি বসাইয়া লইয়া যাইতে দেখিয়া মোহান্ধ হইয়া "সীতা সীতা" বলিয়া সীতা দেবীর কেশ ধরিলেন। হাতের কেশ হাতেই রহিল কিন্তু সীতাদেবী অদৃশ্য হইয়া যাইলেন। সীতাদেবীর অক্ষয় কীর্ত্তি কেশ রহিল।

সব জিনিষ শীঘ্র মাটী হইয়া যায় কিন্তু কেশ শীঘ্র মাটী হয় না। হাজার হাজার বৎসর পরে কবর খুলিলে কেশ পাওয়া ছাড়া প্রায় অন্য কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। ইহা কতদূর সত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে পারেন।

রামচন্দ্র লবকুশের মত অধৈর্য্য হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কোন বৈষয়িক কার্য্য আর করিতে পারিলেন না। কয়েক-দিন পরে কালপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণঠাকুরকে বলিলেন "যতক্ষণ আমি ইঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিব ততক্ষণ কেহ যেন না আমার সম্মুখে আসে। যে আসিবে তাহাকে বর্জ্জন করিব।" লক্ষ্মণ দ্বারী হইয়া আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে থাকিলেন, ইতিমধ্যে দুর্ব্বাসা আসিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন "আমি রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিতে চাই। তুমি শীঘ্র খবর দাও।" লক্ষ্মণ সমস্ত বিবরণ বলিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন কিন্তু দুর্ব্বাশা কোন কথা না শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন—"যদি তুমি রামচন্দ্রকে খবর না দাও, আমি রঘুবংশ নির্ব্বংশ করিয়া ফেলিব।" লক্ষ্মণ রঘুবংশের বিপদ মনে করিয়া নিজের উপর অপবাদকে গ্রহণ করিয়া প্রভু রামচন্দ্রকে গিয়া খবর দিলেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে দেখিয়া বলিলেন "আমি তোমাকে বর্জ্জন করিলাম। তুমি আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও।" কালপুরুষ নিজের কার্য্য সিদ্ধি করিয়া সরিয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ ঠাকুরও মোহান্ধে আবৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ সরযূতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন।

প্রভুরামচন্দ্র লক্ষ্মণ বিহনে আর বাঁচিবেন না ইহা স্থির করিয়া ভরত, শত্রুঘ্নকে বলিলেন "তোমরা রাজ্যভার নাও।" উভয়েই অস্বীকার করিয়া বলিল "আপনার যে দশা হইবে আমাদেরও সেই দশা হইবে।"

প্রভু রামচন্দ্র সমস্ত নাতীদিগকে এক একটী রাজ্য দিয়া অস্তে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সরযূতে গিয়া নিজের প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিলেন। দেখাদেখি ভরত ও শত্রুঘ্ন নিজের দেহকে সরযূতে বিসর্জ্জন দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অনেকে তাহাই করিলেন।

হাসিকান্না ধরার খেলা। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ জন্ম ও মৃত্যু। সূর্য্য ও চন্দ্র স্বাভাবিক দর্শন এবং ইহার উপর অন্ধকার ও আলোক। ধরার ভিতর খেলিতে হইলেই একনিষ্ঠার প্রয়োজন। এক ব্যতীত ঐক্য হয় না। ঐক্য ব্যতীত একতা হয় না। একতা ব্যতীত ক্রিয়া হয় না। আবার ক্রিয়া ব্যতীত প্রেম হয় না। তজ্জন্য এক কর্ম্ম, এক ধর্ম্ম এক পরিচ্ছদ, এক ভাব ও এক লিপির প্রয়োজন। ধরায় যে অংশে এই প্রকার ব্যবহার আছে, ধরায় সে অংশ অধিক পরিমাণে ক্রিয়াবান্, ধার্ম্মিক ও প্রেমিক। বাচালতাতে সভ্য হয় না। রাজ ভক্ত না হইলে শান্তি বিরাজ করে না। অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ হয়। গুণ ও সংখ্যা লইয়া এই ধরায় ধারা-ধরি। Law order obedience & Disciplineএর গোলাম হইতে পারিলে উন্নতি হয়। উন্নত হইলে সভ্য হয়। সভ্য হইতে সভ্যতা। সভ্যতা হইতে আচার ব্যবহার নিয়ম ও পদ্ধতি। এক একটীর অভাবে অন্য গুলির অভাব। জমা খরচ বোধ না থাকিলে হিসাব ঠিক হয় না। হিসাব ঠিক না রাখিতে পারিলে ফাজিল হয়। ফাজিল হইলে ফাজলামি

বাড়ে। কাজলামী বাড়িলে ইতর্নষ্ট ততভ্রষ্ট হইতে হয় কথাতে ইহ ও পর আছে। তজ্জন্য কথা বিবেচনা করিয়া কহিতে হয়। বাল্যশিক্ষাই শিক্ষা। কেন না কাঁচা মাটীতে দাগ দিলে আর সে দাগ পোড়াইলেও উঠে না। কিন্তু পোড়া মাটীর উপর দাগ দিলে সে দাগ ধুইলেই উঠিয়া যায়। সংস্কার বড় বালাই। তজ্জন্য সংস্কার লইয়া সংস্কৃতি। মুনি বাল্মীকি রামায়ণে চারিটী নীতি লিখিয়া চৌকস করিয়া দিয়া গিয়াছেন। মুনি বাল্মীকির দর্শন রস ও মাটী। কিন্তু অগ্নিকে গ্রহণ করেন নাই। বাল্মীকি রামায়ণে গৃধিনি ও উলূপের গল্প পড়ুন। দৈব ও কাল প্রাধান্য পাইয়াছে। রামায়ণে বলির গল্প পড়ুন। ব্রহ্ম গীতাতে তিনি ব্রহ্মকে প্রাধান্য দিয়াছেন। একনিষ্ঠাতে পুরুষকার দ্বারা চরিত্র গঠন করিয়াছেন। রাজনীতিতে 'যখন যেমন তখন তেমন' এর দ্বারা অসাধ্য সাধন দেখাইয়াছেন। সামাজিক হিসাবে লোক রঞ্জন প্রধান ও লোকাপবাদ বিমোচন করা কর্ত্তব্য। দেহ হইলে দায়িত্ব আছে। কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব হিসাবে ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হইয়া জনসাধারণের হিতের দরুণ ক্রিয়া করিলেই একনিষ্ঠা হইয়া পুরুষকার দ্বারা নির্ব্বাণ, মোক্ষ বা মুক্তি অনিবার্য্য।

সমাপ্ত।